রাজাবলি।

সংস্কৃত ভাষাতে।

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা কৃতা।

শ্রীরামপুরে চতুর্থবার ছাপা হইল।

১৮৩৮

রাজাবলি।

বৃক্ষপ্রভৃতি কীটপর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্যলোকপর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাসস্থানের এবং অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্য বস্তু সকলের ও স্বস্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার ও কল্প মন্বন্তর যুগাদিরূপ কালবিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।

পিতৃকল্পাদি ত্রিংশং২ কল্পের মধ্যে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণবশতো বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ কল্প যাইতেছে একৈক কল্পেতে চতুর্দ্দশং মনু হয় তাহাতে শ্বেতবারাহ কল্পের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু যাইতেছেন। একৈক মনুতে ২৮৪ দুই শত চৌরাশী যুগ হয়। তাহার মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুতে ১১২ এক শত বার যুগের যুগ এই কলি যুগ যাইতেছে। ইহার পরিমাণ ৪৩২০০০ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর ইহার মধ্যে ১৭২৬ সতের শত ছাব্বিশ শকাব্দপর্য্যন্ত গত ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর বাকি ৪২৭০৯৫ চারি লক্ষ সাতাইশ হাজার পঁচানব্বই বৎসর।

আকাশ বায়ু তেজো জল ভূমি এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে পৃথিবীর আট আনা অন্য২ আকাশাদি চারি ভূতের দুই২ আনা এ সমুদায় ষোলআনাতে মিশ্রিত ও চন্দ্র বুধ শুক্র রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শনি এই সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্র মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড কেবল শূন্যের উপরে আছেন। ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা মূর্ত্তিমান কেহ নাই। অনন্ত প্রভৃতি শরীরী এই ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা ইহা পৌরাণিকেরা বর্ণনা করেন সে কেবল বর্ণনামাত্র। এই ভূমিপিণ্ডের উপরে অধতে

ও পার্শ্বেতে সর্ব্বত্র দেব মনুষ্য দানব দৈত্য পশু পক্ষ্যাদি ও পর্ব্বত গ্রাম নগর বন নদী নদাদিতে কেশর নিকরেতে কদম্বকুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রথিত আছে।

এই ভূমিপিণ্ডের অর্দ্ধেক লবণ সমুদ্রের উত্তর এই জম্বুদ্বীপ। ঐ ভূমিপিণ্ডের আর অর্দ্ধেকেতে জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে শাক শাল্মল কৌশ ক্রৌঞ্চ গোমেদক পুষ্কর এই২ নামে ছয় দ্বীপের ও লবণ ক্ষীর দধি ঘৃত ইক্ষুরস মদ্য স্বাদু জল নামে সপ্ত সমুদ্রের সন্নিবেশ হইয়াছে এই রূপে এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। এ সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ নামে এই দ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপ নবখণ্ড তাহার প্রত্যেকের নাম ভারতবর্ষ কিন্নরবর্ষ হরিবর্ষ কুরুবর্ষ হিরণ্ময়বর্ষ রম্যকবর্ষ ইলাবৃতবর্ষ ভদ্রাশ্ববর্ষ কেতুমালবর্ষ এই নব বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ নামে পৃথিবীর নব ভাগের এক ভাগ এই। ভারতবর্ষের নব ভাগ সে সকল ভাগের নাম এই ঐন্দ্র কসেরু তাম্রপর্ণ গভস্তিমৎ নাগ সৌম্য বারুণ গান্ধর্ব্ব কুমারিকা এই নব খণ্ডের মধ্যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যাহাতে আছে সে কুমারিকা খণ্ড এই। আর২ খণ্ড সকলের মধ্যে অন্ত্যজ লোকের বসতি।

পরমেশ্বর এই পৃথিবীর পালন নিমিত্ত ইক্ষ্বাকু নামে অশ্বত্থবৃক্ষ রূপে রাজাকে সত্য যুগে প্রথমত আরোপিত করিয়াছিলেন ঐ রাজার স্কন্ধ শাখাদ্বয়রূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এই দুই বংশের ধারাবাহিক সন্তান পরম্পরাতে চারি যুগে এই পৃথিবী মণ্ডল অধিকৃত ছিলেন। এই উভয় বংশীয় রাজারদের মধ্যে মহত্তম ধর্ম্ম তপো বল প্রভাবে কেহ২ সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন কেহ২ মহত্তর ধর্ম্ম তপস্যা বল ও প্রতাপে জম্বুদ্বীপমাত্রের অধিকার করিয়াছেন। কেহ২ মহাধর্ম্ম তপো বল বশতো ভারতবর্ষ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন কেহ বা কুমারিকা খণ্ডমাত্রের রাজা ছিলেন এই দুই বংশের রাজারদের মধ্যে একতর সম্রাট্ হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন। ইহাঁরদের বিবরণ পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে।

এই উভয় বংশীয় রাজারদের অধিকারে ১৭২৮০০০ সতের লক্ষ আটাইশ হাজার বৎসর সত্যযুগের ও ১২৯৬০০০ বার লক্ষ ছিয়া নব্বই হাজার বৎসর ত্রেতাযুগের ও ৮৬৪০০০ আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর দ্বাপর যুগের অবসান হইলে পর বর্ত্তমান

কলি যুগের আরম্ভ অবধি গত ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত যেং রাজা ও বাদশাহ্ ও নবাব হইয়াছেন তাঁহার দের বিবরণ ১৮০০ আটার শত য়িশবীয়সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।

এই বর্ত্তমান কলি যুগে ৬ ছয় শকপ্রবর্ত্তক রাজা কলির প্রথমাব ধি ৩০৪৪ তিন হাজার চৌয়াল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজার শক গত হইযাছে। তাহারপরে উজ্জয়নীতে বিক্রমাদিত্য রাজার ১৩৫ একশত পঁয়ত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত শক গত হইয়াছে এই দুই শক গত। বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে শালিবাহন নামে রাজার শক যাইতেছে এ শক বিক্রমাদিত্য রাজার শকের পর ১৮০০০ আটার হাজার বৎসরপর্য্যন্ত থাকিবে। তাহারপর বিজ য়াভিনন্দন নামে রাজা চিত্রকূট পর্ব্বত প্রদেশে হইবেন তাঁহার শক শালিবাহন রাজার শকের পর ১০০০০ দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত হইবে।

তাহারপর পরিনাগার্জুন নামে এক রাজা হইবেন তাঁহার শক এই কলির ৮২১ আট শত একইশ বৎসর শেষ থাকাপর্য্যন্ত থা কিবে। তাহারপর সম্ভল দেশে গৌড় ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কিদেবের অবতার হইবে। এই মতে ৬ ছয় শককর্ত্তা রাজারদের মধ্যে ২ দুই গত ১ এক বর্ত্তমান ৩ তিন ভাবী।

এই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর চারি দিক্ অগ্নি নৈ ঋত বায়ু ঈশান চারি কোণ আর মধ্য এই রূপে নয় ভাগ এই নয় ভাগের মধ্য ভাগে যেং দেশ সকল তাহারদের নাম। সারস্বত মৎস্য শূরসেন মথুরা পঞ্চাল শাল্ব মাণ্ডব্য কুরুক্ষেত্র হস্তিনা নৈ মিষ বিন্ধ্যাদ্রি পাণ্ড্য ঘোষ যামুন কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ গয়া মি থিলা ইত্যাদি। পূর্ব্ব ভাগে মগধ শোণ বরেন্দ্র গৌড় রাঢ় বর্দ্ধমান মনোলিপ্ত প্রাগজ্যোতিষ উদয়াদ্রি ইত্যাদি দেশ। অগ্নি কোণে অঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ ত্রৈপুর কোশল কলিঙ্গ উৎকল আন্ধ্র বিদর্ভ শবর ইত্যাদি দেশ। দক্ষিণে অবন্তী হেমাদ্রি মলয় ঋষ্যমূক চিত্রকূট মহারণ্য কাঞ্চী সিংহল কোঙ্কন কাবেরী তাম্রপর্ণী লঙ্কা ত্রিকূট ইত্যাদি দেশ। নৈঋত কোণে দ্রাবিড় আনর্ত্ত মহারাষ্ট্র রৈবত যবন পহ্লব সিন্ধুপারসিক ইত্যাদি দেশ। পশ্চিমে হৈহয় অস্তাদ্রি ম্লেচ্ছ বাস শক ইত্যাদি দেশ। বায়ু কোণে গুজরাট নাট জালন্ধর

ইত্যাদি দেশ। উত্তরে চীন নেপাল হূন কেকয় মন্দর গান্ধার হিমালয় ক্রৌঞ্চ গন্ধমাদন মালব কৈলাস মদ্র কাশ্মীর ম্লেচ্ছদেশ খস ইত্যাদি দেশ। ঈশান কোণে স্বর্ণভৌম গঙ্গাদ্বার টঙ্কন বাহ্লীক বুহ্মপুর কিরাত দরদ ইত্যাদি দেশ এই সকল দেশের মধ্যে মধ্যদেশ স্থিত সম্রাট্‌রাজারা নরপতি উত্তর দেশীয় সম্রাট্‌ রাজারা অশ্বপতি দক্ষিণ দেশীয় সম্রাট্‌ রাজারা গজপতি এই তিন প্রকার সম্রাট্‌রাজারদের মধ্যে নরপতি রাজারদের বিবরণ সামান্যতো লিখি।

এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুই শত সাত ষট্টি বৎসরপর্য্যন্ত ১১৯ এক শত উনিশ জন নানাজাতীয় হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট হন। ইহার বিবরণ রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমকপর্য্যন্ত ২৮ আটাইশ জন ক্ষত্রিয় জাতি পুরুষেতে ১৮১২ আটার শত বার বৎসর। এইপর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল। তাহারপর মহানন্দি নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রা গর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি বোধমল্লপর্য্যন্ত ১৪ চৌদ্দ জনেতে ৫০০ পাঁচ শত বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহারপর গোতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্যপর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বি ১৫ পনের জনেতে ৪০০ চারি শত বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল। তাহারপর ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপালপর্য্যন্ত ৯ নয় জনেতে ৩১৮ তিন শত আটার বৎসর। তাহারপর শকাদিত্য নামে পর্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ চৌদ্দ বৎসর। এই রূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ তিন হাজার চৌয়াল্লিশ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল। তারপর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল এই সম্বতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যেরা পিতা পুত্রে দুই জনেতে ৯৩ তিরানব্বই বৎর। তারপর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপালপর্য্যন্ত ১৬ ষোল জন যোগিতে ৬৪১। ৩ ছয় শত একচল্লিশ বৎসর তিন মাস। তাহারপর তিলকচন্দ্র অবধি গোবিন্দ চন্দ্রের স্ত্রী প্রেমদেবীপর্য্যন্ত ১০ দশ জনেতে ১৪০। ৪ এক শত চল্লিশ বৎসর চারি মাস। তাহারপর হরিপ্রেম বৈরাগী অবধি মহাপ্রেমপর্য্যন্ত ৪ চারি জন বৈরাগিতে ৪৫। ৭ পঁয়তাল্লিশ বৎসর সাত মাস। তা

হারপর ধীসেন অবধি দামোদর সেনপর্য্যন্ত বঙ্গ দেশীয় বৈদ্য জাতি ১৩ তের জনেতে ১৩৭। ১ এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর এক মাস। তাহারপর দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহপর্য্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ ছয় জনেতে ১৫১ এক শত একান্ন বৎসর। তাহারপর পৃথুরায় এক জনেতে ১৪। ৭ চৌদ্দ বৎসর সাত মাস। এই রূপে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ অবধি ১২২৩ বার শত তেইশ বৎসর গত হইল। এবং কলির প্রথম অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুই শত সাতষট্টি বৎসর গত হইল। এই পর্য্যন্ত হিন্দু রাজারদের সাম্রাজ্য ছিল।

তাহারপর মুসলমানেরদের সাম্রাজ্য হইল যবনেরদের সাম্রাজ্য হওয়া অবধি ১৭২৬ সতের শত ছাব্বিশ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৫১ একান্ন জনেতে ৬৫১।৩।২৮ ছয় শত একান্ন বৎসর তিন মাস আটাইশ দিন গত হইয়াছে। তাহার বিবরণ সুলতান শহাবুদ্দিন অবধি মই যুদ্দীন কয়কুবাদপর্য্যন্ত গোরীয় ১২ বার জনেতে ১১৮।২।২৭ এক শত আটার বৎসর দুইমাস সাত্তাইশ দিন। তাহারপর জলা লুদ্দীন অবধি কোতবুদ্দীনপর্য্যন্ত খানিকখাঁর সন্তান ৪ চারি জনেতে ৩৪। ১১।২০ চৌত্রিশ বৎসর এগার মাস বিংশতি দিন। তা হারপর খোসরো খাঁ অবধি মহম্মদশাহ পর্য্যন্ত ৯ নয় জন তুরুকে তে ৯৭।৩।১৯ সাতানব্বই বৎসর তিন মাস ঊনিশ দিন। তার পর খেজর খাঁ অবধি আলাউদ্দীনপর্য্যন্ত চারি জন ওমরার সন্তানে তে ৩৯।৭।১৬ ঊনচল্লিশ বৎসর সাত মাস ষোল দিন। তার পর বেহলোল অবধি এবরাহিমপর্য্যন্ত ৩ তিন জন পাঠানেতে ৭২।১।৭ বাহত্তর বৎসর এক মাস সাত দিন।

এইরূপে দিল্লীতে যবনাধিকার হওয়া অবধি ৩৬২ ।২। ২৯ তিন শত বাষট্টি বৎসর দুই মাস ঊনত্রিশ দিন গত হইল। তার পর অমীর তৈমুরের সন্তানেরদের বাদশাহী হয় তাহার বিবরণ।

বাবর শাহেরা পিতা পুত্রেতে ১৫।৫ পোনর বৎসর পাঁচ মাস। তাহারপর শের শাহ অবধি মহম্মদ আদিলপর্য্যন্ত ৪ চারি জন পাঠানেতে ১৬।৩ ষোল বৎসর তিন মাস। এ চারি জন তৈমু রের সন্তান নয়। তাহারপর ঐ বাবরের পুত্র হুমায়ু অবধি শাহ আলমের জলুসী ৪৫ পঁয়তাল্লিশ শনপর্য্যন্ত তৈমুরের সন্তান চৌদ্দ জনেতে ২৫৭। ৪।২৯ দুই শত সাতান্ন বৎসর চারি মাস ঊনত্রিশ

দিন। এইরূপে সর্ব্বসুদ্ধা বাবর অবধি এপর্য্যন্ত ২৮৯।০।২৯ দুই শত উননব্বই বৎসর উনত্রিশ দিন গত হইল। এই মতে সর্ব্ব সুদ্ধা ১৮৬১ আটার শত একষট্টি সম্বৎপর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে যবনাধিকারে ৬৫১।৩।২৮ ছয় শত একান্ন বৎসর তিন মাস আটাইশ দিন গত হইল। দিল্লীতে যবনাধিকার হওয়ার পূর্ব্বে নাসরুদ্দীন সুবক্তকী প্রভৃতি কএক যবনেতে মুলতান ও লাহোর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়াছিল কিন্তু তাহারা দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিতে পারে নাই অতএব তাহারা দিল্লীস্থ সম্রাটেরদের মধ্যে গণিত নয় এইরূপে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানিতে কলির প্রথম অবধি ১৮৬১ আটার শত একষটি সম্বৎ ও ১৭২৬ সতের শত ছাব্বিশ শকাব্দ ও ১২১১ বারো শত এগারো বাঙ্গালা শন ও ১৮০৫ আটার শত পাঁচ খ্রিশ্চীয় শন ও ১২১৯ বারো শত উনিশ হিজরি শনপর্য্যন্ত সর্ব্ব সুদ্ধা ৪৯২৯ চারি হাজার নয় শত উনিশ বৎসর গত হয় এবং শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরদেবের শন ৩০৪৪ তিন হাজার চৌয়াল্লিশ ও শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের বর্ত্তমান সম্বৎ ১৮৬১ আটার শত একষট্টি বৎসর এই দুই অঙ্কের ঐক্যে কলির প্রথমাবধি এপর্য্যন্ত কলির গত বৎসর ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর কলির এই গত বৎসর হইতে সাম্রাজ্য সময়ের ঐক্যের অঙ্কেতে যে ১৪ চৌদ্দ বৎসর অধিক হয় সে যবনাধিকার সময়ের হিজরি শনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌর মানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ও সাম্রাজ্যাধিকার সময়ের বর্ষের উপর ভগ্ন মাসের কদাচিৎ বর্ষরূপে গণনা কদাচিৎ ঐ ভগ্ন মাসের ত্যাগ এই বৈলক্ষণ্যেতে হইয়াছে ইহা বুঝা যায়। এই প্রকারে সর্ব্ব সুদ্ধা ১৭০ এক শত সত্তরি সম্রাট রাজারদের মধ্যে যাহারদের যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ পুস্তকাদিতে ও প্রামাণিক লোকেরদের প্রমুখাৎ পাওয়া গেল সে সকল উপাখ্যান সমেত সে সকল সম্রাট রাজারদের ও আর২ অবান্তর সম্রাট রাজারদের প্রত্যেক বিবরণ সংপ্রতি লিখি।

সূর্য্য চন্দ্রোদ্ভব বংশের মধ্যে দ্বাপর যুগের অবসানে সূর্য্য বংশের অবসান হইল চন্দ্রবংশেরও ঔরস সন্তানের উপরতি হইল কিন্তু চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তানেরদের রাজত্ব হইল। দ্বাপর যুগের শেষভাগে বিচিত্রবীর্য্য নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়া

ছিলেন তিনি অত্যন্ত স্ত্রীসম্ভোগে আসক্ত হইলেন এই প্রযুক্ত যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোক গত হইলেন তাঁহার সন্তান ছিল না অতএব বেদব্যাস আপন মাতা সত্যবতীর আজ্ঞানুসারে ঐ বিচিত্রবীর্য্য রাজার ক্ষেত্রে তিন সন্তানোৎপাদন করিলেন সে তিন সন্তানের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন সন্তানের মধ্যে পাণ্ডুর রাজত্ব হইল তিনি শাপাভিভূত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগরহিত হইলেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ঔরস সন্তান হইল না অতএব তাঁহার কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই স্ত্রী আপন স্বামির আজ্ঞামতে ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার এই চারি দেবতা হইতে পাঁচ পুত্র জন্মাইলেন। তাহার বিবরণ কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন নামে তিন ও মাদ্রীর যমজ পুত্র নকুল ও সহদেব নামে দুই এইরূপে পাণ্ডুরাজার পাঁচ ক্ষেত্রজ সন্তান হইল ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত সন্তান হইল। পাণ্ডু রাজা স্বর্গারূঢ় হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও সুশীল ও পরম সাত্ত্বিক ও দাতা ও সর্ব্ব লোকানুরক্ত দেখিয়া আপন এক শত পুত্র থাকিতেও রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতারদের ও ভীমাদি ভ্রাতারদের একবাক্যে পরম সুখে ৭৬ ছেহত্তরি বৎসর রাজ্য করেন। তাহারপর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার বনবাস হইলে পর কেবল দুর্য্যোধন ১৩ তের বৎসর রাজত্ব করিলেন তাহারপর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতারা বনবাসহইতে আসিয়া সসৈন্য সসহায় দুর্য্যোধনাদিকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন। তাহারপর যুধিষ্ঠির ৩৬ ছত্রিশ বৎসর রাজ্য করিয়া দ্রৌপদী ও ভীমাদি চারি ভ্রাতার সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। তাহারপর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত ৬০ ষাটি বৎসর রাজ্য করিয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া তক্ষক দংশনে নষ্ট হইলেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র জনমেজয় রাজা হইলেন তিনি সর্পযজ্ঞে অনেক সর্প নষ্ট করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করণে ব্রহ্মহত্যা পাপাভিভূত হইয়া বেদব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনিহইতে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তৎপাপহইতে মুক্ত হইয়া পরলোকগামী হইলেন। তাঁর রাজ্য সর্ব্বসুদ্ধা ৮৪ চৌরাশী বৎসর। এ সকল রাজারদের কথা মহাভারতে অতিবিস্তৃতা আছে অতএব সংক্ষেপে লিখিলাম। তদনন্তর তৎপুত্র শতানীক ৮২।২ বিরাশী বৎসর দুই মাস রাজ্য করেন তৎপর তাঁহার পুত্র সহস্রা

নীক ৮৮। ২ অষ্টাশী বৎসর দুই মাস রাজ্য ভোগ করেন তদনন্তর অশ্বমেধজনামে সহস্রানীকের পুত্র ৮১। ১১ একাশী বৎসর এগার মাস রাজ্য করেন। পরে তৎপুত্র অসীম কৃষ্ণের রাজা ৭৫। ২ পঁচহত্তরি বৎসর দুই মাস। অনন্তর তৎপুত্র নিচক্রু ৭৬। ৩ ছেহত্তরি বৎসর তিন মাস রাজ্য ভোগ করেন তার পর তাঁর পুত্র উপ্ত ৭৮ আটত্তরি বৎসর পৃথিবী পালন করেন পরে উপ্তের পুত্র চিত্র রথের রাজ্য ৮০ আশী বৎসর তারপর চিত্ররথের পুত্র শুচির থের রাজ্য ৬৫। ২ পঁয়ষট্টি বৎসর দুই মাস থাকে। তদনন্তর তৎপুত্র ধৃতিমান্ ৬৯। ৫ উনসত্তরি বৎসর পাঁচ মাসপর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হন পরে তাঁর পুত্র সুষেণ ৬৪। ৭ চৌষট্টি বৎসর সাত মাস রাজ্য করেন। তদনন্তর ৬২। ১ বাসট্টিবৎসর এক মাস সুসেণের পুত্র সুনীথের রাজ্যে অধিকার থাকে তদনন্তর তৎপুত্র নৃচক্ষু ৫১। ১১ একান্ন বৎসর এগার মাস পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র পারিপ্লব ৪২। ১১ বিয়াল্লিশ বৎসর এগার মাস রাজ্যাধিকারী হন। তারপর তাঁর পুত্র সুতপা ৫৮। ৩ আটান্ন বৎসর তিন মাস রাজা হন। অনন্তর সুতপার পুত্র মেধাবী ৫৫। ৮ পঞ্চান্ন বৎসর আট মাস রাজ্যাধিকারী হন। পরে তৎপুত্র নৃপঞ্জয় ৫২। ৯ বায়ান্ন বৎসর নয় মাসপর্য্যন্ত রাজা হন। পরে তাঁর পুত্র দর্ব্ব ৫০। ৮ পঞ্চাশ বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন তদনন্তর দর্ব্বের পুত্র তিমি ৪৭। ৯ সাতচল্লিশ বৎসর নয় মাস রাজ্য করেন। তদনন্তর তিমির পুত্র বৃহদ্রথ ৪৫। ১১ পঁয়তাল্লিশ বৎসর এগার মাস রাজ্য করেন। পরে তৎপুত্র সুদাস ৪৪। ৯ চৌয়াল্লিশ বৎসর নয় মাস পর্য্যন্ত রাজা হন। তারপরে তাঁর পুত্র শতানীকনামে রাজা ৪৪। ৯ চৌয়াল্লিশ বৎসর নয় মাস রাজ্যাধিকার করেন। তৎপরে শতানীকের পুত্র দুর্দ্দমন নামে রাজা ৫১ একান্ন বৎসর রাজ্যপালন করেন তার পর তৎপুত্র বহীনব রাজা হইয়া ৩৮। ৯ আটত্রিশ বৎসর নয় মাস রাজ্য প্রতিপালন করেন। অনন্তর তাঁর পুত্র দণ্ডপাণি ৪০। ৩ চল্লিশ বৎসর তিন মাস রাজা হন। তদন্তনর তাঁর পুত্র নিমি ৩৬। ৩ ছত্রিশ বৎসর তিন মাসপর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। তারপর নিমির পুত্র ক্ষেমক ৫৮। ৫ আটান্ন বৎসর পাঁচ মাস রাজা হইয়া থাকেন এই ক্ষেমক রাজা সদা রোগাতুর ছিলেন এই প্রযুক্ত

পাত্র মিত্র সৈন্য সামন্তের ভাল মন্দ দেখা শুনাতে অসমর্থ এবং নিঃসন্তান ছিলেন অতএব নন্দবংশজাত বিশারদ নামে তাঁহার মন্ত্রী রাজকীয় যাবৎ লোককে আত্মসাৎ করিয়া ঐ ক্ষেমক রাজাকে নষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইল। এই মতে শ্রীমন্মহারাজধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের অধস্তন ২৮ আটাইশ পুরুষে বংশ বিচ্ছেদ হইল ও সন্তান পরম্পরাক্রমে কলির আরম্ভ অবধি ১৮১২ আটার শত বারো বৎসরপর্য্যন্ত সাম্রাজ্য ছিল তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের বংশরূপচন্দ্র অস্ত হইলে পর নন্দবংশরূপ তারার উদয় হইল তাহার বিবরণ।

বিশারদের রাজত্ব ১৭। ৪ সতের বৎসর চারি মাস। অনন্তর তৎ পুত্র শূরসেনের রাজ্যাধিকার ৪২। ৮ বিয়াল্লিশ বৎসর আট মাস। তারপর তাঁর পুত্র বীর শাহ নামে রাজা ৫২। ২ বায়ান্ন বৎসর দুই মাস রাজত্ব করেন। তৎপরে তস্য পুত্র আনন্দ শাহ ৪৭। ৯ সাত চল্লিশ বৎসর নয় মাস রাজা হন। তারপর তাঁর পুত্র বরজিৎ ৩৫। ১ পঁয়ত্রিশ বৎসর এক মাসপর্য্যন্ত রাজা হন। অনন্তর বরজিতের পুত্র দুর্ব্বীর নামে রাজা ৪৪। ৩ চৌয়াল্লিশ বৎসর তিন মাসপর্য্যন্ত রাজ্য রক্ষা করেন। তারপর তাঁর পুত্র সুরূপাণ ৩০। ৯ ত্রিশ বৎসর নয় মাসপর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে তাঁর পুত্র পুরস্থ ৪২। ১০ বিয়াল্লিশ বৎসর দশ মাস রাজ্যাধিকারী হন। তদনন্তর তৎ পুত্র সঞ্জয় ৩২। ৩ বত্রিশ বৎসর তিন মাস রাজ্য পালন করেন। তারপরে তাঁর পুত্র অমরযোধ ২৭। ৪ সাতাইশ বৎসর চারি মাস রাজ্য সম্ভার ধারণ করেন। অনন্তর অমরযোধের পুত্র ইনপাল নামে রাজা ২২। ১১ বাইশ বৎসর এগার মাস পৃথিবী পালন করেন। তৎপর তস্য পুত্র বীরধি নামে রাজা ৪৭। ৭ সাতচল্লিশ বৎসর সাত মাস রাজ্য রক্ষা করেন। তদনন্তর তাঁর পুত্র বিদ্যার্থ রাজা হইয়া ২৫। পঁচিশ বৎসর পাঁচ মাস রাজকর্ম্ম করেন। তার পর তাঁর পুত্র বোধমল্ল ৩১। ৮ একত্রিশ বৎসর আট মাস রাজা হন। এইরূপে নন্দবংশের চতুর্দ্দশ পুরুষে পঞ্চশত বর্ষীয় সাম্রাজ্য সমাপন হইল।

এই বোধমল্ল রাজা বড় ভাঁগী ছিল অতএব রাজব্যাপারে সর্ব্বদা অনবহিত থাকিত তৎপ্রযুক্ত গৌতমবংশজাত বীরবাহু নামে তাঁর মন্ত্রী তাঁকে মারিয়া আপনি রাজা হইল। এই নন্দবংশীয় চতুর্দ্দশ পুরুষের বীজপুরুষ নন্দ নামে মগধ দেশের রাজা ছিলেন

তিনি মহানন্দের পুত্র শূদ্রাগর্ব্ভজাত মহাবল পরাক্রম দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় যাবৎ ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী করিয়াছিলেন ইনি মহাপদ্মসংখ্যক সেনাপতি ছিলেন এই প্রযুক্ত ইঁহার নামান্তর মহাপদ্মপতি সেই সকল ক্ষত্রিয় বংশ বিনাশকারি নন্দের বংশের বিনাশ এই কলির ২৩১২ দুই হাজার তিন শত বারো বৎসরে হইল। তদনন্তর গৌতম বংশ জাত মায়াদেবীর পুত্র গৌতমহইতে নাস্তিকের বংশের প্রচার হইল। ঐ গৌতম নাস্তিক ছিলেন।

নাস্তিকেরদের মত এই। যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে পাই তাহাই আছে অনুমানাদি প্রমাণসিদ্ধ যে সকল সে সকল কিছুই নাহি অতএব এ জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর কেহ নাহি। মহাবনস্থ বৃক্ষের ন্যায় এই সংসার আপনি হয় কালক্রমে আপনি যায়। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল স্বর্গ নরক নাহি এবং বর্ত্তমান দেহে ক্রিয়মাণ ঈশ্বর পূজাদি রূপ কর্ম্মের ফল ভোগ যে দেহান্তরে হয় তাহাও নাহি। ও দেহের যে পাত সেই মোক্ষ এই শরীরপাতের পর জীবের আর দেহান্তর নাহি। এইরূপে সকলি নাহি নাহি বলে। অতএব তাহার নাম নাস্তিক ইহাকে সকলে বৌদ্ধ করিয়া কহে এই মতের মূল জলশরাব নামে বেদ ভাগে আছে সে মূল এই।

দেবতারদের রাজা ইন্দ্র ও অসুরেরদের রাজা বিরোচন এ দুই জন একত্র হইয়া ব্রহ্মার নিকটে এক দিবস গেলেন. পরে দুই জনে এক কালে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদের আত্মা বা কি ও ব্রহ্ম বা কি। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা আপনার সম্মুখে জলপূর্ণ এক পাত্রে স্বশরীরের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল তাহার উপর দৃষ্টি করিয়া আপন শরীরে হাত রাখিয়া কহিলেন যে এই আত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্মার এ উত্তর শুনিয়া বিরোচন ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এই স্থূল শরীর যে সেই আত্মা সেই ব্রহ্ম এই নিশ্চয় করিয়া পাপবৃক্ষ বীজরূপ দেহাত্মবাদের আরোপণ করিল। ইন্দ্র আপন স্থানে আসিয়া ব্রহ্মার উত্তরের বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অভিপ্রায় ভালমতে বুঝিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে যেমত প্রকৃত শরীরের প্রতিবিম্ব পাত্রস্থ জলের যেপর্য্যন্ত বিদ্যমানতা সেইপর্য্যন্ত থাকে ও প্রকৃত শরীর হইতে হয় ও প্রকৃত শরীরের মত ও প্রকৃত শরীরে যে সত্তা তাহার সেই সত্তা তদ্ব্যতি

রেকে তাহার সত্তা নাহি অতএব সে বস্তুতঃ কিছুই নয় কিন্তু প্রকৃত যে শরীর সেই বস্তু সৎ তেমনি জল শরাবস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় জীব বস্তু অসৎ প্রকৃত শরীরের ন্যায় ব্রহ্ম বস্তু সৎ। এই স্থির করিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক শুদ্ধ ধর্ম্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন। এইরূপে বিরোচন যেনাস্তিক মতের সঞ্চার করিয়াছিল তাহা বৈদিক ধর্ম্মের প্রতাপে এত দিন প্রগল্ভ হইতে পারিয়াছিল না কিন্তু শূদ্রাগর্ভজাত নন্দবংশের পাপেতে পৃথিবী পাপময়ী হইলে পর সেই নাস্তিক মতের প্রচার এই কলিতে গৌতম করিলেন। তাঁহার বংশের বিবরণ এই।

বোপমল্লের মন্ত্রী বীরবাহু ৩৫ পঁয়ত্রিশ বৎসর সাম্রাজ্য করিলেন। তদনন্তর বীরবাহুর পুত্র যযাতি সিংহ ২৭। ৭ সাতাইশ বৎসর সাত মাস। তৎপর তাহার পুত্র শত্রুঘ্ন ২১ একুশ বৎসর। তারপর শত্রুঘ্নপুত্র মহীপতি ২৫। ৪ পঁচিশ বৎসর চারি মাস। তদনন্তর তাহার পুত্র বিহারমল্ল ১৪। ৩ চৌদ্দ বৎসর তিন মাস। তারপর তৎপুত্র স্বরূপদত্ত ২৮। ৩ আটাইশ বৎসর তিন মাস। তদনন্তর তৎপুত্র মিত্রসেন ২৭।২ সাতাইশ বৎসর দুই মাস। তারপর তাহার পুত্র জয়মল্ল ২৮। ২ আটাইশ বৎসর দুই মাস। তারপর তাহার পুত্র কলিঙ্গ ৩৯। ৪ ঊনচল্লিশ বৎসর চারি মাস। তদনন্তর কুলমণি নামে কলিঙ্গ পুত্র ৪৬ ছচল্লিশ বৎসর। তারপর কুলমণি পুত্র শত্রুমর্দ্দন ৮। ১১ আট বৎসর এগার মাস। পরে তৎপুত্র জীবনজাত ২৬। ৯ ছাব্বিশ বৎসর নয় মাস। তৎপরে তৎপুত্র হরিযোগ ১৩। ২ তের বৎসর দুই মাস। তদনন্তর তৎপুত্র বীরসেন ৩৫।২ পঁয়ত্রিশ বৎসর দুই মাস। তৎপর তৎপুত্র আদিত্য ২৩। ১১ তেইশ বৎসর এগার মাস। এই রূপে পঞ্চদশ পুরুষে ৪০০ চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত গৌতম বংশীয় সাম্রাজ্য সমাপন হইল।

গৌতম বংশীয় অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ আদিত্য নামে মহারাজের ময়ূর বংশীয় ধুরন্ধর নামে মন্ত্রী ছিল সে আদিত্য রাজাকে মারিয়া আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ৪১ একচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য করিল। তদনন্তর তৎপুত্র সেনোদ্ধত ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর সাম্রাজ্য করিল। তারপর তৎপুত্র মহাকটক ৪১ একচল্লিশ বৎসর। পরে তৎপুত্র মহাযোধ ৩৩ তেত্রিশ বৎসর। তদনন্তর নাথ নামে তাহার পুত্র ২৮ আটাইশ বৎসর। তার পরে

নাথ পুত্র জীবনরাজ ৪৫। ৭ পঁয়তাল্লিশ বৎসর সাত মাস।তৎপরে তৎপুত্র উদয় সেন ৩৭। ৫ সাঁইত্রিশ বৎসর পাঁচ মাস তারপর তৎ পুত্র বিন্ধ্যাচল ২২ বাইশ বৎসর। তদনন্তর তৎপুত্র রাজ পাল ২৫ পঁচিশ বৎসর সাম্রাজ্য করিল। এই রাজপাল নামে রাজা সকল রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নাচ দেখাতে ও গান শুনাতে সদা আসক্ত থাকিতেন ইহা শুনিতে পাইয়া কমাউ পর্ব্বত দেশের শকাদিত্য নামে এক পর্ব্বতীয় রাজা রাজপালকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি সম্রাট্ হইল। ময়ূর বংশের নয় পুরুষেতে ৩১৮ তিন শত আটার বৎসর সাম্রাজ্য করিল।

এইরূপে কলির আরম্ভাবধি শকাদিত্য পাহাড়ীয়া রাজার সাম্রাজ্যপর্য্যন্ত ৩০৪৪ তিন হাজার চৌয়াল্লিশ বৎসর গত হইল। এই পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকের নিবৃত্তি হইল।

এই সময়ে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়নীর রাজা ছিলেন শকাদিত্য পাহাড়ীয়া রাজার অধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়া আপনি সসৈন্য দিল্লীতে আসিয়া শকাদিত্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট্ হইলেন এই বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্তের উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখি।

এক দিবস ইন্দ্রের সভাতে গন্ধর্ব্বেরা গান করিতেছে এবং অপসরারা নৃত্য করিতেছে ইতোমধ্যে গন্ধর্ব্বসেন নামে ইন্দ্রের এক পুত্র ঐ সভাতে বসিয়া আছেন সেখানে যে অপসরারা নৃত্য করিতেছিল তাহারদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী অপসরাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত কামাতুর হইয়া মুহুর্মুহু অবলোকন করিতে লাগিলেন ইহা ইন্দ্র দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বসেনকে বলিলেন হে গন্ধর্ব্ব সেন তুমি আমার পুত্র হও এতাবতা এ দেবসভাতে বসিয়াছ বস্তুতঃ তুমি এ সভাতে বসিবার যোগ্য নও কেননা এই দেবতারদের সুপর্ম্মা নামে সভার মধ্যে বিটপাচরণ অত্যন্ত অনুচিত ইহা তুমি জান কিন্তু এতাদৃশ কামান্ধ হইলা যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দৃষ্টি কিছুই তোমার থাকিল না সে যাহা হউক এতগুলাক দেবতারদের মধ্যে তোর কি যৎকিঞ্চিৎ লজ্জাও হইল না থাকুক আমাহইতে তোর ভয় পাওয়া অতএব অরে নির্লজ্জ পশু এইক্ষণে তুই স্বর্গহইতে চ্যুত হইয়া মর্ত্যলোকে গর্দ্দভরূপে থাক। এইরূপ ইন্দ্র আপন পুত্রকে শাপদিলে পর দেবসভাতে বড়ই হাহাকার শব্দ হইল

ও গন্ধর্ব্বসেন অত্যন্ত ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া সভা ছাড়িয়া পিতা র সম্মুখেতে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রোদন করিতেং বিনয়পূর্ব্ব ক নানা প্রকার কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রের কোপের ঈষৎ উপশম হইলে পর পুনর্ব্বার ইন্দ্র আপন পুত্রকে কহিলেন অরে বাছা পরমেশ্বর পুরুষমাত্রের কর্ম্মানুরূপ ফল দাতা অতএব তিনি তোমার এই কুকর্ম্মানুসারে তোমাকে এই প্রতি ফল দিলেন আমার যে ক্রোধ সে নিমিত্তমাত্র তোমাকেও তাহা অবশ্য ভোগ করিতে হইবে কোন প্রকারে অন্যথা হইবে না কিন্তু সংপ্রতি আমি তোমার শাপান্ত করি তুমি দিবসে গর্দ্দভ হইয়া থা কিবা রাত্রিতে মনুষ্য হইবা এইরূপে তুমি কিছু দিন মনুষ্য লোকে থাকিবা। তারপর ধারা নগরীর ধারনামে রাজা তোমার ঐ গর্দ্দভ দেহ দাহ করিলে তুমি পুনর্ব্বার তোমার এই শরীর পাইয়া আমার নিকটে আসিবা। গন্ধর্ব্বসেন পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎ ক্ষণমাত্রে স্বর্গহইতে পতিত হইয়া পৃথিবী স্পর্শমাত্রে গর্দ্দভ গাত্র হ ইয়া ধারা নগরীর এক পুষ্করিণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেন রাত্রিতে পুরুষশরীর ধারণ করিয়া কখন কাহারো ঘরে কিছু আ হার করিয়া দিবাতে গর্দ্দভদেহ হইয়া ঐ পুষ্করিণী মধ্যে থাকেন কিন্তু সর্ব্বদা এই ভাবনাতে থাকেন যে ধাররাজের সহিত আমার কি রূপে যোগ হয় এইমতে কিছু দিন গেল। পরে এক দিবস এ ক ব্রাহ্মণ সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছেন ইত্যবসরে গন্ধর্ব্বসেন জলমধ্যহইতে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে হে ব্রাহ্মণ তুমি ধাররাজকে কহিবা আমি ইন্দ্রের গন্ধর্ব্বসেন নামে পুত্র আমা র প্রতি পিতার কিছু ক্রোধ হইয়াছিল অতএব আমি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দেশে এই পুষ্করিণীতে আছি তিনি আমার সহিত আপন কন্যা বিবাহ দিয়া আমার পুরস্কার করুন। ব্রাহ্মণ ইহা শু নিয়া রাজাকে সকল কহিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ গন্ধর্ব্ব সেনের কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ও আরং পাত্র মন্ত্রিরদিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ পুষ্করিণীর তটে আইলেন। ঐ ব্রাহ্মণ গন্ধর্ব্বসেনকে ডা কিয়া কহিল হে গন্ধর্ব্বসেন ইন্দ্র পুত্র ধাররাজ আসিয়াছেন তোমা র যে বক্তব্য থাকে তাহা কহ। গন্ধর্ব্বসেন এ কথা শুনিয়া জলের মধ্যে থাকিয়া রাজাকে কহিল হে ধাররাজ আমার যে বক্তব্য তাহা আমি ব্রাহ্মণের দ্বারা তোমাকে কহিয়াছি আমি দেবরাজ ইন্দ্রের

পুত্র আমার মর্য্যাদা করা যদি তোমার কর্ত্তব্য হয় তবে তুমি তাহা করিবা। রাজা ইহা শুনিয়া কহিলেন তুমি ইন্দ্রের পুত্র ইহা আমার প্রমাণ তবে হয় যদি তুমি আজি রাত্রির মধ্যে এই স্থানে চারিদিগে দশ২ ক্রোশ প্রমাণে আড়ে দিগে চল্লিশ ক্রোশ উচ্চে তিন ক্রোশ এমন এক লৌহময় গড় নির্ম্মাণ করিতে পার। ইহা শুনিয়া গন্ধর্ব্বসেন কহিলেন ভাল তবে আজি যাও কল্য আসিও এইরূপে ধাররাজ সে দিবস তথাহইতে আপন বাটীতে আইলেন। গন্ধর্ব্বসেন স্বকীয় দৈবী শক্তিতে ঐ রাত্রির মধ্যে সেইরূপ লৌহময় এক গড় সেই স্থানে নির্ম্মাণ করিলেন। প্রাতঃকালে রাজা তথাতে আসিয়া আপনি যেমন কহিয়াছিলেন তেমনি নির্ম্মিত লৌহময় গড় দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া গন্ধর্ব্বসেন যে দেবসন্তান ইহা মনেতে নিশ্চয় করিলেন। তদনন্তর রাজা গন্ধর্ব্বসেনকে কহিলেন হে গন্ধর্ব্বসেন তুমি দেবরাজের সন্তান বটে নতুবা এ অলৌকিক কর্ম্ম করিতে পারিতা না যেহেতুক তুমি এ অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছ অতএব তুমি যে দেবপুত্র এ নিশ্চয় বটে আমি তোমার সহিত আপন কন্যার বিবাহ অবশ্য দিব ইহা আমি সত্য করিয়া কহিলাম। গন্ধর্ব্বসেন রাজার এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন ভাল২ তাহাই হউক কিন্তু কোন এক দিবসে এক শুভক্ষণ স্থির করিয়া অনেক২ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও রাজা ও বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন কন্যাকে এই পুষ্করিণীর তটে আনিয়া আমার সহিত বিবাহ দিবা। ধাররাজ গন্ধর্ব্বসেনের এই বাক্য স্বীকার করিয়া সে স্থানহইতে রাজধানীতে গেলেন।

তারপর ধাররাজ সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে ও রাজারদিগকে ও বন্ধুরদিগকে ও আর২ আত্মীয় লোকেরদিগকে আনাইয়া পুরস্থ নারীবর্গেরদের সহিত আপন কন্যাকে লইয়া রাজপথে নানা প্রকার রচনা করাইয়া নৃত্য গীত বাদ্যাদি মহোৎসবে দিবা ভাগে ঐ লৌহগড়ের মধ্যে পুষ্করিণীর তটে অতিশুভক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যথোপযুক্ত স্থানে সভার সংস্থান বিশেষরূপে রচনা করাইয়া নারীগণকে আবৃত স্থানে রাখাইয়া নানাপ্রকার অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে শোভিত কন্যাকে সভামধ্যে বেদিতে আনাইলেন। সে দেশে দিবসে বিবাহ হয় অতএব দিবসে কন্যাদান করিতে ব্রাহ্মণদ্বারা গন্ধর্ব্বসেনকে আদরে আহ্বান করিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্বসেন জলহইতে গাত্রোত্থান

করিয়া জলেতে আপ্লুত গর্দ্দভশরীরেতে সভার মধ্যে উপস্থিত হই য়া নানা স্বরে গান শ্রবণ করিয়া আপন স্বরে গান করিতে আরম্ভ ক রিলেন। তদনন্তর সভাস্থ যাবৎ লোকেরা সেরূপ দেখিয়া ও সে ধ্বনি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন কেহ২ রাজার অনুরোধে কহিতে না পারিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ২ কহি লেন হে ধাররাজ ইনি কি ইন্দ্রের পুত্র। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কহি লেন হে ধাররাজ তোমার পরম ভাগ্য কন্যাদানের উপযুক্ত উত্তম পাত্র পাইয়াছ লগ্ন অতীত হয় শীঘ্র দানকর শুভ কর্ম্মে কালগৌণ উচিত নয়। সম্প্রতি এতাদৃশ বিবাহ কোথাও দেখিনাই কিন্তু প্রা চীন এক উপকথা শুনা আছে এক গর্দ্দভের এক উটের সহিত বিবা হ হইয়াছিল তাহাতে গর্দ্দভ উটের রূপ দেখিয়া কহিল আহা এ কি রূপ। উট গর্দ্দভের ধ্বনি শুনিয়া কহিল আহা কি বা মধুর ধ্বনি কিন্তু সে বিবাহেতে বর কন্যা তুল্যরূপ ছিল এ বিবাহেতে এ কন্যার যে এ বর এ বড়ই আশ্চর্য্য। কোন২ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ঐ গর্দ্দভের শব্দ শুনিয়া কহিলেন হে মহারাজ বিবাহ কর্ম্মে মঙ্গলার্থ শঙ্খধ্বনি করিতে হয় এ বিবাহে তোমার তাহার অপেক্ষা নাই। স্ত্রী লোকেরা দেখিয়া কহিল ওমা বিবাহের কালে একটা গাধা কেন এ কি অমঙ্গল এই অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যাকে কি এ গাধাটার সহিত বিবাহ দিবেক। এই রূপে নানা লোক নানা প্রকার কহিতে লাগি ল রাজা লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্বসেন সংস্কৃত বাক্যেতে রাজাকে কহিতে লাগিলেন হে ধাররাজ তুমি আ মার সহিত সত্য করিয়াছ যে আমার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিবা সত্য পালনের পর পরম ধর্ম্ম নাই সত্যচ্যুত হওয়ার পর আ র বড় পাপ নাই সুমেরু পর্ব্বত যদি চলে তথাপি মহাত্মজনের বা ক্য চলিত হয় না জীবের শরীর পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় যেমন পরি ধেয় বস্ত্রের উত্তমাধম বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষাপকর্ষে লোকে পুরুষ মান্যামান্য হয় তেমনি জীব স্বকীয় উৎকর্ষাপকর্ষে মা ন্যামান্য হয় কর্ম্মানুসারি শরীরের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা কি আমা র এ শরীর পিতৃশাপেতে হইয়াছে কিন্তু রাত্রি হইলে আমি মনুষ্য শরীর হই আমি যে ইন্দ্রের পুত্র ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গর্দ্দভে র সংস্কৃত ভাষাতে এ সকল কথা শুনিয়া সভাস্থ যাবৎ লোকের ও রাজার আশ্চর্য্য বোধ হইল সকলে কহিলেন ইনি শরীরমাত্রে

গর্দ্দভ বস্তুত ইন্দ্রের পুত্র বটেন ইহাতে সন্দেহ নাই কেননা গর্দ্দভ কি কখনও সংস্কৃত বাক্য কহিতে পারে। তদনন্তর সভাস্থ যাবৎ লোকেরদের এই কথাতে এ গর্দ্দভশরীর পুরুষ যে ইন্দ্রের পুত্র রাজা ইহা নিশ্চয় জানিয়া শুভক্ষণে আপন কন্যা দান করিলেন। তদনন্তর সভাস্থ লোকেরদের পুরস্কার করিতেং রাত্রি হইল গন্ধর্ব্বসেন গর্দ্দভশরীর ত্যাগ করিয়া পরম সুন্দর মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া রাজার নিকটে গিয়া বসিলেন। সভাস্থ লোকেরা ও স্ত্রী বর্গেরা গন্ধর্ব্বসেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও দিবস হইলে যে গাধা হন ইহাও জানিয়া হর্ষবিষাদে দ্বিবিধচিত্ত হইলেন। তদনন্তর রাজা বড় ঘটা করিয়া বর কন্যা লইয়া রাজধানীতে আইলেন বর কন্যা অন্তঃপুরে গেলেন। পর দিবস রাজা আপন কন্যাকে স্বতন্ত্র এক বাটী ও মণি মুক্তা প্রবালাদি নানাবিধ ধন ও গো অশ্ব মহিষাদি ও দাস দাসী যৌতুকরূপে অনেক দিলেন। গন্ধর্ব্বসেন আপন স্ত্রীর সহিত সে বাটীতে থাকিলেন। রাজা যথোপযুক্ত মর্য্যাদা করিয়া নিমন্ত্রিত লোকেরদিগকে বিদায় করিলেন। গন্ধর্ব্বসেন দিবস হইলে গাধা হন রাত্রি হইলে মনুষ্য হন এ রূপে থাকেন।

কিছু দিন পরে গন্ধর্ব্বসেনের দাসীর গর্ভে এক পুত্র হইল তাঁহার নাম ভর্তৃহরি রাখিলেন এ সন্তান দাসীর গর্ভে হইল এই প্রযুক্ত লজ্জাতে ধাররাজকে সম্বাদ দিলেন না। ধাররাজ আপন কর্ত্তব্য রাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন কিন্তু আপন জামাতার গর্দ্দভ শরীর কিরূপে যাইবে ইহাতে সর্ব্বদা ভাবিত থাকেন। পরে এক দিবস মনেং বিবেচনা করিলেন গন্ধর্ব্বসেন ইন্দ্রের পুত্র ইহাঁর কোনহ প্রকারে মৃত্যুর শঙ্কা নাই ইনি রাত্রি হইলে গর্দ্দভ শরীর ত্যাগ করিয়া মানুষশরীর হন গর্দ্দভশরীর মৃত শরীরের ন্যায় রাত্রিতে পড়িয়া থাকে আমি সে গর্দ্দভশরীর পোড়াইয়া ফেলি দেখি ইহাতে যদি তাঁহার গর্দ্দভ শরীর পরিত্যাগ হয় তবে বড় ভাল হয়। এই মনেং বিবেচনা করিয়া এক দিবস রাত্রি কালে গন্ধর্ব্বসেনের গর্দ্দভ দেহ দাহ করিয়া আপন সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে গন্ধর্ব্বসেন আপন অন্তঃপুরহইতে নির্গত হইয়া রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন হে ধাররাজ আমার শাপান্ত এই ছিল যে তুমি যখন আমার গর্দ্দভ দেহ দাহ করিবা তখন আমি পি

তৃদত্ত শাপ হইতে মুক্ত হইব তাহা হইল। এখন আমি শাপহই
তে মুক্ত হইলাম তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ এবং ক
রিলা তোমার মঙ্গল হউক আমি সম্প্রতি পিতার সমীপে গমন করি
আমার দাসী গর্ব্ভজাত ভর্তৃহরি নামে এক পুত্র হইয়াছে সে বড় প
ণ্ডিত ও জ্ঞানী ও যোগী হইবে। আর তোমার কন্যার গর্ভ হইয়া
ছে সে গর্ভে যে পুত্র হবে তাহার নাম বিক্রমাদিত্য রাখিবা সে সহ
স্র মত্ত হস্তির তুল্য বলবান্ ও সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ডতর দোর্দ্দণ্ড প্রতা
পশালী ও পরমধার্ম্মিক ও পরোপকারী ও সর্ব্বদোৎসাহযুক্ত ও ম
হাসাহসী ও বড় নীতিজ্ঞ হইবে ও একছত্রা পৃথিবী করিবে। তুমি
পরম সুখে রাজ্যভোগ কর আমি আপন স্থানে যাইতেছি। গন্ধ
র্ব্বসেন রাজাকে এ কথা কহিয়া তৎক্ষণে পূর্ব্ববৎ দেবদেহ হইয়া
আকাশপথে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর ধাররাজ জামাতার বিচ্ছেদে শোকান্বিত ও ভাবি দৌ
হিত্রের পৃথিবীর একচ্ছত্রা করণ শ্রবণে ভয়ান্বিত হইয়া এক বার
শোকার্ণবে ও একবার ভয়ার্ণবে মুহুর্মুহু মজ্জমানমনা হইয়া থাকি
লেন। পাত্র মন্ত্রিরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকা
পনোদন করিলেন কিন্তু রাজার ভয় পরং বাড়িতে লাগিল। এক
দিবস মনেং অনেক ভাবনা করিয়া আপন কন্যার সন্তান হইলেই
তাহাকে মারিব এই নিশ্চয় করিয়া নিজ কন্যা যে ঘরে থাকে সে ঘ
রে বড় চৌকী বসাইলেন ও কন্যার সন্তান হবামাত্রে আমার নিকটে
সে সন্তানকে আনিবা এই আজ্ঞা দিলেন তদনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে
চৌকীদারেরা রাজকন্যার ঘর ঘেরিয়া থাকিল। অনন্তরে একেত
রাজকন্যা স্বামিবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন তাহাতে আরবার
চৌকীদারেরা ঘর ঘেরিল ইহাতে উদ্বিগ্না হইয়া ভোজনাদি পরি
ত্যাগ করিয়া একাসনে বসিয়া রোদনমাত্র ক্রিয়াতে দিবারাত্রি
ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তাহারপর রাজা যে তাঁহার পুত্র হই
লে তাহাকে মারিবেন তাহা শুনিতে পাইয়া দুঃখেতে বড় ব্যাকুলা
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি অবলা যিনি স্বামী তিনি নির
পরাধে ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং পিতা শত্রুহইতেও অধিক প্র
তিকূল হইয়াছেন সন্তান হইলে না জানি তার বা কি হয় কি করি
কোথাও ঘরহইতে বাহির হইতে পারি না ঘরের চারি দিগে গাঢ়
চৌকী আছে হে ঈশ্বর কি করিলা আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের

দেশ জানি না এক কালে এত দুঃখভাগিনী করিলা যদি প্রাণত্যাগ করি তবে এক কালে আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা এই দুই মহাপাপ হয় যাহা হউক আর এ দুঃখ সহ্য করিতে পারি না গর্ভে যে সন্তান আছে তাহার পিতা দেবতা বটেন তিনি যে সকল কহিয়াছিলেন তাহা কখনও অন্যথা হইবে না মরুক প্রাণত্যাগ করিলে আত্মহত্যা হইবে হউক এমন দুঃখে থাকাহইতে মরা ভাল। এই রূপ অন্তঃকরণে বিচার করিয়া তীক্ষ্ণধার এক ছুরী লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন তৎক্ষণমাত্র রাজকন্যার প্রাণবিয়োগ হইল। বালক অক্ষতশরীরে গর্ভহইতে নির্গত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। যে সময়ে রাজ কন্যা আপন উদর বিদারণ করেন সে সময়ে তাঁহার গর্ভ সম্পূর্ণ নয় মাস হইয়াছিল। তদনন্তর রাজকীয় লোকেরা বালককে লইয়া রাজার নিকটে দিলে পর রাজার যে দ্বেষভাব হইয়াছিল তাহা সে বালকের মুখাবলোকনমাত্রে গেল এবং দয়া ও স্নেহ উদিত হইল। রাজা চৌকীদারের দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার কন্যা কেমন আছেন তাঁহার শুশ্রূষাতে দাইরা নিযুক্ত আছে কি না। তখন চৌকীদারেরা কহিল হে মহারাজ তিনি আপনার উদর বিদারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাজা এই বাক্য শ্রবণমাত্রে অতিশয় করুণাবিষ্টচিত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মন্ত্রিপ্রভৃতির দিগে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন হায়২ আমি অতি দুরাত্মা কি কুকর্ম্ম করিলাম মিথ্যা শঙ্কাপিশাচীতে অভিভূত হইয়া এমন হতবুদ্ধি হইলাম যে তাহাতে আমার বাছা প্রাণত্যাগ করিল আমাকে ধিক্। এইরূপে রাজা অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া সিংহাসনে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মন্ত্রী রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া বালককে লইয়া অন্তঃপূরে আপন কন্যার মৃত্যু শুনিয়া ও না জানি রাজা বালকের কিবা করেন এই শঙ্কাতে ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতেছেন যে রাজমহিষী তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন হে মহারাজ্ঞি সম্প্রতি বালক মুখ সন্দর্শন করিয়া কন্যার নিমিত্তে যে শোক তাহা ত্যাগ করিয়া বালকের প্রতিপালন করুন এখন আপনি এ বালকের মাতা।

তদনন্তর রাণী বালকের মুখ দেখিয়া ও বালককে যে রাজা নষ্ট না করিলেন মন্ত্রিবাক্যেতে ইহা বুঝিয়া কন্যার নিমিত্তে যে শোক তাহা

ত্যাগ করিয়া ধাত্রীদিগকে বালকের নাড়ী ছেদাদি কর্ম্ম ও প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর রাজা পাত্র মিত্র মন্ত্রী প্রভৃতির নানা প্রকার সান্ত্বনাবাক্যেতে শোকরহিত হইয়া অনেক ধন বিতরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন ও একাদশ দিবসে ঐ বালকের নাম বিক্রমাদিত্য রাখিলেন। অনন্তর বালক পঞ্চ বর্ষের হইলে পর ভর্ত্তৃহরির ও বিক্রমাদিত্যের শিক্ষার্থে নানা বিদ্যাতে নিপুণ অনেক পণ্ডিত লোকেরদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বিক্রমাদিত্যেরা দুই ভাই নানা প্রকার বিদ্যার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এক দিবস ধাররাজ বিক্রমাদিত্যকে ও ভর্ত্তৃহরিকে আপন নিকটে আনাইয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন অরে বাছারা বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু অতএব নানাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরদিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহারদের প্রমুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া ও বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর এই সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না হস্তি অশ্ব রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও ও নিত্য ব্যায়াম কর ও লম্ফেতে উল্লম্ফেতে ও ধাবনেতে ও গড় চক্রভেদেতে ও ব্যূহরচনাতে ও ব্যূহভঙ্গেতে নিপুণ হও ও সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয় এই ছয় রাজগুণে ও ভেদ দণ্ড সামদান এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও। এই২ রূপে নানাপ্রকার উপদেশ করিয়া অধ্যাপককে আজ্ঞা করিলেন যে আমি যেমন২ উপদেশ করিলাম এইমত যেরূপে হয় ইহাতে তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিবা অন্যথা না হয়। এইরূপ ধাররাজ শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্যাদিকে পাঠশালাতে বিদায় করিলেন তাঁহারা দুই ভ্রাতা অত্যন্ত মনোযোগে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া রাজা যে২ আজ্ঞা করিয়াছিলেন সে সকল হইতেও অধিক বিবিধ বিদ্যাতে অল্পকালে বিদ্বান্ হইলেন। অনন্তর ধাররাজ এক দিবস তাঁহারদিগকে সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য দেখিয়া মন্ত্রিরদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া মালুয়া দেশের রাজত্ব দিতে বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য আমি তোমাকে মালুয়া দেশের রাজত্ব দিলাম তুমি সে দেশে রাজা হও যেমন তৈলকণা জলের এক প্রদেশ স্পর্শ করামাত্রে অনেক জলকে ব্যাপে তেমনি যাঁহারা পুরুষসিংহ হন তাঁহারা এ

ই পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ অধিকার করিয়া অল্পকালে সকলি আক্রমণ করিতে পারেন তুমিও পুরুষ সিংহ বট অনেক করিতে পারিবা।
তদনন্তর বিক্রমাদিত্য ধাররাজের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপন প্রসাদলব্ধ যৎকিঞ্চিৎ হইতে যে আমার অনেক হইতে পারিবে সে যথার্থ বটে এবং আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্যা বটে কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি আছেন জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অতএব তিনি রাজা হউন আমি মন্ত্রী হই। বিক্রমাদিত্যের এই বাক্যেতে মন্ত্রিবর্গেরা বিক্রমাদিত্যের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ও কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি পরম ধার্ম্মিক বট যেহেতুক রাজ্য ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠাতেই থাকিলা রাজ্যাদিবিষয় যে সে অর্থ ধর্ম্মহইতে অর্থ হয় ইহা সকলে জানে কিন্তু তদনুরূপ ব্যবহার যে করা সে কোন২ সাধু পুরুষের কিন্তু পুরুষমাত্রের নয় এবং রাজাও বিক্রমাদিত্যের কথাতে পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ উজ্জয়িনীতে গিয়া অতিবড় সমারোহ করিয়া মালুয়া দেশের রাজত্বে ভর্তৃহরিকে অভিষিক্ত করিয়া রাজকার্য্য যাবদ্ব্যাপারের ভার বিক্রমাদিত্যকে দিয়া আপন রাজধানী ধারা নগরীতে আসিয়া থাকিলেন। এইরূপে ভর্তৃহরি মালুয়া দেশের রাজা হইলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনী নগরী ভর্তৃহরি রাজার রাজধানী হওয়াতে দৈর্ঘ্যে ১৩ তেরক্রোশ প্রস্থে নয় ক্রোশ বসতি হইল। রাজা ভর্তৃহরি অনঙ্গা ও পিঙ্গলা নামে দুই স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন কিন্তু অনঙ্গার রূপ লাবণ্য কামকলা কৌশলে অনঙ্গাতে দিনে২ এমন অনুরক্ত হইলেন যে দুই চারি দিনে কদাচিৎ কখন রাজসিংহাসনে আসিয়া বসিতেন। রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া বিক্রমাদিত্য এক দিন তাঁহাকে সভার মধ্যে কহিতে লাগিলেন হে মহারাজ আপনি অশেষ শাস্ত্রার্থবেত্তা আপনি যে এইরূপ ব্যবহার করেন সে বড় আশ্চর্য্য রাজার স্ত্রৈণতা সর্ব্বনাশের কারণ। পূর্ব্বে সূর্য্য বংশীয় দশরথ নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার স্ত্রৈণতা ব্যবহারে যশ ও প্রাণ নষ্ট হইল অতএব রাজার স্ত্রৈণতা ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত। আর রাজার ইন্দ্রব্রত ও সূর্য্যব্রত ও বায়ুব্রত ও যমব্রত ও বরুণব্রত ও চন্দ্রব্রত ও পৃথিবীব্রত এই সপ্ত ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য সে সপ্ত ব্রত এই। যেমন ইন্দ্র বর্ষা

চারি মাস জলেতে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেন তেমনি রাজা ধনেতে ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিবেন এই ইন্দ্রব্রত। যেমন সূর্য্য আট মাস পৃথিব্যাশ্রিত বৃক্ষাদি যাহাতে নষ্ট না হয় এমন করিয়া পৃথিবীহইতে রসের আকর্ষণ করেন তেমনি রাজা প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা যাহাতে না হয় তেমন করিয়া প্রজারদের হইতে করগ্রহণ করিবেন এই সূর্য্য ব্রত। যেমন বায়ু সকল ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন তেমনি রাজা চারদ্বারা সকল লোকের বাহ্যাভ্যন্তর ব্যবহার জানিয়া থাকিবেন এই বায়ু ব্রত। যেমন যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া এ আমার প্রিয় ও এ আমার অপ্রিয় এ বিবেচনা কিছুই করেন না কিন্তু সকলকেই নষ্ট করেন তেমনি রাজা ন্যায্য দণ্ডকাল পাইয়া প্রিয়াপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করিবেন না কিন্তু ন্যায্য দণ্ড অবশ্য দিবেন এই যমব্রত। যেমন বরুণ পাশেতে বদ্ধ করেন তেমনি রাজা দস্যু চোর প্রভৃতি দুষ্ট লোকের দিগকে কারাগারেতে বদ্ধ করিবেন এই বরুণব্রত। যেমন চন্দ্র ষোড়শ কলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্ম কিরণ বিতরণ করিয়া সকল লোকের মন আহ্লাদিত করেন ও সকলকে স্নিগ্ধ করেন তেমনি রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন ও সকলকে দুঃখ সন্তাপ রহিত করিবেন এই চন্দ্রব্রত। যেমন পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন ও সকলের সকলি সহেন তেমনি রাজা সকল প্রজা লোকেরদিগকে সমভাবে আপন মনে ধারণ করিবেন ও সকলের উপযুক্তমত সকলি সহিবেন এই পৃথিবীব্রত। হে মহারাজ এই সপ্তব্রতের নিত্য অনুষ্ঠান করেন যে রাজা সে রাজা ইহলোকে ও পর লোকে পরম সুখে থাকেন রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্ব লোক কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হন। অতএব হে মহারাজ আপনি সাবধান হউন রক্ত মাংস অস্থি বিষ্ঠা মূত্র পূয় ক্লেদ লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের চর্ম্মমাত্রাচ্ছাদনে যে সৌন্দর্য্য সে কি এবং তাহাতে যে উপাদেয়তাগ্রহ সেই বা কি ইহার অনুসন্ধান করুন ইতর লোকেরদের মত কেবল বাহ্যদর্শী না হউন অন্তস্তত্ত্বদর্শী হউন। আমি আপনাকে এ সকল শিক্ষার্থে কহি না কিন্তু স্মরণার্থে কহি ইহাতে আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহা করুন ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের এই সকল কথা শুনিয়া সে দিবস ভ্রাতাকে কিছু কহিলেন না কিন্তু মনে২ ক্রুদ্ধ হইলেন কেননা যখন যে জন যে বিষয়ে অত্যন্ত

রাগান্ধ হয় তখন সে জন সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ দোষ সকল আপনি দেখিতে পায় না অন্য কেহ বলিলেও তাহাকে ভাল বাসে না। রাজা ভর্তৃহরির স্ত্রী অনঙ্গা বিক্রমাদিত্যের এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইল এবং বিক্রমাদিত্যের প্রতি ভর্তৃহরির মনোভঙ্গ যাহাতে বাড়ে এইরূপ চেষ্টা দিনেং করিতে লাগিল। ভর্তৃহরিও স্ত্রী বুদ্ধিতে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে সভামধ্যে এক দিবস বলিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি আমার নিকটে আর আসিও না আমি তোমাকে দেখিতে চাহি না। বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া কহিলেন ভাল পশ্চাৎ জানিবেন সম্প্রতি আমাকে সহিতে হয়। বিক্রমাদিত্য এই কথা কহিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া গুজ্জরাট দেশে একমহাজনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। বিক্রমাদিত্যকে রাজ্য ত্যাগ করিলে পাত্র মন্ত্রি প্রভৃতি এবং প্রজা লোকেরা সকলেই বিমনা হইয়া থাকিলেন ও সর্ব্বত্র ভর্তৃহরির অপ্রতিষ্ঠা হইল ও রাজা থাকিতেও দেশ অরাজকপ্রায় হইল এবং রাজাও দিনেং উন্মনা হইতে লাগিলেন রাজধানীতে দিগদাহ উল্কাপাত দিনে নক্ষত্রদর্শন শৃগালেরদের ঘোর ক্রূর রব পর্ব্বতকম্পন অকাল ফল পুষ্পাদি রূপ নানা প্রকার অদ্ভুত হইতে লাগিল। ভর্তৃহরি এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া বন ভ্রমণ করিতে গেলেন তথা গিয়া দেখিলেন এক স্ত্রী আপন মৃত স্বামিকে ক্রোড়ে করিয়া জ্বলদগ্নি কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহমরণ করিল ভর্তৃহরি অন্তঃকরণের স্বাস্থ্য কারণ বনমধ্যে নানাবিধ পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি শুনিয়া ও নূতন বৃক্ষলতাদি পুনঃপুনরবলোকন করিয়া রাজধানীতে আইলেন। আর এক দিন অন্তঃপুরে গিয়া অনঙ্গাকে ও পিঙ্গলাকে নিকটে ডাকিয়া বনে যে এক স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়াছিলেন তাহা কহিতে লাগিলেন। অনঙ্গা সে কথাতে তাদৃশ আমোদ করিল না কিন্তু পিঙ্গলা শুনিয়া কহিল যে স্ত্রী লোকেরদের যে শরীর সে তাহারদের নয় কিন্তু স্বামির এতাদৃশ জ্ঞান যে স্ত্রীর আছে তাহার স্বামির শরীরের সহিত নিজ দেহের দাহ করা কর্ত্তব্য বটে। তাহার পর আর এক দিবস রাজা আপনার কোন স্ত্রী কেমন ইহা ভাল মতে জানিবার নিমিত্তে মৃগয়া করিতে গিয়া সঙ্গি লোক সকলকে কহিলেন যে তোমরা বাটীতে গিয়া ইহা কহ যে রাজা মৃগয়া করিতেছিলেন

তাঁহাকে ব্যাঘ্রে নষ্ট করিল। লোকেরা বাটীতে আসিয়া সেই মত কহিল। পিঙ্গলা এ কথা শুনিয়া ঘরের থাম ধরিয়া যেমন দাঁড়াই য়াছিল তেমনি প্রাণত্যাগ করিল। অনঙ্গা মনে বড়ই আনন্দিতা হইয়া বিচার করিতে লাগিল ভাল হইল বিক্রমাদিত্যকে দূর করি য়া দিয়াছি রাজা মরিলেন সতিন এক বালাই ছিল সেও গেল এখন আমি আপন প্রিয়তম উপপতিকে রাজা করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করি। অনঙ্গা এই রূপে মনোরাজ্য করিতেছে ইতিমধ্যে রাজা ভর্ত্তৃহরি আসিয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনঙ্গা রাজার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রে অত্যন্ত চমৎকৃতা হইয়া পিঙ্গলার মর ণেও সন্দিগ্ধা হইয়া নিশ্চয় কারণ পিঙ্গলার মৃত শরীর লাড়িতেছে ইত্যবসরে রাজা ভর্ত্তৃহরি পিঙ্গলার মরণ সম্বাদ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। অনঙ্গা রাজাকে দে খিল ও অতিব্যস্তা হইয়া উঠিয়া রাজাকে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল ও কহিল আমি আপনকার অশুভ বার্ত্তা শুনিয়া অনুমরণ করিতে উদ্যতা ছিলাম কিন্তু না জানি পিঙ্গলার কি শূল ব্যাধি ছিল কিম্বা আর কোন রোগ ছিল অকস্মাৎ এই স্তম্ভ ধরিয়া যেমন দাণ্ডা ইয়াছিল তেমনি প্রাণত্যাগ করিয়াছে এই প্রযুক্ত এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অনুমরণ করিতে পারি নাই নতুবা এতক্ষণ অনুমরণ অবশ্য করিতাম তবে আর তোমার মুখ চন্দ্রামৃত পান করিতে পারিতাম না। এই২ রূপে নানাপ্রকার প্রীতিসূচক বাক্য কহিয়া রাজার স হিত আনন্দ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা পিঙ্গলার দাসীবর্গেরদের প্রমুখাৎ তাহার মৃত্যুর বিশেষ প্রকার শুনিয়া পিঙ্গলা যে পতি প্রাণা সাধ্বী ছিল তাহা নিশ্চয় জানিয়া তাহার নিমিত্তে অনেক শোক করিয়া তাহার দাহাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

এক দিবস রাজা ভর্ত্তৃহরি সভামধ্যে পাত্র মন্ত্রিসমেত বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ দেব প্রসাদলব্ধ অলৌকিক এক ফল লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া ঐ ফল দিয়া রাজাকে আশী র্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন হে মহারাজ এ ফল খাইলে মনুষ্য দেবতুল্য অজর অমর হইয়া থাকে। রাজা ঐ ফল পাইয়া ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া ঐ ফল লইয়া অনঙ্গাকে বড় ভাল বাসেন এই প্রযুক্ত তাহাকে দিলেন। অনঙ্গা আপন উপপতিকে বড় ভাল বাসে অত এব ঐ ফল উপপতিকে দিল অনঙ্গার উপপতি লক্ষানামে এক

বেশ্যাকে বড় ভাল বাসিত এভাবতা সেই ফল তাহাকে দিল। সে ঐ ফল পাইয়া রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দিল রাজা ভর্ত্তৃহরি সে ফল দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাহাকে ও কিছু না কহিয়া এ ফল বেশ্যা কিরূপে পাইল ইহার অনুসন্ধান মনেং করিতে লাগিল। কএক দিবসের পর সবিশেষ তদন্ত করিয়া অনঙ্গার যে কেবল কপট প্রীতি ইহা বিলক্ষণ রূপে নিশ্চয় জানিয়া এক কবিতা করিলেন সে কবিতার অর্থ এই যে অনঙ্গাকে আমি মনে সর্ব্বদা চিন্তা করি সে অনঙ্গা আমাকে বিরক্ত হইয়া অন্য পুরুষকে ইচ্ছা করে সে পুরুষ তাহাতে অনুরক্ত না হইয়া অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত হয় আমারদের তিনে যে এই মিথ্যা প্রীতি ইহাতে পিঙ্গলাদি স্ত্রীরা আমারদের উপরে ক্রুদ্ধা থাকিতেন অতএব এ সংসারে রাগ দ্বেষমূলক যে আনুকূল্য প্রাতিকূল্য জ্ঞান সে কেবল ভ্রম মাত্র অতএব সে অনঙ্গাকে ধিক্ তাহার উপপতিকে ধিক ইহার ঘটক যে কাম তাহাকে ধিক এ বেশ্যাকে ধিক্ এবং আমাকে ধিক্ এইং মতে রাজা ভর্ত্তৃহরি সদসদ্বিবেচনা করিয়া জ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশানুসারে সাংসারিক যাবদ্বস্তু বিষয়ক দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিলেন। এই রাজা ভর্ত্তৃহরি কৃত অনেক কাব্যাদি শাস্ত্রের প্রচার অদ্যাবধি লোকেতে আছে। এবং ঐ ভর্ত্তৃহরি ঐ ফল ভক্ষণ করিয়া যোগিরূপে চিরজীবী হইয়া আছেন।

এইরূপে রাজা ভর্ত্তৃহরি বনপ্রবেশ করিলে পর মালুয়া দেশ অত্যন্ত অরাজক হইল উজ্জয়নীর রাজধানী শ্মশানপ্রায় হইল ইহাতে অগ্নিবেতাল নামে এক বেতাল ঐ দেশকে আক্রমণ করিয়া প্রজা লোকেরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল ইহাতে পাত্র মন্ত্রি প্রভৃতিরা অতিউদ্বিগ্ন হইয়া ঐ অগ্নিবেতালকে তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত এক নিয়ম করিলেন সে নিয়ম এই প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক পুরুষ রাজা হইয়া সমস্ত দিন রাজকর্ম্ম করে রাত্রি হইলে অগ্নিবেতাল তাহাকে ভক্ষণ করে।

এইরূপে কিছু দিন গেলে পর বিক্রমাদিত্য গুজরাট দেশে যে মহাজনের নিকটে ছিলেন সেই মহাজন বিক্রমাদিত্যকে সঙ্গে করিয়া ও নানাপ্রকার সামগ্রী লইয়া বাণিজ্য জন্যে যাইতেছিল পথঘটিত উজ্জয়নীর নিকটে আসিয়া উত্তরিল। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়নী শহর

দেখিবার নিমিত্তে প্রাতঃকালে গুপ্তরূপে শহরের মধ্যে প্রবেশ ক রিলেন। তথাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শহর নিতান্ত উচ্ছিন্ন প্রচ্ছিন্ন হইয়াছে প্রজা লোকেরাও অত্যন্ত ব্যাকুল রাজধানীও ভগ্ন প্রায়া হইয়াছে এই সকল দেখিয়া মনেং ভাবনান্বিত হইয়া ইত স্ততোভ্রমণ করিতেছেন ইতিমধ্যে দেখিলেন যে এক কুম্ভকারের বা টীর নিকটে রাজকীয় পাত্র মন্ত্রি সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া ঐ কুম্ভকারের বালককে রাজোপযুক্ত বস্ত্র ভূষণাদি পরাইতে ছে ও ঐ কুম্ভকার এবং তাহার স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনেরা অত্যন্ত ব্যাকু ল হইয়া রোদন করিতেছে। বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া ঐ কুম্ভকা রকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল লোকেরা এ বালককে কি করি তেছে তোমরা বা কেন রোদন করিতেছ। কুম্ভকার কহিল এ বা লক আমার পুত্র ইহাকে এই সকল লোকেরা আজি রাজা করিতে লইয়া যাইতেছে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন তোমার পুত্র রাজা হ বে এ তোমার আনন্দের বিষয় ইহাতে তুমি রোদন কেন কর। কু ম্ভকার কহিল এ দেশের রাজা ভর্তৃহরি ছিলেন তিনি বনপ্রস্থান করিয়াছেন অতএব এ দেশ অরাজক হওয়াতে অগ্নিবেতাল নামে এক দেবযোনি এ দেশ আক্রমণ করিয়াছে সে প্রজা লোকেরদিগ কে ভক্ষণ করিতেছে অতএব মন্ত্রিবর্গেরা তাহার সহিত এই নির্ধা রিত করিয়াছেন যে আমরা পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যহ একং নূতন রাজা করিব সে ব্যক্তি দিবসে রাজকর্ম্ম করিবে রাত্রিতে তাহাকে তুমি ভ ক্ষণ করিবা আজি আমার পালা হইয়াছে আমি অতিবৃদ্ধ ও রোগা তুর অতএব আমাকে না লইয়া আমার এক পুত্র এই ইহাকে লই য়া আজি রাজা করিবে রাত্রি হইলে ইহাকে বেতাল ভক্ষণ করিবে অতএব আমরা রোদন করিতেছি যদি রাজার ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য জীবদ্দশাতে থাকিতেন তবে আমারদের এতাদৃশ দুঃখ হইত না বুঝি তিনিও নাই। কুম্ভকার এই বলিয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া কুম্ভকারকে কহিলেন হে কুম্ভকার তোমার পুত্রের বদলে আজি আমাকে দেও ইহাতে তোমারদের ও আমার উভয়থা ভাল কেননা যদি আজি রাত্রি বেতাল আমাকে ভক্ষণ করিতে পারে তবে তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা হয় ও আমার পর প্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ দানরূপ পরম ধর্ম্ম হয় যদি ভক্ষণ করিতে না পারে তবে

আমি এ দেশের রাজা হই তোমারদের এ দুঃখ হয় না কুম্ভকার এ কথা শুনিয়া কহিল তুমি যা বলিলা সে সত্য বটে কিন্তু যদি আজি রাত্রিতে বেতাল তোমাকে খায় তবে আত্মপুত্র প্রাণরক্ষার্থে তুমি অতিথি তোমার প্রাণনাশ জন্য অধর্ম্ম আমার হইবে এবং আর যখন আমার পালা উপস্থিত হইবে তখন পুত্র সমর্পণ করিতেই হইবে অতএব আপন পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থে পরপুত্রের প্রাণ বিনাশরূপ পাপে আমার কার্য্য নাই আমার ভাগ্যে যে আছে তাহাই হউক। বিক্রমাদিত্য কুম্ভকারের এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন হে কুম্ভকার তুমি সন্দিগ্ধ হইও না আমার কথার ফল পশ্চাৎ জানিতে পারিবা বড় মন্দ হইলে ঈশ্বর অবশ্য ভাল করেন বুঝি এখন অবধি ঈশ্বর এ দেশের ভাল করিলেন আমি তোমার পুত্রের প্রতিনিধি হইয়া আজি অবশ্য যাইব আপন পুত্রকে বেতালের ভক্ষণার্থে আর কখনও তোমাকে দিতে হইবে না ইহা নিশ্চয় জান। কুম্ভকার এই কথাতে বিক্রমাদিত্যকে লইয়া রাজকীয় লোকেরদের নিকটে সমর্পণ করিল ও কহিল ইনি পথিক রাজা হইতে ইচ্ছা করেন আমি ইহাঁকে সমস্ত বিষয় বিবরণ করিয়া কহিলাম তথাপি ইনি নিবৃত্ত হইলেন না বেতালকে দেখিতে ইহাঁর বড় ইচ্ছা হইয়াছে অতএব আমার পুত্রের বদলে ইহাঁকে লইয়া যাও আমার পুত্রকে দেও। রাজকীয় লোকেরা কুম্ভকারের এই বাক্যেতে তাঁহার পুত্র তাহাকে দিয়া বিক্রমাদিত্যকে লইয়া অঙ্গমার্জ্জন ও রাজযোগ্য বেশ ভূষাদি করিতে লাগিল তাহাতে বিক্রমাদিত্যের যে অঙ্গসৌন্দর্য্য হইল তাহা দেখিয়া প্রায় পাত্র মন্ত্রি প্রভৃতি সকলেই ইনি যে বিক্রমাদিত্য ইহা মনে২ জানিল কিন্তু কেহ কাহাকেও কিছু বলিল না। এই রূপে বিক্রমাদিত্যকে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে উপস্থিত রাজকর্ম্ম সকল করিয়া বেতালের ভক্ষণীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবর্গেরা আপনং স্থানে গেল। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে পর সায়ংকালীন নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া থাকিলেন। কিছু রাত্রি হইলে পর অগ্নিবেতাল রাজধানীতে আসিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য সকল ভক্ষণ করিয়া বিক্রমাদিত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে বিক্রমাদিত্য ঐ বেতালের সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে অতিক্লান্ত করিয়া তীক্ষ্ণ খড়্গাদ্বারা

তাহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেই ঐ বেতাল বিক্রমাদি ত্যকে কহিতে লাগিল হে বিক্রমাদিত্য আমি নিশ্চয় বুঝিলাম তুমি বিক্রমাদিত্য বট কেননা সম্প্রতি মনুষ্য লোকে এমন কেহ মনুষ্য নাই যে আমাকে পরাস্ত করে তুমি আমাকে পরাস্ত করিলা অতএব তুমি মনুষ্যশরীরমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের পৌত্র বীর বিক্রমাদিত্য বট এ রাজ্য তোমার এ রাজ্যের রাজা হইতে তোমাব্যতিরেকে কেহ যোগ্য নয় অতএব যে যখন রাজা হইত তাহাকে আমি ভক্ষণ করিতাম আমি আজি অবধি তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকি লাম। বেতালের এই কথাতে বিক্রমাদিত্য তাহাকে নষ্ট করি লেন না এবং পূর্ব্ববৎ সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের বেতাল সিদ্ধ হইল। বেতাল আপন স্থানে প্রস্থান করিল বিক্রমাদিত্য পরম সুখে নিদ্রা গেলেন।

তাহারপর অতিপ্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপরে অব স্থিত বিক্রমাদিত্যকে মন্ত্রিবর্গেরা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া আপন২ পরিচয় দিয়া বিক্রমাদিত্যকে সকলে প্রণাম করিল ও ক হিল হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনকার রাজ্য আপনি করুন আজ্ঞাকারি ভৃত্য যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন সে তাহা করি বে। রাজা বিক্রমাদিত্য এই বাক্য শুনিয়া পাত্র মন্ত্রি সৈন্য সামন্ত প্র ভৃতির আশ্বাস ও সম্মান করিয়া অতিশুভ ক্ষণে আপনি অভিষিক্ত হইয়া অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সাধু লোকেরদের প্রতিপালন ও দুষ্ট লোকেরদের দমন করিয়া পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগি লেন। পরে বিক্রমাদিত্য আপন ধর্ম্মবলে ও বাহুবলে উৎকল ও বঙ্গ ও কোঁচবিহার ও গুজ্জরাট ও সোমনাথ এই সকল দেশ অধি কার করিলেন। এই সময়ে শকাদিত্য নামে কামাউ পাহাড়ের পাহাড়িয়া রাজা রাজপাল নামে দিল্লীশ্বরকে নষ্ট করিয়া আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্য করিতে ছিল ইহা বিক্রমাদিত্য শুনিতে পাইয়া ওড্র দেশাদি অনেক দেশ অধিকার করিয়া আপনি বিলক্ষণমতে বদ্ধমূল হইয়া ঐ শকাদিত্য রাজাকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট্ হইয়া পৃথিবীস্থ যাবৎ রাজবর্গকে স্বাধীন করিয়া যুধিষ্ঠির দেবের ন্যায় ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালন করিতে লাগি লেন।

কিছু কাল পরে আপন পরমায়ুর শেষ জানিয়া নর্ম্মদা নদীর দ

ক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। পরে শালিবাহন রাজা বিক্রমাদি ত্যকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া ও তাঁহাকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক জানিয়া তাঁহার পদে আপনি অভিষিক্ত হইলেন না এবং তাহার শকাব্দেরো অন্য থা করিলেন না এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রিবর্গকে কহিলেন যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের যদি সন্তান থাকে তবে তাঁহাকে পিতৃ পদে তোমরা অভিষিক্ত কর। মন্ত্রিবর্গেরা শালিবাহন রাজার এই বাক্যেতে. বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেনকে অতিবালক কালে অ ভিষিক্ত করিয়া আপনারা রাজ্যাদি করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে সমুদ্রপাল নামে এক ভ্রষ্ট যোগী সে অত্যন্ত মা য়াবী ছিল এবং লোকচমৎকারি অনেকপ্রকার দুষ্ট বিদ্যা জানিত সেই দুষ্ট যোগী বিক্রমসেনকে নষ্ট করিয়া তাহার শরীরে পরপুর প্রবেশের ন্যায় আপনি প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্য করিতে লাগিল।

এইরূপে বিক্রমাদিত্যের দিল্লীর সিংহাসনে বসা অবধি বিক্রম সেনের সাম্রাজ্যসমাপ্তিপর্য্যন্ত ৯৩ তিরানব্বই বৎসর গত হইল এই বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যাবধি ১৩৫ এক শত পঁয়ত্রিশ বৎসর হইলে শালিবাহন রাজার সন্তানেরা তাঁহার শক প্রবৃত্তি করিল। বিক্রমাদিত্য রাজার শক সম্বৎ শব্দে লিখা যায় তাহার এ পর্য্যন্ত ১৮৬১ আটার শত একষট্টি বৎসর হইল। শালিবাহন রাজার শক শকাব্দাশব্দে লিখা যায় তাহার এই পর্য্যন্ত ১৭২৬ সতর শ ত ছাব্বিশ বৎসর হইল। বিক্রমাদিত্য রাজার সম্বতের ৫৪২ পাঁচ শত বিয়াল্লিশ বৎসরে ঐ মালুয়া দেশের রাজা ভোজদেব হ ইয়াছিলেন যে ভোজরাজহইতে বত্রিশসিংহাসনের কথা প্রচার হয় এই বিক্রমাদিত্যের আরং অনেক কথা বিক্রম চরিত্রাদি পু স্তকে বিস্তারিত আছে এই মতে বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যের সমা পন হইল।

পরে স্বেচ্ছাময় পরমপুরুষের ইচ্ছাক্রমে ভিক্ষাজীবী দিগম্বর পার দারিক উর্দ্ধবাহু পরস্বগ্রাহী মহামায়াবী দুষ্ট যোগী সমুদ্রপাল দি ল্লীর সিংহাসনে বসিবার পাত্র হইল। তাহার বিবরণ লিখি। সমুদ্রপাল নামে এক কুযোগী হঠযোগ ও ইন্দ্রজালবিদ্যা ও ভোজ বিদ্যা ও গারুড়ীবিদ্যা ও সিহর ও জাদুতে ও অনেক দুষ্ট সাধনেতে

অতিবড় নিপুণ ছিল সে নানা প্রকার চমৎকার দেখাইয়া বিক্রমসেনকে একান্ত বশীভূত করিয়া তাহার নিকটে থাকে। এক দিবস বনের মধ্যে বিক্রমসেনকে লইয়া গিয়া কহিল হে বিক্রমসেন আমি এক অপূর্ব্ব বিদ্যা জানি সে বিদ্যার বলে যে জীবের যে শরীর সে শরীরহইতে তাহাকে নির্গত করিয়া অন্য উত্তম শরীর নির্ম্মাণ করিয়া সেই উত্তম শরীরে সেই জীবকে প্রবিষ্ট করিতে পারি প্রত্যক্ষ দেখ ইহা কহিয়া এক পক্ষী ধরিয়া আনিয়া তেমনি করিয়া বিক্রমসেনকে দেখাইল। পরে বিক্রমসেনকে কহিল হে মহারাজ আপনকার যদি আজ্ঞা হয় তবে আমি অল্প কালস্থায়ী এই মনুষ্যশরীর হইতে আপনকাকে বাহির করিয়া বহুকালস্থায়ী অজর নির্ব্যাধি অতি সুন্দর দেবশরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনকাকে প্রবেশ করাই তবে তুমি অজর অমর হইয়া দেবতুল্য অনেক কালপর্য্যন্ত এই রাজ্য ভোগ করিবা। বিক্রমসেন সমুদ্রপালের এই বাক্যশ্রবণ করিয়া কহিলেন এ বড় ভাল বটে শীঘ্র কর। তদনন্তর সমুদ্রপাল বিক্রমসেনকে তাহার শরীর হইতে যোগবলে বাহির করিয়া আপনি স্বশরীর হইতে নির্গত হইয়া বিক্রমসেনের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার শরীর শবের ন্যায় কোনহ গুপ্তস্থানে ফেলিয়া দিল। পরে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্য করিতে লাগিল। যে সিংহাসনে কোটি২ লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সে সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ংদিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সংহাসনের রাজা স্বয়ং ঊর্দ্ধবাহু হইল। সাধু পুরুষেরা হে ঈশ্বর আমাকে এ সংসারহইতে উদ্ধার কর এই বাক্য সর্ব্বদা মন্ত্রের ন্যায় মনে রাখিয়া ঊর্দ্ধবাহু ব্রত ধারণ করেন এ দুষ্ট কুযোগী পরধন গ্রহণ কি রূপে করিব এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞানিরা ব্রহ্মমাত্রনিষ্ঠচিত্ত হইয়া বাহ্য জ্ঞান রহিত হইতেন এই প্রযুক্ত দিগম্বরও হইতেন এ দুষ্ট কুজ্ঞানী পরদা

রমাত্র নিষ্ঠচিত্ত হইয়া নির্লজ্জ ছিল অতএব দিগম্বর হইয়াছিল। এবং সাংসারিক যাবদ্বিষয়েতে পরম বৈরাগ্যসম্পন্ন সাধু পুরুষে রা ভস্মবিভূষিত হইতেন এই ভ্রষ্ট কুযোগী বেশেতে বৈরাগী কিন্তু ব্যবহারেতে মহারাগী ছিল এমন লোকের মুখে ছাই উপযুক্ত হয় অতএব আপনি মুখে ছাই মাখিত। এই দুষ্ট যোগী নানাপ্রকার মন্দ বিদ্যা জানিত অতএব অনায়াসে লোকের মন্দ করিতে পা রিত এইপ্রযুক্ত সকলে তাহাকে ভয় করিত সেই হেতুক সে পা ত্র মন্ত্রি প্রভৃতি সকলকে আপনার চেলা করিল। আরং যাহা কে পাইত তাহাকেও চেলা করিত এবং কিমিয়া জানিত ও কিমিয়া করিতে পারিত অনেক দিনপর্য্যন্ত সাংসারিক বিষয়া ভিলাষে তপস্যা করিয়াছিল ইহাতে সিদ্ধ পুরুষ ছিল বটে কি ন্তু পারমার্থিক ছিল না বিক্রমসেনের শরীরধারী এতাদৃশ সমু দ্রপাল দিল্লীতে সাম্রাজ্য করে ২৪। ২ চব্বিশ বৎসর দুই মাস প র্য্যন্ত। এই কুযোগির সাম্রাজ্যাবধি দিনেং দিল্লীর সিংহাসনের অসম্ভ্রম হইতে লাগিল। এবং পরং অনুপযুক্ত সম্রাজেরা হইতে লাগিল। ইহাতে অন্য দেশীয় রাজারদের স্বতঃ প্রাধান্য পরং বা ড়িতে লাগিল এই সমুদ্রপালের সাম্রাজ্যাবধি সন্ন্যাসিরা দিনেং অ স্ত্রধারী ও ধনবান্ হইতে লাগিল এখনও অনেক সন্ন্যাসী অস্ত্রধারী ও ধনী আছে।

সমুদ্রপালের পর তাহার পুত্র চন্দ্রপাল সাম্রাজ্য করে ৪০। ৫ চ ল্লিশ বৎসর পাঁচ মাস। তাহারপর তাহার পুত্র নয়নপাল সাম্রা জ্য করে ৫১। ৫ একান্ন বৎসর পাঁচ মাস। তাহারপর তাহার পুত্র দেশপাল রাজ্য করে ৪৭। ২ সাতচল্লিশ বৎসর দুই মাস। তাহারপর তাহার পুত্র নরসিংহপাল ৪৮। ৩ আটচল্লিশ বৎসর তিন মাস রাজ্য করে। তাহারপর তাহার পুত্র সূতপাল রাজ্য করে ৩৭। ১১ সাঁইত্রিশ বৎসর এগার মাস। তাহারপর তাহার পুত্র লক্ষপাল সাম্রাজ্য করে ৩৮। ৩ আটত্রিশ বৎসর তিন মাস। তারপর তাহার পুত্র অমৃতপাল সাম্রাজ্য করে ২৭। ৬ সাতাইশ বৎসর ছয় মাস। তাহারপর তারপুত্র মহীপাল সাম্রাজ্য করে ৩৯। ২ উনচল্লিশ বৎসর দুই মাস। তাহারপর তাহার পুত্র গো বিন্দপাল সাম্রাজ্য করে ৫৫। ৫ পঞ্চান্ন বৎসর পাঁচ মাস। তাহার পর তাহার পুত্র হরিপাল সাম্রাজ্য করে ২৪। ৯ চব্বিশ বৎসর নয়

মাস। তাহারপর তাহার পুত্র ভীমপাল সাম্রাজ্য করে ৪৮।৮ আটচল্লিশ বৎসর আট মাস। তাহারপর তাহার পুত্র আনন্দ পাল সাম্রাজ্য করে ৩১।২ একত্রিশ বৎসর দুই মাস। তাহারপর তাহার পুত্র মদনপাল সাম্রাজ্য করে ৩৭।৯ সাঁইত্রিশ বৎসর নয় মাস। তাহারপর তাহার পুত্র ধর্ম্মপাল সাম্রাজ্য করে ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তাহারপর তাহার পুত্র বিক্রমপাল সাম্রাজ্য করে ৪৪।৩ চৌয়াল্লিশ বৎসর তিন মাস।

এই বিক্রমপাল মহাবল পরাক্রম ছিল যেং রাজারা ইহাকে কর না দিত সে রাজারদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহারদের স্থানে কর লইত পরে বহবঁচ দেশের তিলকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিল সে কখনং কর দিত কখন দুষ্টতা করিয়া কর দিত না। বিক্রমপাল তাহার দুষ্টতাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া তাহার উপর চড়াউ করিলেন এবং বড় যুদ্ধও করিলেন কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে ঐ যুদ্ধে তিলকচন্দ্র রাজার হাতে নষ্ট হইলেন। এই রূপে সমুদ্রপালের ষোড়শ পুরুষ বিক্রমপালেতে সর্ব্বসুদ্ধ ৬৪১।৩ ছয় শত একচল্লিশ বৎসর তিন মাসেতে অধিকার সমাপ্ত হইল।

তাহারপর রাজা তিলকচন্দ্র দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্য করে ২ দুই বৎসর। তাহারপর তাহার পুত্র বিক্রমচন্দ্র সাম্রাজ্য করে ২২।৭ বাইশ বৎসর সাত মাস। তাহারপর তাহার পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র ৪।৩ চারি বৎসর তিন মাস সাম্রাজ্য করে। তাহারপর তাহার পুত্র রামচন্দ্র ১৪।১১ চৌদ্দ বৎসর এগার মাস সাম্রাজ্য করে। অনন্তর তাহার পুত্র অধরচন্দ্র সাম্রাজ্য করে ১৮।২ আটার বৎসর দুই মাস। অনন্তর তাহার পুত্র কল্যাণচন্দ্র ১১।৭ এগার বৎসর সাত মাস সাম্রাজ্য করে। পশ্চাৎ তাহার পুত্র ভীমচন্দ্র সাম্রাজ্য করে ১৮।৩ আটার বৎসর তিন মাস পশ্চাৎ তাহার পুত্র বোধচন্দ্র ২৫।৫ পঁচিশ বৎসর পাঁচ মাস সাম্রাজ্য করে। তদনন্তর তাহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ২২।২ বাইশ বৎসর দুই মাস সাম্রাজ্য করে। এই রাজা গোবিন্দচন্দ্র নিঃসন্তান ছিল ইহার মৃত্যু হইলে পর প্রেমদেবী নামে ইহার স্ত্রীকে মন্ত্রিবর্গেরা সিংহাসনে বসাইয়া রাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। প্রেমদেবী ১ এক বৎসর সাম্রাজ্য করেন ইহারপর সিংহাসন শূন্য হইল কেবল মন্ত্রিবর্গেরা রাজকর্ম্ম করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মন্ত্রিবর্গেরা পরামর্শ করিয়া হরিপ্রেম নামে এক মহাপুরুষ বৈরাগী ছিলেন তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল রাজকীয় যাবৎ ওমরা লোকেরা প্রায় তাঁহারি শিষ্য ছিল এবং তিনিও বড় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান ছিলেন তিনি সিংহাসনে বসেন ৭। ৫ সাত্ত বৎসর পাঁচ মাস। তাহার পর তাঁহার চেলা গোবিন্দপ্রেম সিংহাসনস্থ হন ২০। ৩ কুড়ি বৎসর তিনমাস। তাহারপর তাহার চেলা গোপালপ্রেম সিংহাসনস্থ হন ১১। ৩ এগার বৎসর তিন মাস। তাহার পর তাঁহার চেলা মহাপ্রেম ৬। ৮ ছয় বৎ বৎসর আট মাস সিংহাসনস্থ হন। এই মহাপ্রেম বালক কালা বধি সর্ব্বদা সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত হইয়া ঔদাস্যভাবেই থাকিতেন রাজা হইলে পর দিনেং ঔদাস্য বাড়িতে লাগিল বরং এই প্রযুক্ত রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বন প্রস্থান করিলেন সিংহাসন শূন্য হইয়া থাকিল

এই সময়ে বাঙ্গাল ধীসেন নামে রাজা দিল্লীর সিংহাসন শূন্য শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে দিল্লীতে চড়াউ করিলেন দিল্লীর রাজার মন্ত্রিবর্গেরা ধীসেনকে রাজা হওয়ার উপযুক্ত পাত্র জানিয়া এবং সিংহাসন শূন্য দেখিয়া তাঁহার সহিত কেহ যুদ্ধ করিলেন না তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে স্বস্বকর্ম্ম করিতে লাগিল। ধীসেন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এই রূপে ধীসেন ১৮। ৫ আটার বৎসর পাঁচ মাস সাম্রাজ্য করেন। তৎপরে তাঁর পুত্র বল্লালসেন রাজা হন। এই রাজা এই রাঢ় দেশের পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরদের কৌলীন্যাদি বিভাগ করেন। তাহার বিবরণ লিখি।

পূর্ব্বে আদিশূর নামে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন তিনি অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত শস্য না হওয়াতে প্রজা লোকেরদের অত্যন্ত পীড়া দেখিয়া বৃষ্টির নিমিত্তে যজ্ঞ করাইতে কান্যকুব্জ দেশের রাজা বীরসিংহদেবের সহিত প্রীতি করিয়া তদ্দেশীয় বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। সে পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম এই ভট্টনারায়ণ দক্ষ বেদগর্ভ ছান্দড় শ্রীহর্ষ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য নামে মুনির বংশজাত ইহাঁর বংশের আদিপুরুষ শাণ্ডিল্য মুনি অতএব ঐ ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্র ছিলেন এ গৌড়দেশে শাণ্ডিল্য গোত্র ব্রাহ্মণ যত সে সকল ব্রাহ্মণ ঐ ভট্টনারায়ণের সন্তান। মকরন্দ ঘোষ নামে এক কায়স্থ জাতি ভৃত্য ইহার সঙ্গে আসিয়াছিল এখন

যত ঘোষ কায়স্থ এ দেশে আছে তাহারা সকল এই মকরন্দ ঘোষে র সন্তান। দ্বিতীয় দক্ষ তাঁহার আদিপুরুষ কশ্যপ নামে মুনি অত এব ইনি কাশ্যপ গোত্র ছিলেন এতদ্দেশীয় কাশ্যপ গোত্র যত ব্রাহ্মণ তাঁহারা সকলেই ইহাঁর সন্তান। ইহাঁর সঙ্গে দশরথ বসু নামে কায়স্থ ভৃত্য আসিয়াছিল এতদ্দেশে যত বসু কায়স্থ সে সকল ঐ দশরথ বসুর সন্তান। তৃতীয় বেদগর্ভ ইনি সাবর্ণ গোত্র এতদ্দেশীয় যত সাবর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণ তাঁহারা সকলেই ইহাঁর সন্তান। দশরথ গুহ নামে কায়স্থ ইহাঁর সঙ্গে ভৃত্য আসিয়াছিল ইহার সন্তানেরা বঙ্গ দেশে কুলীন কায়স্থ। চতুর্থ ছান্দড় ইনি বাৎস্য গোত্র এতদ্দেশীয় যত বাৎস্য গোত্র ব্রাহ্মণ সকলি ইঁহার সন্তান। ইহার সঙ্গে ভৃত্য পুরুষোত্তম দত্ত নামে কায়স্থ আসিয়াছিল এতদ্দেশীয় যত দত্ত কা য়স্থ তাহারা সকল ঐ পুরুষোত্তমদত্তের সন্তান। পঞ্চম শ্রীহর্ষ ইনি ভরদ্বাজ গোত্র এতদ্দেশীয় ভরদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ যত সকলি ইহাঁর সন্তান ইহাঁর সঙ্গে কালিদাস মিত্র নামে কায়স্থ ভৃত্য আসিয়াছিল এতদ্দেশে যত মিত্র কায়স্থ তাহারা সকল ইহার সন্তান। এইরূপে আদিশূর রাজাকর্ত্তৃক আনীত যে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহারদের ৫৬ ছাপ্পান্ন জন সন্তান ছিলেন ইহারদিগকে ঐ বল্লালসেন রাজা ৫৬ ছাপান্নগ্রাম ব্রহ্মোত্তর দিয়া সম্মান করিয়া সংস্থাপন করিলেন ইহাতে ৫৬ ছাপ্পান্ন গাঁই হইল। ঐ ছাপ্পান্ন ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্ম ণ্যাচারাদি ধর্ম্ম তারতম্য বিবেচনা করিয়া ৮ আট জনকে মুখ্য ও ১৪ চৌদ্দ জনকে গৌণ ও ২২ বাইশ জনকে কুলীন ও ৩৪ চৌত্রিশ জনকে শ্রোত্রিয় ঐ বল্লালসেন রাজা করিলেন। পশ্চাৎ কন্যা দানা দানাদি দোষে শ্রোত্রিয় ভিন্ন ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা কেহ২ কুলচ্যুত হইয়া বংশজ হইলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের দেশে আসি বার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় যে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন তাঁহারদের সহিত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরদের বিবাহাদি কোনহ ব্যবহার না হয় এই নিমিত্তে ঐ ব্রাহ্মণেরদিগকে ৭০০ সাতশত ঘর গণনা করিয়া স্বতন্ত্র এক থাক করিয়া দিলেন অতএব সেই সকল ব্রাহ্মণকে সপ্তশতী করিয়া লোকে কহে এখন এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা কেহ২ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরদের সহিত মিলিয়াছে। এই রূপে রাজা বল্লাল সেন পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরদের ওএতদ্দেশীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরদের বিভাগ করিলেন।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন নামে গৌড় দেশমাত্রের রাজা হইয়াছিলেন। বল্লালসেন দিল্লীর রাজা ছিলেন তৎকালে তিনি ডোমের এক পদ্মিনী কন্যাকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন একথা সর্ব্বত্র রটাতে রাজা বল্লালসেনের বড় অপ্রতিষ্ঠা হইল। গৌড়ের রাজা ও লক্ষ্মণসেন এ কথা শুনিতে পাইয়া পিতাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন সে পত্রের পাঠ এই। হে জল শৈত্যরূপ যে গুণ সে তোমারি সহজ আর নির্ম্মলতা তোমার স্বাভাবিক আর তোমার পবিত্রতা আমরা কি বলিব কেননা যে তোমার স্পর্শেতে অপর লোকেরা পবিত্র হয় আর কিবা তোমার এ সংসারে স্তুতির পদ আছে যে হেতুক তুমি সকল জীবের জীবনধারণের উপায় হইয়াছ এমন তুমি যদি নীচগামী হও তবে তোমাকে নিরোধ করিতে কে সমর্থ হয়। রাজা বল্লালসেন পুত্রের এই পত্র পাঠ করিয়া পুত্রকে পত্রদ্বারা উত্তর লিখিলেন তাহার এই পাঠ। তাপ অপগত হয় নাই তৃষ্ণাও কৃশা হয় নাই শরীরের ধূলিও ধৌত হয় নাই এবং স্বচ্ছন্দ মতে কন্দের গ্রাসও হয় নাই ইহাতে ক্রীড়ার বা কথা কি কিন্তু দূর হইতে উৎক্ষিপ্তকর করিকর্ত্তৃক হায় এ বড় দুঃখ পদ্মিনী অর্থাৎ পদ্মলতা স্পৃষ্ট হইয়াছে কি না ভ্রমরাকর্ত্তৃক অর্থাৎ ভ্রান্তকর্ত্তৃক অকস্মাৎ ঝঙ্কার কোলাহল আরব্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন পিতার এই পত্র পাইয়া পুনর্ব্বার পিতাকে লিখিলেন তাহার এই পাঠ। অপবাদ সত্যই হউক কিম্বা মিথ্যাই বা হউক সাধু লোকেরদের মহিমাকে অবশ্য নষ্ট করে ইহার দৃষ্টান্ত এই প্রকাশমাত্রে অশেষ প্রকার অন্ধকার নষ্ট করেন যে সূর্য্য তিনি আশ্বিন মাসে কন্যা রাশিস্থ হইলে লোকেরা বলে সূর্য্য কন্যাগত হইলেন এইমতে সূর্য্যের বাক্ছলমাত্র মিথ্যাপবাদের কথা হওয়াতে অপবাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে সূর্য্য তারপর তুলাতে যান অর্থাৎ যদ্যপি তুলা পরীক্ষাতে যান তথাপি তারপর আগ্রহায়ণাদি কএক মাসপর্য্যন্ত সূর্য্যের তেমন তেজ থাকে না। রাজা বল্লালসেন পুত্রের এই পত্র পাইয়া আরবার তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন তাহার এই পাঠ। অমৃতের আকর স্থান হইয়াছেন যে চন্দ্র তাঁহার না জানি কিমতে কলঙ্কের কণা যে এক টুকু হইল সে কেবল লোকেরদের ভাল মন্দ কর্ত্তা যে ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছাপ্রযুক্ত কিন্তু তাহাতে নানাগুণের নিধি যে চন্দ্র তাঁহার কিছুই হানি নাই কেননা সে কলঙ্ক হওয়াতে কি

সে চন্দ্র অত্রি মুনির পুত্র নহেন কিম্বা শিব কি তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন না কিম্বা তিনি কি গাঢ়ান্ধকার নষ্ট করিতে পারেন না কিম্বা মনুষ্য লোকের উপরে তিনি কি বাস করিতে পারেন না। এইরূপে পিতা পুত্রেতে পরস্পর সংস্কৃত শ্লোকে উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল। এইরূপে বল্লালসেন ১২। ৪ বার বৎসর চারি মাস সাম্রাজ্য করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন।

তারপর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন সম্রাট হইলেন ঐ রাজা লক্ষ্মণ সেন রাঢ়ীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের পিতৃসংস্থাপিত সন্তানেরদের সমীকরণ করেন। সমীকরণ কি তাহা লিখি পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা যাঁহার সন্তান তাঁহাহইতে তাঁহারা যত পুরুষ তাঁহারদের তত পুরুষ অন্য সন্তানেরদের সহিত ব্রাহ্মণ্যাচারা দির ন্যূনাতিরেক বিবেচনা মতে মিলন করিয়া পৃথক্ থাক করা। এইরূপে কিছু কাল গেলে পর দেবীবর নামে এক ঘটক ব্রাহ্মণ আপন ইষ্টমন্ত্র অনেক দিনপর্য্যন্ত জপ করিয়া কিছু ক্ষমতাপন্ন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যাহারদিগকে কুলীন করিয়া লিখিল তাহা রাই কুলীন হইল এবং যাহারদিগকে অকুলীন করিয়া লিখি ল তাহারা অকুলীন হইল এইরূপে দেবীবরের কৃত দাঁড়া এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভৃত্য হইয়া যে পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়াছিল তাহার মধ্যে ঘোষ বসু মিত্র এই তিন জন এ গৌড় দেশে কুলীন হইল গুহ বঙ্গ দেশে কুলীন হইল ব্রাহ্মণের ভৃত্যতা দত্ত স্বীকার করিল না এই প্রযুক্ত কুলীন হইল না কিন্তু মৌলিক হইল এই পাঁচ কায়স্থের আসিবার পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল কায়স্থ ছিল তাহারদের মধ্যে ৮ আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক হই ল ও ৭২ বাহত্তর ঘর সামান্য মৌলিক হইল ইহারদিগকে লোকে রা বাহত্তরিয়া করিয়া বলে। এইরূপে কায়স্থ জাতির বিবেচনা রাজা বল্লালসেন করেন। এই দাঁড়াতে কিছু দিন গেলে পর হোসে নশাহ নামে গৌড় দেশের বাদশাহের উজীর পুরন্দর বসু নামে এক কায়স্থ হইয়াছিল তাহাকে লোকে পুরন্দর খাঁ করিয়া বলিত সে কায়স্থেরদের যে দাঁড়া করিয়াছে সে দাঁড়া এখনও চলিতেছে। ঐ লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে সাম্রাজ্য করেন ১০। ৫ দশ বৎসর পাঁচ মাস। তৎপর তাঁহার ভ্রাতা কেশবসেন রাজা হন ১৫। ৮ পনের বৎসর আট মাস। তারপর তাঁহার পুত্র মাধবসেন রাজ্য করেন ১১। ৪

এগার বৎসর চারি মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র শূরসেন রাজ্য করেন ৮। ২ আট বৎসর দুই মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র ভীম সেন ৫। ২ পাঁচ বৎসর দুই মাস রাজ্য করেন। তারপর তাঁহার পুত্র কার্ত্তিকসেন ৪। ৯ চারি বৎসর নয় মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র হরিসেন ১২। ২ বার বৎসর দুই মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র শত্রুঘ্নসেন ৮। ১১ আট বৎসর এগার মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র নারায়ণ সেন ২। ৩ দুই বৎসর তিন মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন ২৬। ১১ ছাব্বিশ বৎসর এগার মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র দামোদরসেন ১১ এগার বৎসর। এই দামোদরসেন বড়ই বিটপ হইল প্রজারদের ও চাকর লোকেরদের সুন্দরী স্ত্রীরদিগকে বলাৎকার করিতে লাগিল। ইহাতে মন্ত্রি প্রভৃতি সকল লোক একপরামর্শ হইয়া শওয়ালাখ পর্ব্বতের রাজা দ্বীপসিংহকে সসৈন্যে আনাইয়া তাহার যুদ্ধেতে দামোদরসেনকে নষ্ট করাইয়া ঐ দ্বীপসিংহকে রাজা করিল। এইরূপে বঙ্গদেশীয় বৈদ্য জাতি ১৩ তের পুরুষেতে ১৩৭। ১ এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর এক মাস পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিকার করে।

ঐ দ্বীপসিংহ রাজা হইয়া ২৭। ২ সাতাইশ বৎসর দুই মাস রাজত্ব করে। তাহারপর তাঁহার পুত্র রণসিংহ রাজ্য করে ২২। ৫ বাইশ বৎসর পাঁচ মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র রাজসিংহ ৯। ৮ নয় বৎসর আট মাসপর্য্যন্ত রাজা হয়। তাহারপর তাঁহার পুত্র বরসিংহ রাজত্ব করে ৪৬। ১ ছচল্লিশ বৎসর এক মাস। তাহারপর তাঁহার পুত্র নরসিংহ ২৫। ৩ পঁচিশ বৎসর তিন মাস রাজা হয়। তাহারপর তাঁহার পুত্র জীবনসিংহ রাজ্য করে ২০। ৫ কুড়ি বৎসর পাঁচ মাস। এইমতে দ্বীপসিংহ অবধি জীবন সিংহপর্য্যন্ত চোহান রজপুতেরা ছয় পুরুষেতে ১৫১ এক শত একান্ন বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে।

তাহারপর প্রাঠ দেশের রাজা পৃথোরায় দিল্লীতে রাজা হন। ইঁহার রাজত্ব পাইবার বিবরণ লিখি। রাজা জীবনসিংহ সর্ব্বদা নৃত্য গীত ও শৃঙ্গার রসেতে আসক্ত থাকিতেন। রাজকর্ম্ম ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দারা সঙ্গে গিয়া থাকিতেন তাঁহার সৈন্য সকল শওয়ালাখ পর্ব্বত দেশে কোনহ কার্য্যের নিমিত্তে গিয়াছিল। ইহা প্রাঠ দেশের রাজা পৃথোরায় শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে দিল্লীর

উপর চড়াউ করিল। ইহা জীবনসিংহ শুনিতে পাইয়া দিল্লীতে না আসিয়া অমনি বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। পৃথোরায় যুদ্ধব্যতিরেকে অনায়াসে দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিলেন। এই পৃথোরায় পূর্ব্বে দিল্লীর রাজাকে কর দিতেন তিনি ১৪। ৭ চৌদ্দ বৎসর সাত মাস দিল্লীতে রাজা হইয়া থাকেন। এই পৃথুরাজার পর বিক্রমাদিত্যের [illegible]ধার শত তেইশ সম্বতে যবনেরা দিল্লী অধিকার করে।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজা অবধি পৃথু রাজাপর্য্যন্ত হিন্দু রাজারদের দিল্লীতে অধিকার কলিযুগের প্রথমাবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুই শত সাতষষ্টি বৎসরপর্য্যন্ত থাকে। তাহার পর দিল্লীর সিংহাসন যবনাধিষ্ঠিত হয়। এই পৃথু রাজার দিল্লীতে অধিকার হওয়ার প্রকারান্তরের ও তাহারপর যবনাধিকার হওয়ার প্রকারদ্বয়ের বিবরণ লিখি।

রাজা দ্বীপসিংহকে এক ব্রাহ্মণ কহিয়াছিলেন যে তোমারদের দিল্লীর এ অধিকার তোমারদের ভগিনীপুত্র লইবে। তদবধি দ্বীপ সিংহের সন্তান পরম্পরাতে কন্যা সন্ততিকে নষ্ট করা কুলাচার প্রায় হইল এখনপর্য্যন্ত দ্বীপসিংহের জাতি চোহান রজপুতেরা যে কন্যাকে নষ্ট করে তাহার মূল এই। নরসিংহ রাজা আপন কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এই প্রযুক্ত নষ্ট না করিয়া প্রাচ দেশের রাজাকে বিবাহ দিলেন ঐ প্রাচ দেশের রাজার আর এক স্ত্রী ছিল সেটা মনুষ্য খাইত অতএব তাহাকে সকলে রাক্ষসী করিয়া কহিত নরসিংহ রাজার কন্যার এক পুত্র হইয়াছিল তাহাকে সেই রাক্ষসী খাইল। ইহা ঐ প্রাচ দেশের রাজা শুনিতে পাইয়া আপনার রাক্ষসী স্ত্রীকে কহিল যে তুমি অতি বড় মন্দ লোক ছিছি মনুষ্য খাও তোমার ঘৃণা হয় না। তাহাতে সে রাক্ষসী কহিল হে মহারাজ মনুষ্যমাংস বড় মিষ্ট বরং তুমি এক দিবস খাইয়া বুঝ। রাজার রাক্ষসী সংসর্গ দোষেতে বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রষ্টা হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত রাজারও ঐ রাক্ষসী বাক্যেতে মনুষ্যমাংস ভোজনেতে ইচ্ছা হইল। অতএব ঐ রাক্ষসীকে কহিল ভাল২ এক দিন আমাকে মনুষ্যমাংস ভোজন করাও। তদনন্তর ঐ রাক্ষসী এক মনুষ্যকে মারিয়া সুন্দররূপ পাক করিয়া রাজাকে খাওয়াইল। রাজা মনুষ্যমাংস খাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইল ও কহিল যে আমাকে এইমতে

প্রত্যহ ভোজন করাইবা। রাক্ষসী রাজার এই বাক্যেতে মনুষ্য মাংস রাজাকে প্রত্যহ খাওয়াইতে লাগিল। নরসিংহ রাজার কন্যা এ সকল শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া স্বামিকে পরি ত্যাগ করিয়া নরসিংহের পুত্র জীবনসিংহের নিকটে পলাইয়া গেল ও ভ্রাতাকে কহিল হে ভ্রাতঃ আমার এক সপত্নী আছেন তিনি রাক্ষসী মনুষ্যমাংসব্যতিরেকে তাঁহার ভোজন হয় না আ মার এক পুত্র হইয়াছিল তাহাকে সেই রাক্ষসী ভক্ষণ করিল এ কথা আমার পতি শুনিয়া সে রাক্ষসীর এই দণ্ড করিলেন কি না তাহার মতাবলম্বী হইয়া আপনি প্রত্যহ মনুষ্যমাংস খাইতে লা গিলেন। আমি এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত কাতরা হইয়া হে ভ্রাতঃ তোমার শরণাপন্না হইলাম তোমাব্যতিরেকে আমার আর কেহ নাই আমি স্বামি থাকিতেও অনাথা প্রাণ দানহইতে বড় দান নাই এখন তোমার ধর্ম্মে যে হয় তাহা কর। রাজা জীবন সিংহ ভগিনীর এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া এবং তাহাকে গর্ভ বতী দেখিয়া অত্যন্ত দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া মনে বিবেচনা করিতে লা গিলেন আমি অপুত্রক ইনি আমার পিতার ঔরসজাতা কন্যা মনুষ্য শরীর অচিরস্থায়ী আমার পর অবশ্য অন্য কেহ রাজা হইবে ইনি আমার ভগিনী গর্ভবতী প্রাণভয়ে আমার শরণাগতা হইয়াছেন আহা ইহাকে নষ্ট করা আমার কখন কোনহ প্রকারে কর্ত্তব্য নয়। এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া রাজা জীবনসিংহ ভগিনীকে কহিলেন হে ভগিনি তোমাকে আমি অভয় দিলাম তুমি সুখেতে আমার অ ন্তঃপুরে থাক তোমার এই গর্ভে যদি পুত্র হয় তবে আমার পর সেই রাজা হইবে তুমি আমার সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী আমার মাতার তুল্যা তোমার অনিষ্ট কোনহ প্রকারে হইবে না। রাজভ গিনী রাজার এই বাক্যেতে পরমাপ্যায়িতা হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া থাকিলেন।

কএক মাসের পর তাঁহার এক পুত্র হইল সে পুত্রের নাম পৃথু রাখিলেন। কিছু দিনের পর রাজা জীবনসিংহ রাজগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া গেলেন। তথাতে বহু দিবসপর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল ইত্যবসরে রাজার ভাগিনেয় পৃথু রাজা সিংহাসনে আপন ইচ্ছাতে বসিলেন। তদনন্তর রাজা জীবনসিংহ যুদ্ধজয়ী হইয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া ভাগিনেয়ের

সিংহাসনে বসা শুনিতে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু পূর্ব্ব কথিত কথাস্মরণ করিয়া পৃথুকে নষ্ট করিলেন না ও সিংহাসনেতেও আর বসিলেন না। কএক দিন পরে জীবনসিংহ বন প্রস্থান করিলেন। এইরূপে পৃথু রাজা হইলে পর তাঁহার সর্ব্বত্র অপ্রতিষ্ঠা হইল এবং কোনহ রাজা তাঁহার সম্ভ্রম করিল না সকল প্রজারা কহিতে লাগিল যে মনুষ্যখাদকের পুত্র রাজা হইল ইহাতে আমাসভার ভদ্রত্ব কি। পৃথু রাজা পিতৃ দোষপ্রযুক্ত ও আত্ম দোষপ্রযুক্ত আপনার নানাপ্রকার অপ্রতিষ্ঠা সর্ব্ব দেশে হইল ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ও মাতার স্থানে পিতার সবিশেষ বিবরণ শুনিয়া পিতৃ দেশে গেলেন। তথা গিয়া দেখিলেন যে দেশের অত্যন্ত বিভ্রাট হইয়াছে দেশ প্রায় প্রজাশন্য কোথাংও যে দুই এক ঘর প্রজা আছে তাহারাও কি করিব কোথা যাব এই ভাবনাতে ব্যাকুল হইয়া আছে। পৃথু রাজা দেশ এইরূপ বিনষ্ট প্রায় দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া রাজধানীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজধানীতে দেখেন যে মনুষ্যমাত্র নাই ক্রমেং একৈক কক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র পতিত মনুষ্য মাংস অস্থি চর্ম্ম দেখিতে পাইলেন ও শয়নাগারে খাটের উপর শয়ান রাজাকে দেখিলেন। পৃথু রাজা পিতাকে একাকী খট্টোপরিস্থ দেখিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া কহিলেন কে ও পৃথু আইসং তুমি আমার পুত্র আমি তোমার জন্মদাতা পিতা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন তোমার পরম ধর্ম্ম আমি রাক্ষসাচরণ করিয়া সর্ব্ব নষ্ট হইয়া কেবল তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছি তুমি এইক্ষণে আমার মস্তক চ্ছেদন কর তবে আমি এ পাপ শরীরহইতে নিস্তার পাই। পৃথু রাজা পিতার এই বাক্য শুনিয়া পিতাকে নিবেদন করিলেন হে পিতঃ আমি যে আপনকার পুত্র আপনি ইহা কি রূপে জানিলেন আর আপনি আমার পিতা মহাগুরু আমি আপনকার মস্তক চ্ছেদন করিব এ আজ্ঞা কিরূপে করেন ইহা আমাকে আজ্ঞা করুন। রাজা পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে পুত্র শুন আমি উগ্রচণ্ডা দেবীর উপাসনা অনেক দিবস করিয়াছি তাহাতে উগ্রচণ্ডা দেবী আমাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে কল্য তোমার পুত্র পৃথু তোমার নিকট আসিবে সে তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তোমাকে নষ্ট করিলে তুমি এ পাপহইতে নি

স্থার পাইবা আর তোমার মৃত শরীরের দাহকালে যে মাংস দগ্ধ না হইবে সে মাংস একুশ খণ্ড করিয়া আপন জ্ঞাতি স্ত্রী একুশ জন কে ঋতুস্নান কালে খাইতে দিলে সে এক বিংশতি স্ত্রীর গর্ভে একুশ পুত্র জন্মিবে সে একুশ পুত্র যুদ্ধকালে আপন মস্তক আপনারা ছেদন করিয়া কবন্ধ রূপী হইয়া তিন দণ্ডপর্য্যন্ত যে যুদ্ধ করিবে সে যুদ্ধে কেহ রক্ষা পাইবে না তিন দণ্ডর পর স্বতঃ শবের ন্যায় মরিয়া পড়িবে এই রূপে একৈক যুদ্ধজয় করিয়া একৈক জন নষ্ট হইবে। রাজা পুত্রকে এই সকল কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন হে পুত্র পিতার উদ্ধার পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব শীঘ্র আমার শিরচ্ছেদন কর আমি উদ্ধার পাই। পৃথু রাজা পিতার এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে পিতঃ যদি আমাকে আপনকার আজ্ঞানুসারে ইহা করিতে হইল তবে আজ্ঞা করুন যে রাক্ষসী আপনকাকে এরূপ করিল সে রাক্ষসীর মস্তকচ্ছেদন আগে করিয়া পশ্চাৎ আপনকার মস্তকচ্ছেদন করি। রাজা কহিলেন হে পুত্র সে রাক্ষসী আমাকে এ দশাতে ফেলাইয়া আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথা পলাইল তাহা জানি না যদি তাহাকে পাও তবে তাহাকেও নষ্ট করিও কিন্তু এখন শীঘ্র আমার মাথা কাট। তদনন্তর পৃথু রাজা পিতার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মৃত শরীর দাহ করিয়া অবশিষ্ট মাংস ঋতুস্নাতা এক বিংশতি জ্ঞাতি স্ত্রীরদিগকে খাওয়াইয়া সেই স্ত্রীরদিগকে সঙ্গেলইয়া পিতৃ দেশে প্রজা স্থাপনার্থে লোক নিযুক্ত করিয়া আপনি দিল্লীতে আইলেন। তদনন্তর সেই একুশ স্ত্রীর একুশ পুত্র হইল সে সকল সন্তানকে সামন্ত করিয়া পৃথু রাজা রাখিলেন এইরূপে পৃথু রাজার পিতৃহত্যা করাতে পূর্ব্বহইতেও অধিক অখ্যাতি দিনে২ বাড়িতে লাগিল ও পূর্ব্বে যে রাজারা কর দিত তাহারা কেহ কর দিল না যে রাজারা কর না দিত তাহারাও ইহার সহিত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিল। ইহাতে প্রায় সকল রাজারদের সহিত বড়ই অসামঞ্জস্য হইল। পরে ঐ সামন্তেরদের যুদ্ধে অনেক রাজগণকে সুশাসিত করিয়া স্বাধীন করিলেন কিন্তু রাজারা মনে২ পৃথু রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতেন। এইরূপে বিরোধি রাজারদিগকে স্বায়ত্ত করিতে ক্রমে২ সামন্তেরদেরও ক্ষয় প্রায় হইল কিন্তু রাজবর্গমাত্রের সহিত বড়ই অপ্রীতি হইল। এইরূপে পৃথু রাজা দিল্লীতে অধিকার পাইলেন

ইহাও অনেক লোকে কহে। পৃথু রাজার পর যবনেতে যে প্রকারে দিল্লীতে অধিকার করিল তাহা লিখি।

কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল পরাক্রম ছিলেন এবং বড় ধনী ছিলেন কাহাকে বলেতে কাহাকে প্রীতিতে এইরূপে প্রায় কুমারিকাখণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়াছিলেন তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে অপূর্ব্বসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যেং বর উপস্থিত হয় তাহারদের মধ্যে কেহ তাঁহার মনোনীত হইল না। পরে রাজা এক দিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি তোমার বিবাহের নিমিত্তে যে বর উপস্থিত করি সে তোমার মনোনীত হয় না ইহাতে তোমার মনস্থ কি তাহা আমাকে কহ আমি তদনুরূপ করি। রাজকন্যা এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে মহারাজ আপনি আমার কর্ত্তা আপনকার যে মনস্থ তাহাই হইতে পারে আমার মনস্থে কি করে তবে আপন মনস্থ যাহা তাহা আজ্ঞানুসারে কহি আপনি সম্প্রতি অতি বড় রাজা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন আমি আপনকার কন্যা ইহার মত বিবাহ হইলে বড় ভাল হয় ইহাতে আমি এই মনে করিয়াছি আপনি এক রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করুন তাহাতে সকল রাজারদের নিমন্ত্রণ করুন তবে সকল রাজারা অবশ্য আসিবেন সেই রাজারদের মধ্যে আপন মনোনিত যে রাজাকে দেখিব তাহাকে স্বয়ং বরণ করিব। রাজা কন্যার এই বাক্য শুনিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ করিয়া সকল রাজারদের নিমন্ত্রণ করিলেন। সে নিমন্ত্রণে কুমারিকা খণ্ডস্থ সকল রাজারা আইলেন কিন্তু দিল্লীর পৃথুরাজার আগমন কালে তাঁহার প্রাচীন এক চাকর তাঁহাকে কহিল হে মহারাজ রাজসূয় যজ্ঞের নিমিন্ত্রণে গেলে কর রূপে কিছু দিতে হয় আপনি দিল্লীর রাজা আপনি যে অন্য রাজাকে কিছু কর দেন সে ভাল নয় তবে প্রীতিতে যজ্ঞ সমাপনার্থে কিছু দিলেও লোকতঃ অপ্রতিষ্ঠা হইবে অতএব এ নিমন্ত্রণে আপনকার যাওয়া উপযুক্ত নয়। রাজা এই কথাতে সেই নিমন্ত্রণে আইলেন না। কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্র এই কথা শুনিতে পাইয়া অন্তঃকরণে অতিক্রুদ্ধ হইলেন ও সভাস্থ পণ্ডিত লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দিল্লীর রাজা আইলেন না যজ্ঞ সমাপন কিরূপে হয়। পণ্ডিতেরা কহিলেন রাজসূয় যজ্ঞের অঙ্গ রাজারা হন অঙ্গের অভাবে

প্রতি নিধিতেও প্রধান কর্ম্ম সিদ্ধ হয় অতএব দিল্লীর রাজার প্রতি নিধি এক স্বর্ণ প্রতিমা নির্ম্মাণ করুন। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্র নামে এক মহারাজ হইয়াছিলেন তিনি নৈমিষারণ্যে যখন যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্বে কিছু দিন কোনহ কারণেতে আপন স্ত্রী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন অতএব যজ্ঞকালে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন না এইপ্রযুক্ত বশিষ্ঠ জাবালি প্রভৃতি মহামুনিরা মারচন্দ্রের স্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে এক স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ করাইয়াছিলেন আপনিও সেই মত করুন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমাপন না করিলে বড়ই দোষ। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্যেতে পৃথু রাজার প্রতিনিধিরূপে এক স্বর্ণ প্রতিমা করিয়া ঐ প্রতিমাকে দ্বারি রূপে স্থাপন করিলেন কেননা রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত যেং রাজারা আসিয়া থাকেন তাঁহারা উপযুক্তমত কেহ কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন। জয়চন্দ্র রাজা পৃথু রাজার না আসাতে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার প্রতিমাকে অনুপযুক্ত কর্ম্মে স্থাপন করিলেন। ইহা পৃথু রাজা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জ দেশে আসিয়া জয়চন্দ্র রাজার অনেক সৈন্য নষ্ট করিয়া ঐ স্বর্ণপ্রতিমা লইয়া গেলেন তদনন্তর রাজা জয়চন্দ্র কোনহ প্রকারে যজ্ঞ সমাপন করিয়া অত্যন্ত অপমানিত হইয়া রহিলেন। এই প্রকারে পৃথু রাজাকে বড় বলবান্ ও রূপবান্ দেখিয়া রাজকন্যা যেং রাজারা আসিয়াছিল তাহারদের মধ্যে কাহাকেও স্বয়ম্বরণ না করিয়া কহিলেন যে আমি পৃথু রাজাব্যতিরেকে অন্য রাজাকে বরণ করিব না। জয়চন্দ্র রাজা আপন কন্যার এই নিশ্চয় জানিয়া কন্যার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে আপন বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন ও কহিলেন তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর গিয়া। রাজকন্যা অন্য কোনহ অনু[illegible] লোকের বাটীতে আসিয়া রহিলেন। এ সকল বিষয় পৃথু রাজা শুনিতে পাইয়া চন্দ্রনামে এক ভাটকে জয়চন্দ্র রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ও এক পত্র লিখিলেন তাহার পাঠ এই। হে মহারাজ জয়চন্দ্র তোমার কন্যা আমাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাঁহার যে এ মনস্থ সে উপযুক্ত বটে কিন্তু তুমি যে ইহাতে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ সে অত্যন্ত অনুচিত করিয়াছ তোমার কন্যার মনস্থ অন্যথা কখনও হইবে না ইহা নিশ্চয় জানিবা। এই রূপ পত্র দিয়া চন্দ্রভাটকে পাঠাইয়া আপনিও সসৈন্যে কান্যকুব্জ

দেশে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রভাট জয়চন্দ্ররাজার কাছে গিয়া সে পত্র দিলেন কিন্তু জয়চন্দ্র রাজা সে পত্রার্থাবগত হইয়া কিছু উত্তর দিলেন না। পৃথু রাজা চন্দ্রভাটের প্রমুখাৎ ইহা জ্ঞাতা হইয়া আপন যোগ্যতাতে রাজকন্যাকে লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। পৃথু রাজার সৈন্য সকল কনোজেতে থাকিল। পশ্চাৎ জয়চন্দ্র রাজা ইহা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে আসিয়া পৃথু রাজার সৈন্যের সহিত বড় যুদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধে দুই দিগেতে ৭০০০ সাত হাজার লোক নষ্ট হইল। জয়চন্দ্র রাজা আপনার অনেক লোক নষ্ট হওয়াতে যুদ্ধহইতে বিরত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পৃথু রাজার অবশিষ্ট সৈন্য দিল্লীতে আসিয়া পঁহুছিল এইরূপে পৃথু রাজা ও জয়চন্দ্র রাজার বড় শত্রুতা হইল। তদনন্তর পৃথু রাজা অনঙ্গমঞ্জরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার গুণ ও রূপ লাবণ্যাদি দেখিয়া আরং অনেক সুন্দরী স্ত্রী থাকিতেও ঐ রাজকন্যাতে এমত আশক্ত হইলেন যে মন্ত্রিরদের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া প্রায় অন্তঃপুরেতেই থাকিতেন। এইরূপে পৃথু রাজা রাজা জয়চন্দ্রের সহিত ও সোলতান শাহাবুদ্দীন যবনের সহিত শত্রুতা করিয়া রাজকর্ম্মে অনবহিত হওয়াতে যেমন কেহ উচ্চতর তৃণ রাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া বায়ুসম্মুখে তাহার সমীপে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায় তেমন নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করা হইল। পূর্ব্বে পৃথু রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল যে সোলতান শাহাবুদ্দীন সে এই সকল সমাচার শুনিতে পাইয়া অনেক উত্তম সামগ্রি দিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে সহায় করিয়া পৃথু রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অনেক সৈন্য লইয়া আসিয়া নারায়ণ গ্রামে উপস্থিত হইল। পৃথু রাজার মন্ত্রিবর্গেরা এ সম্বাদ পাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞা আছে যে আমার সাক্ষাৎ কেহ কোনং কথা নিবেদন করিওনা রাজকর্ম্মের ভার তোমারদের উপর থাকিল তোমরাই করিও সম্প্রতি এ সমাচার রাজার সাক্ষাৎ কি প্রকারে দেওয়া যাবে চন্দ্রভাটকে রাজা বড় ভাল বাসেন তিনি রাজার নিকটে বড় প্রস্তুত মধ্যেং অন্তঃপুরে গিয়া থাকেন তাহার দ্বারা এ সমাচার দেওয়া যাউক। সকলে এই বিচার করিয়া চন্দ্রভাটকে সমাচার দিতে কহিলেন। চন্দ্রভাট অন্তঃপুরে গিয়া রাজাকে সম্বাদ দিলেন হে মহারাজ যেমন বালির ভয়ে

পলাইত সুগ্রীব বানর রামচন্দ্রকে সহায় করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছিল তেমনি মহারাজের ভয়ে কান্দিশীক শাহাবুদ্দীন যবন জয়চন্দ্রকে সহায় করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে নারায়ণগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে বিহিত অবধান হউক। পৃথু রাজা চন্দ্রভাটের এই বাক্য শুনিয়া সে পূর্ব্ব পরাজিত জ্ঞানে সুসাধ্য জানিয়া তাচ্ছীল্য করিয়া কহিলেন নারায়ণ গ্রামে যে সৈন্য আছে সেই সৈন্য তাহার পরাজয়েতে পর্য্যাপ্ত আছে অতএব নারায়ণ গ্রামস্থ সৈন্যেরদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা পাঠাইয়া দিতে মন্ত্রির দিগকে বল। তদনন্তর চন্দ্রভাট মন্ত্রিরদিগকে রাজাজ্ঞা জানাইলেন মন্ত্রিবর্গেরা রাজাজ্ঞানুসারে নারায়ণ গ্রামের সৈন্যেরদিগকে যুদ্ধ করিতে কহিয়া পাঠাইলেন। এবং আরং অনেক সৈন্য পাঠাইলেন কিন্তু মনে সকলেই রাজার প্রতি বিরক্ত হইলেন। কোনং মন্ত্রী কহিলেন রাজার অনীত্যাচরণে রাজলক্ষ্মী কখনও থাকেন না পরাজিত শত্রু যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আইসে সে দৃঢ়তর উপায় সমবধান না করিয়া আইসে না সাহাবুদ্দীন পূর্ব্বে পরাজিত হইয়া পলাইয়াছিল সম্প্রতি জয়চন্দ্র সহায় করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে জয়চন্দ্র রাজার মহাবল পরাক্রান্ত অনেক যোদ্ধা আছে মহারাজা এ সকল বিলক্ষণ রূপে জানেন তথাপি এইরূপ নিশ্চিন্ত না জানি ঈশ্বরেচ্ছা কি আছে। এক মন্ত্রী কহিলেন অনেক দিন হইল এক সময়ে রাজা যবনেরদের প্রাগল্ভ্য শুনিতে পাইয়া অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের দিগকে আনাইয়া কহিলেন হে পণ্ডিতেরা এমন কোনহ যজ্ঞের আরম্ভ কর যাহাতে যবনেরদের প্রতিভা ও প্রাগল্ভ্য উত্তরোত্তর হ্রাস হয়। পণ্ডিতেরা আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ এমন যজ্ঞ আছে আমরা কহিতেও পারি কিন্তু আমারা যে সময়ে অবধারণ করিব সেই সময়ে এ যজ্ঞের যূপ স্থাপন যদি হয় তবে সে যূপ যাবৎ থাকিবে তাবৎ যবনেরা এ দেশে কখনও আসিতে পারিবে না। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বড় সমারোহ করিয়া যজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। যূপ স্থাপনের সময় হইলে পণ্ডিতেরদের অনুমতি মাত্রে যুপ স্থাপন করিতে যূপ উঠাইতে নানা যত্ন করিলেন যূপ কদাচ উঠিল না তদনন্তর পণ্ডিতেরা কহিলেন হে মহারাজ ঈশ্বরের যে ইচ্ছা সেই হয় পুরুষ ঈশ্বরেচ্ছার উপর প্রবল নয় কিন্তু তাহার সহকারী বটে ঈশ্বরেচ্ছা সহ কৃতী পুরুষ কার্য্যসাধক হয় অতএব নি

বৃত্ত হও বুঝি এ সিংহাসন যবনাক্রান্ত হইবে। বুঝি মহারাজ প ণ্ডিত লোকেরদের এই বাক্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধে শৈথিল্য করিলে ন। এইরূপে মন্ত্রিবর্গেরা নানাপ্রকার কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া আপনং স্থানে গেলেন। অদনন্তর নারায়ণগ্রামে শা হাবুদ্দীন পৃথু রাজার সৈন্য সকল প্রায় নষ্ট করিয়া সসৈন্য দিল্লী তে আসিয়া পহুঁছিল। তদনন্তর পৃথু রাজা সম্বাদ পাইয়া অন্তঃপু রহইতে নির্গত হইয়া শাহাবদ্দীনের সহিত ঘোরতর রণ করিলেন কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে শাহাবুদ্দীন যবন ঐ রঙ্গভূমিতে পৃথু রাজাকে ধ রিয়া পৃথু রাজা জয়চন্দ্র রাজার জামাতা হন এই অনুরোধে তাঁহা কে নষ্ট করিলেন না কিন্তু কএদ করিয়া খাড়াং আপন দেশে গজ নেনে পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে শাহাবুদ্দীন যবন যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লীতে কএক দিবস থাকিয়া চন্দ্রভাটকে পৃথু রাজার সকল বিষয়ের জ্ঞাতা জানিয়া তা হাকেও কএদ করিয়া সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে আপন পিতার দাসী পুত্র কোতবুদ্দীন যবনকে রাখিয়া আপনি আরং রাজারদের ভয়েতে সহসা সিংহাসনে না বসিয়া স্বদেশ গজনেনে গেলেন। কোতবুদ্দীন যবন কিছু দিন পরে দিল্লীতে আপন আমলা বসাইল এবং সোলতান শাহাবুদ্দীনের নামে সিক্কা ও খোতবা জারি করিল। শাহাবুদ্দীন যবন হিন্দুস্থানে ৭ সাত বার আসিয়া কিছু করিতে পারিয়াছিল না। অষ্টম বারে জয়চন্দ্র রাজার আনুকুল্যে জয়ী হইল। সোলতান শাহাবুদ্দীন গজনেনে চন্দ্রভাটকে আপন নিক টে মধ্যেং ডাকাইয়া পৃথু রাজার সকল বিষয় ও হিন্দুস্থানের আরং বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিত। এক দিবস চন্দ্রভাট কহিল হিন্দুস্থানের মধ্যে পৃথু রাজা অতিবড় তীরন্দাজ। শাহাবুদ্দীন এ কথা শুনিয়া পৃথু রাজাকে আপন নিকটে ডাকাইয়া এক নিশানা দেখাইয়া দিয়া নিশানা মারিতে কহিল। তদনন্তর পৃথু রাজা বড় শীঘ্রকর্ম্মা ছিলেন নিশানা মারিতে যে বাণ ধনুকে যোগ করি লেন। সেই বাণের তামাসা দেখিতে অন্যমনস্ক ছিল যে শাহা বুদ্দীন তাহাকে নষ্ট করিলেন। তৎক্ষণে শাহাবুদ্দীনের লোকেরা পৃথু রাজার ও চন্দ্রভাটের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে এক দিনে পৃথু রাজা ও চন্দ্রভাট ও শাহাবুদ্দীন নষ্ট হইল।

পৃথু রাজার পর শাহাবুদ্দীন যবনের দিল্লীর সিংহাসনে অধিকার হওয়ার বিষয় যবনেরা যেরূপ বলে তাহা লিখি।

গোরের বাদশাহ গয়াসুদ্দীন যবনের ভ্রাতা শাহাবুদ্দীন হিজরি ৫৬৯ পাঁচ শত উনসত্তরি শনে আপন বিক্রমে গজনেন অধিকার করিল। তারপর হিন্দুস্থানে আসিয়া স্বকীয় বাহুবলে মুলতান দেশ জয় করিয়া তথাতে আপনার অনেক অন্তরঙ্গকে নায়েব করিয়া রাখিয়া স্বদেশ গজনেনে গেল। তারপর দ্বিতীয় বারে ৫৭০ পাঁচ শত সত্তরি হিজরি শনে রেত স্থান দিয়া গুজরাট দেশে আইল সে দেশে রাজা ভীমদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া গজনেনে পলাইয়া গেল। তারপর তৃতীয় বারে ৫৭৫ পাঁচ শত পঁচহত্তরি হিজরি শনে লাহোরে আইল। তখন সোলতান খোসরো মলক নামে যবন তথাকার রাজা ছিল। এই সোলতান খোসরোর পূর্ব্ব পুরুষ লাহোর যেরূপে অধিকার করিয়াছিল তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি। শাহাবুদ্দীন তথা আসিয়া সোলতান খোসরোকে যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত করিল তাহাতে সোলতান খোসরো এক হাতী ও আরং অনেকে ধনসমেত আপন পুত্রকে পাঠাইয়া শাহাবুদ্দীনের সহিত মেল করিল ও কর দিতে স্বীকার করিল। সোলতান শাহাবুদ্দীন এ যাত্রায় এই করিয়া স্বস্থানে গেল। তারপর চতুর্থ বারে ৫৭৭ পাঁচ শত সাতহত্তরি হিজরি শনে হিন্দুস্থানে আসিয়া ঠট্টা দেশ ও সিন্ধুনদীতীরস্থ দেশ সকল লুট করিয়া অনেক ধন লইয়া স্বদেশে গেল। তারপর পঞ্চম বারে ৫৮০ পাঁচ শত আশী হিজরি শনে পুনর্ব্বার লাহোরে আসিয়া খোসরোর সহিত অতিবড় রণ করিল তাহাতে সে অতিশয় কাতর হইয়া লাহোরের গড়ের মধ্যে কএক লোক সঙ্গে করিয়া প্রবিষ্ট হইয়া থাকিল। তদনন্তর সোলতান শাহাবুদ্দীন আরং দেশ লুঠিয়া সিয়ান কোটের গড়ের পুনর্ব্বার পত্তন করিয়া তথাতে আত্মীয় এক জনকে প্রতিনিধি করিয়া রাখিয়া স্বকীয় দেশে গেল। তদনন্তর ষষ্ঠ বারে ৫৮৩ পাঁচ শত তিরাশী হিজরি শনে পুনর্ব্বার লাহোরে আসিয়া খোসরোকে যুদ্ধে পরাজয় করিল। তথাতে আপন প্রতিনিধিরূপে আত্মীয় এক লোককে রাখিয়া খোসরোকে বদ্ধকরিয়া লইয়া গজনেনে গেল। খোসরো তথাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। তারপর সপ্তম বারে ৫৮৭ পাঁচ শত সাতাশী হিজরি

শনে বিদর শহরে আসিয়া যুদ্ধেতে তথাকার রাজাকে নষ্ট করিয়া কিছু সৈন্য তথাতে রাখিয়া আর সৈন্যগণ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে যাই তেছে পথিমধ্যে নারায়ণ গ্রামে সম্প্রতি সে গ্রামের নাম বিনাদরি তাহাতে বিদরের রাজার যুদ্ধে নষ্ট হওয়ার সম্বাদ শুনিয়া যুদ্ধে স সৈন্য আগত পৃথু রাজার সহিত বড় যুদ্ধ হইল। শেষে সে যুদ্ধে শাহাবুদ্দীন ভগ্ন হইয়া পলায় ইত্যবসরে পৃথু রাজার অন্তরঙ্গ খাঁড়ে রায় এক বর্ছি ফেলিয়া মারিল সে বর্ছি বাহুতে লাগাতে অতিবড় ব্যথিত হইয়া শাহাবুদ্দীন অচেতন হইয়া অশ্বহইতে পড়ে ই তিমধ্যে তাহার এক ভৃত্য ঘোড়াতে চড়িয়া অতিবেগে আসিয়া তাহাকে লইয়া পলাইল। শাহাবুদ্দীন মৃতপ্রায় হইয়া অতিবড় কষ্টেতে স্বদেশে উপস্থিত হইল। তদনন্তর পৃথু রাজা বিদর শহ রে গিয়া এক বৎসরপর্য্যন্ত শাহাবুদ্দীনের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ ক রিয়া বিদর শহর অধিকার করিলেন ও শাহাবুদ্দীনের লোক সক লকে খেদাইয়া দিলেন। তদনন্তর অষ্টম বারে ৫৮৮ পাঁচ শত অ ষ্টআশী হিজরি শনে অনেক সৈন্য লইয়া নারায়ণ গ্রামে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে পৃথু রাজার সহিত ঘোরতর রণ করিয়া সেই যুদ্ধে পৃথু রাজাকে নষ্ট করিল। তদনন্তর খাঁড়ে রায় লুকাইয়া প লাইল। শাহাবুদ্দীন কিল্লা সরস্বতী ও হাঁসি ও আজমের ইত্যাদি দেশ সকল অধিকার করাতে নানাপ্রকার যথেষ্ট ধন পাইল ঐ না রায়ণ গ্রামে থাকিয়া আর২ অনেক দেশ অধিকার করিল ও যুদ্ধে তে ছিন্ন ভিন্ন রুগ্ন ভগ্ন লোক সকলকে সুস্থ করিল। তৎপর দিল্লী হইতে ৭০ সত্তরি ক্রোশে কসবা ঘরামেতে কোতবুদ্দীন মলককে নায়েব রাখিয়া শওয়ালাখ পর্ব্বত দেশ দিয়া মধ্যে২ অনেক ধন লুটিয়া লইয়া আপনি গজনেনে গেল।

এইরূপে শাহাবুদ্দীন পৃথু রাজাকে নষ্ট করিয়া স্বস্থানে গেল কো তবুদ্দীন হিন্দুস্থানে থাকিল। তারপর ঐ কোতবুদ্দীন দ্বিতীয় বৎ সরে দিল্লী ও ঠট্টাদেশ অধিকার করিয়া দিল্লীতে আপন আমলা ব সাইল ও কোলের কিল্লা ও গোয়ালিয়রের কিল্লা ও আর২ অনেক কিল্লা অধিকার করিয়া লইল। তারপর গুজরাট দেশে গিয়া সে দেশের রাজা ভীমদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তথাহইতে অনেক ধন লুটিয়া দিল্লীতে আইল। সোলতান শাহাবুদ্দীনের নামে সিক্কা ও খোতবা জারি করিল সেই অবধি দিল্লীতে মোসলমানি হইল

তারপর সোলতান শাহাবুদ্দীন ৫৯৬ পাঁচ শত ছিয়ানব্বই হিজরি শনে হিন্দুস্থানে আসিয়া কনৌজ দেশ অধিকার করিল। সে দেশ হইতে ৩০০ তিন শত হাতী ও আর২ অনেক ধন লইয়া গজনেনে গেল। তাহারপর শাহাবুদ্দীনের ভ্রাতা গয়াসুদ্দীন মরিল শাহাবুদ্দীন আপন ভ্রাতার দেশ গোর তুরুকস্থান স্বভ্রাতার উত্তরাধিকারিরদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া আপনি আপন বাহুবলে অধিকৃত গজনেন লইয়া থাকিল। পরে লাহোরে ঘোঘরেরা অতিবড় উপদ্রব করিতে লাগিল। ইহা শাহাবুদ্দীন শুনিতে পাইয়া সসৈন্য লাহোরে আইল কোতবুদ্দীনও দিল্লীইতে লাহোরে গেল। এইমতে দুই জনে একত্র হইয়া যুদ্ধেতে ঘোঘরেরদিগকে বিলক্ষণরূপে জব্দ করিয়া কোতবুদ্দীনকে দিল্লীতে বিদায় করিয়া যাইতেছে পথে গজনেন দেশের এক গ্রামেতে এক ঘোঘর সোলতান শাহাবুদ্দীনকে নষ্ট করিল। এইরূপে শাহাবুদ্দীন ঘোঘর জাতি এক প্রকার হিন্দু এক জনের হাতে মৃত হইল।

এইরূপে পৃথু রাজার দিল্লীতে সাম্রাজ্য হওয়ার ও তাহারপর দিল্লীতে যবনেরদের অধিকার হওয়ার প্রকারদ্বয় শুনিয়া কেহ২ দুই পৃথু রাজা কল্পনা করে। তদনন্তর শাহাবুদ্দীন হিন্দুস্থানহইতে যত ধন লইয়া গিয়াছিল তাহার মউজুদাদ হইল তাহাতে আর২ ধনের হিসাব কি কেবল হীরা ওজনে ৫০০ পাঁচ শত মোন ছিল। এইরূপে সোলতান শাহাবুদ্দীন গোরা সর্ব্বসুদ্ধ ৩২ বত্রিশ বৎসর বড়ই বাদশাহী করে তাহার মধ্যে ১৫। ৯ পনের বৎসর নয় মাস হিন্দুস্থানের বাদশাহী করে।

এ সোলতান শাহাবুদ্দীনের দিল্লীতে অধিকার হওয়ার পূর্ব্বে মুলতানপ্রভৃতি দেশেতে যবনাধিকার যেরূপ হইয়াছিল তাহার বিবরণ সম্প্রতি লিখি। শাহাবুদ্দীনের পর দিল্লীতে যাঁহারা বাদশাহ হইয়াছিলেন তাঁহারদের বিবরণ পশ্চাৎ লিখিব। ৩৬৭ তিন শত সাতষট্টি হিজরি শনে নাসুরুদ্দীন সুবক্তকী নামে যবন যবনস্থানে গজনেন দেশের বাদশাহ হইয়াছিল সে ৩৭১ তিন শত একহত্তরি হিজরি শনে হিন্দুস্থানে আসিয়া কএক ক্ষুদ্র দেশ অধিকার করিয়া সে দেশের দেবস্থান সকল ভাঙ্গিয়া সেই সকল স্থানে মসজিদ করিয়া গজনেনে গেল। পঞ্জাবওগয়রহ দেশের জয়পাল নামে রাজা তিলণ্ডার কিল্লাতে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিতে পাইয়া অনেক

সৈন্য সুদ্ধ গজনেনে গিয়া নাসুরুদ্দীনের সহিত অতিবড় যুদ্ধ করিলেন। এবং সে যুদ্ধে নাসুরুদ্দীন কাতর হইয়া আর কোনহ উপায় না পাইয়া আপনার দেশে এক খাল ছিল সে খালে যত গলিজ পড়ে তত বৃষ্টি বাদল বাতাস হিম হয় সেই খালে অনেক গলিজ ফেলাইতে প্রজা লোকেরদিগকে হুকুম দিল। প্রজারা সে দেশের মধ্যে যেখানে যত গলিজ ছিল সেই সকল গলিজ সেই খালে ফেলাইল তাহাতে ঝড় বৃষ্টি বাতাস হিম সে দেশে বড় হইল। এই রূপ হওয়াতে রাজা জয়পাল অতি শয় অস্ত ব্যস্ত হইয়া লোকদ্বারা ৫০ পঞ্চাশ হাতী ও আর২ কিছু ধন দিতে স্বীকার করিয়া নাসুরুদ্দীনের সহিত সলা করিয়া তাহার লোক সঙ্গে লইয়া সসৈন্য স্বদেশে আসিয়া পঁহুছিলেন। পরে রাজা জয়পাল স্বদেশে আসিয়া নাসুরুদ্দীনকে যাহা দিতে কবুল করিয়াছিলেন তাহাকে তাহা না দিয়া তাহার লোকেরদিগকে কএদ করিয়া রাখিলেন। নাসুরুদ্দীন ইহা শুনিতে পাইয়া সসৈন্য আসিয়া রাজা জয়পালের সহিত নয় শালে বড়ই যুদ্ধ করিল। রাজা জয়পাল সে যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন। নাসুরুদ্দীন অবশিষ্ট সৈন্য সকলকে ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া সে যুদ্ধহইতে ক্ষান্ত হইয়া স্বদেশে গিয়া কিছু দিনের পর মরিল। এইরূপে নাসুরুদ্দীন সুবক্তকী ২০ বিশ বৎসর যবনস্থানে গজনেন দেশের বাদশাহী করিল। অপর নাসুরুদ্দীন হিন্দুস্থানে যে সময়ে আইলেন তখন হিন্দুস্থানের রাজা সকলের পরস্পর একবাক্যতা কাহারও ছিল না এবং যে যে দেশের রাজা সে সে দেশের বাদশাহ করিয়া আপনাকেই জানিত কেহ কাহারও আয়ত্ত ছিল না এবং এমন রাজা একও ছিল না যে স্বপরাক্রমে অন্য২ রাজারদিগকে স্বাধীন করে। ইহা অনুসন্ধান করিয়া এ হিন্দুস্থানে যবনেরদের সঞ্চার হইল কেননা শত্রুসঞ্চারের ও রাষ্ট্রবিভ্রাটের প্রধান কারণ পরস্পর অনৈক্য ও স্বস্বপ্রাধান্য। এবং যখন শেকন্দর শাহ যবনস্থানে বাদশাহ হইয়াছিলেন তখন তিনি এ হিন্দুস্থানে একবার আসিয়া এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের ধার্ম্মিকতা ও পাণ্ডিত্যাদি দেখিয়া কহিলেন যে এ দেশেএরূপ হাকিমেরা আছেন এ দেশের রাজারদের পরাজয় কখনও অন্যদেশীয় রাজারদেরহইতে হইতে পারে না। ইহা কহিয়া স্বদেশে গেলেন আর কখনও এ হিন্দুস্থানে আইলেন না। সম্পতি তাদৃশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাবপ্রযুক্ত এ দেশীয় রাজারা

দৈব বলেতে হীন হইয়া যবনহইতে ক্রমেং সকলেই পরাজিত হইলেন।

তদনন্তর নাসুরুদ্দীনের ছোট বেটা আমীর এসমইল পিতার আজ্ঞানুসারে গজনেনে বাদশাহ হইল ইহাতে নাসুরুদ্দীনের বড় বেটা সোলতান মহমূদ বড় উপদ্রব করিয়া ছোট ভাইকে বেদখল করিয়া ৩৮৭ তিন শত সাতাশী হিজরি শনে আপনি গজনেনে বাদশাহ হইল। তারপর ইরান তুরান তুরকস্থান আদি অনেক দেশ অধিকার করিয়া অতিবড় প্রসিদ্ধ হইল। তারপর ৩৮৯ তিন শত উননব্বই হিজরি শনে হিন্দুস্থানে আসিয়া পেশওর দেশে রাজা জয়পালের সহিত বড় যুদ্ধ করিল সে যুদ্ধে ৫০০০ পাঁচ হাজার লোক নষ্ট হইল ও রাজা জয়পাল ১৫ পনের জন মুসাহেব সমেত কএদ হইলেন সেই কএদেতে সে ১৬ ষোল জন নষ্ট হইল। ঐ ষোলজনের গলায় ১৬ ষোল ছড়া মালা ছিল সে প্রত্যেক মালার মূল্য ১৮০০০০ এক লক্ষ আশীহাজার দীনার হইল সে ষোল মালা লইয়া তিলওার কিল্লাতে মহমূদ থাকিয়া সে দেশের দেবস্থান সকল নষ্ট করিয়া সেইং স্থানে মসজিদ দিয়া স্বদেশে গেল। দ্বিতীয় বারে মুলতানের পথ দিয়া বহেরে আইল তথাকার রাজা বিজয়পাল যুদ্ধার্থে সৈন্য অভিমুখ করিয়া দিয়া আপনি সিন্ধুনদীর পথ দিয়া পলাইতেছিল মহমূদের লোকেরা দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিল ও মহমূদের হুকুম মতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিল। এইমতে সোলতান মহমূদ সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া ২৮০ দুই শত আশী হাতী ও আরং অনেক ধন লইয়া মুলতানের পথ দিয়া যাইতেছে পথিমধ্যে আনন্দপাল নামে এক রাজার সহিত যুদ্ধের উপক্রম হওয়ামাত্রে সে ভীত হইয়া কাশ্মীরের পর্ব্বতে গিয়া লুকাইয়া থাকিল। সোলতান মহমূদ তথাতে কিছু দিন থাকিয়া মুলতান প্রদেশে সরা জারি করিয়া তথাকার ৫০০ পাঁচ শত টাকা বার্ষিক কর মোকরর করিয়া স্বদেশে গেল। তারপর তৃতীয় বারে ৩৯৯ তিন শত নিরানব্বই শনে হিন্দুস্থানে আসিয়া সহম নগরের কিল্লাহইতে ৩০ ত্রিশ হাতী ও সোণা রুপার কএক সিংহাসন ও হীরাওগয়রহ অনেক প্রকার ধন লইয়া চতুর্থ বারে মুলতান দেশ সুন্দরমতে অধিকার করিয়া গেল। পঞ্চম বারে কুরুক্ষেত্রে থানেসরনামে এক সরোবর আছে তাহাতে বড় মেলা হইয়া থাকে ও অনেক দে

শহইতে যাত্রিকেরা আসিয়া থাকে সেই সময়ে সসৈন্য তথা গিয়া দেবস্থান সকল নষ্ট করিতে উদ্যত হইতে তথাকার রাজা বুজপাল লোকদ্বারা ৫০ পঞ্চাশ হাতী দিতে স্বীকার করিয়া মহমূদকে ক্ষান্ত হইতে কহিয়া পাঠাইল। মহমূদ তাহা না শুনিয়া তথাকার দেব স্থান নষ্ট করিয়া অতিসুন্দর এক দেবপ্রতিমা তথাহইতে লইয়া গজনেনে গেল। ষষ্ঠ বারে নন্দনার কিল্লার উপরে চড়াউ করিল তথাকার কিল্লাদার বুজপাল কিল্লা আর২ কিল্লাদারেরদের জিম্মা করিয়া আপনি কাশ্মীরের পর্ব্বতে গিয়া লুকাইয়া থাকিল। মহমূদ সে কিল্লা দখল করিয়া তথা সরা জারি করিয়া অনেক ধন লইয়া গজনেনে গেল। সপ্তম বারে কনৌজে চড়াউ করাতে গোরা নামে তথাকার রাজা কিছু দিতে স্বীকার করিল। তদনন্তর বীরণে গিয়া তথাকার বীরদত্ত নামে কিল্লাদারকে ভগোড়া করিয়া তথাহইতে দেড় লক্ষ টাকা ও কএক হাতী লইয়া ক্ষান্ত হইয়া যমুনার তীর দিয়া মহাবলের কিল্লাতে পঁহুছিল। তখন কুলচন্দ্র নামে তথাকার রাজা ছিল তাহাকে নষ্ট করিয়া সে কিল্লা ফতে করিয়া মথুরা শহর লুঠ ও দগ্ধ করিয়া তথাহইতে অনেক স্বর্ণের এক দেব প্রতিমা ও ৩৫০ তিন শত পঞ্চাশ হাতী আর২ অনেকপ্রকার ধন ও সে দেশের অনেক লোককে গোলাম করিয়া লইয়া যাইতেছে পথিমধ্যে রাজার প্রধান হস্তী তাহার সৈন্যের মধ্যে গিয়া অকস্মাৎ প্রবিষ্ট হইল সে হস্তির খোদাদাদ নাম দিয়া স্বদেশে লইয়া গেল। অষ্টম বারে কনৌজের রাজা গোরা তাহাকে পেশকোশ দিয়াছিল এইপ্রযুক্ত কালিঞ্জরের রাজা নন্দা ঐ গোরাকে যুদ্ধে নষ্ট করিল। ইহা শুনিতে পাইয়া নন্দা রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে পথে যমুনার তীরে রাজা জয়পালের সহিত বড় যুদ্ধ হইল সে যুদ্ধে রাজা জয়পাল ভঙ্গ দিয়া গেলে পর তথা এক বড় শহর ছিল সে শহর লুঠ করিয়া কএক দেবস্থান নষ্ট করিয়া নন্দা রাজার দেশে গিয়া পঁহুছিল। তখন রাজা নন্দার কাছে ৩৬০০০ ছত্রিশ হাজার সওয়ার ও ৪৫০০০ পঁয়তাল্লিশ হাজার পেয়াদা ও ৬৪০ ছয় শত চল্লিশ হাতী ছিল। নন্দা রাজার এইরূপে সৈন্য দেখিয়া বাদশাহ কিছু ভীত হইয়া সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের প্রার্থনা করিল। তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছামতে সেই রাত্রিতে নন্দা রাজার মনে এমন ভয় উপস্থিত হইল যে এত সৈন্য ত্যাগ করিয়া কএক জন মুসাহেব সঙ্গে

লইয়া আপন সৈন্যহইতে পলাইল। প্রাতঃকালে রাজাকে দেখিতে না পাইয়া সৈন্যমধ্যে বড়ই কোলাহল হইল ইহাতে মহমুদ বাদশাহ লস্কর সকলকে খাতির্দারী করিয়া ৫৮০ পাঁচ শত আশী হাতী ও আর কিছু ধন লইয়া স্বদেশে গেল। নবম বারে কাশ্মীরে আসিয়া কোটের কিল্লাতে ঘেরিল সে কিল্লা বড় কঠিন সে কিল্লা ফতে করিতে না পারিয়া লাহোরে গিয়া লাহোর লুঠ করিয়া স্বদেশে গেল। পুনরায় দশম বারে নন্দার রাজ্যে চড়াউ করিয়া গোয়ালিয়র গড় ঘেরাও করিল সে গড় বড় দৃঢ়তর অতএব তাহা ফতে করিতে না পারিয়া কিল্লাদারেরদের সহিত সলা করিয়া ৩৫ পঁয়ত্রিশ হাতী লইয়া নন্দা রাজার রহিবার স্থান কালিঞ্জরের কিল্লার উপর চড়াউ করিল। সে কিল্লা ফতে করিতে না পারিয়া অনেক দিনপর্য্যন্ত ঘেরিয়া থাকিল। তাহাতে তথাকার রাজা আজিজ হইয়া ৩০ ত্রিশ হাতী মহমুদ বাদশাহকে দিলেন। বাদশাহের তুরুক শওয়ারেরা সেই হাতির উপর সওয়ার হইয়া সেই হাতি সকল যে পথে গড়হইতে বাহির হইয়াছিল সেই পথে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বড় উপদ্রব করিতে লাগিল। তাহাতে রাজা এক পত্র বাদশাহকে লিখিলেন। বাদশাহ দোভাষির জুবানিতে সে পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া বড় তুষ্ট হইয়া রাজার সহিত মেল করিল। রাজা অনেক জওয়াহের বাদশাহকে দিলেন বাদশাহ স্বদেশে গেল। একাদশ বারে সোমনাথ শহরে আসিয়া পঁহুছিল। সে শহরে সোমনাথ নামে অতিবড় এক দেবপ্রতিমা ছিলেন সে প্রতিমা পূর্ব্বে মক্কাতে ছিলেন যবনেরা যে অবধি মনুষ্যসৃষ্টি বলে তদবধি চারি হাজার বৎসর যখন গত হইয়াছিল তখন হিন্দুস্থানের এক রাজা মক্কাহইতে সে প্রতিমা উঠাইয়া আনিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সে শহরের নাম সোমনাথ। মহমূদ তথা আইলে পর তথাকার লোক সকল একত্র হইয়া বাদশাহের সঙ্গে অতিবড় যুদ্ধ করিল সে যুদ্ধে অনেক লোক মারা গেল। বাদশাহের লোকেরা অনেক দেবস্থান নষ্ট করিল ও সোমনাথের প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিল সে প্রতিমার এক খণ্ড লইয়া গজনেনে মস্জিদের পইঠাতে গাঁথিয়া রাখিল। মহমূদ সোমনাথ শহরে এইরূপ উপদ্রব করিয়া স্বদেশে যাইতেছে পথে সিন্ধু নদী তীরে প্রেমদেব নামে এক রাজা বাদ্শাহের লস্করের মধ্যে সসৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া বড়

যুদ্ধ করিলেন তাহাতে বাদ্‌শাহের সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কে কো থায় পলাইল বাদ্‌শাহও মুলতান্‌ দিয়া রেগস্থানের পথে পলাইল। পরে দ্বাদশ বারে প্রেমদেব রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ৪০০০ চারি হাজার নৌকাতে সৈন্য লইয়া সিন্ধু নদী দিয়া প্রেমদেব রাজার দেশে উপস্থিত হইল। রাজা প্রেমদেবও সসৈন্যে যুদ্ধার্থে উপ স্থিত হইলেন বাদশাহের সহিত রাজার বড়যুদ্ধ হইল বাদশাহ্‌ ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রাণ লইয়া গেল স্বদেশে গিয়া স্ত্রৈণ লোকেরা যেমন স্ত্রীতে আসক্ত হয় তেমনি সোলতান মহমূদ অয়াজ নামে এক গো লামেতে আসক্ত হইয়া থাকিল কিছু দিনের পর দমা ও জ্বরে পী ড়িত হইয়া আসন্ন মৃত্যুকাল বুঝিতে পারিয়া আপনার খানসামার দিগকে বলিল আমার যত ধন আছে তাহা আমার নিকটে আন আমি দেখিব খানসামারা হুকুম মতে সকল আনিয়া হুজুরে রাখি লে পরে কাহাকেও কিছু দিতে বলিতে পারিল না ধন দেখিয়া অফসোস করিতেং মরিয়া গেল। তারপর তার পুত্র অমীর মস্‌ ঊদ বাদশাহ্‌ হইল সে হিন্দুস্থানে কখনও আইসে নাই গজনেনেই মরিল। তারপর তাহার পুত্র অবসইদ্‌ বাদশাহ্‌ হইয়া দুইবার হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল কিন্তু আর কিছু করিতে পারে নাই কেবল কএক দেবস্থান নষ্ট করিয়াছিল। তারপর তার ছোট ভাই বহ রামশাহ্‌ বাদশাহ্‌ হইয়া বড় ভাই যেং স্থানের দেবস্থান নষ্ট ক রিয়াছিল সে সকল স্থান সামান্য ভাবে অধিকার করিত বিশেষ রূপে ঈরান্‌ তুরান প্রভৃতি দেশেতেই তৎপর থাকিত। তৎপর তৎপুত্র খোসরো বাদশাহ্‌ হইল। আলাউদ্দীন নামে আর এক গোরী যবন ঐ খোসরোর সহিত সমর করিয়া তাহাকে গজনেনহ ইতে দূর করিয়া দিয়া আপনি গজনেনে বাদশাহ্‌ হইল। খোসরো হিন্দুস্থানে আসিয়া লাহোর ও পঞ্জাব দেশ দখল করিয়া থাকিল। তারপর তাহার পুত্র খোসরো মলক্‌বাদশাহ্‌ হইল ঐ আলাউ দ্দীনের দুই পুত্রের মধ্যে শাহাবুদ্দীন্‌ নামে কনিষ্ঠ পুত্র আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গয়াসুদ্দীনের তরফহইতে গজনেনে থাকিত ঐ শাহাবু দ্দীন্‌ লাহোরে আসিয়া ঐ খোস্‌রো মলক্‌কে নষ্ট করিয়া লাহোর ও পঞ্জাব দেশ দখল করিয়াছিল তৎপশ্চাৎ পৃথু রাজাকেও নষ্ট করিয়া দিল্লীর সিংহাসনাধিকার করিল সে আপনি গজনেনে থা কিত এথা কোতবুদ্দীন তাহার হইয়া থাকিত। শাহাবুদ্দীন্‌ মরিলে

পর ঐ কোতবুদ্দীন দিল্লীতে বাদশাহ্ হইল। তাহার বিবরণ সোল তান কোতবুদ্দীন শাহাবুদ্দীনের পর দিল্লীর তক্তে বসিয়া ৪ চারি বৎসর বাদশাহী করিয়া হিন্দুস্থানের আর২ রাজারদেরহইতে সশঙ্ক হইয়া লাহোরে গিয়া থাকিল। তথাতে থাকিয়া ষোল বৎসর বাদ শাহী করিয়া লাহোরের ময়দানে চৌগান খেলা করিতে ঘোড়াহ ইতে পড়িয়া মরিল। এ সর্ব্ব সুদ্ধ হিন্দুস্থানে ২০ কুড়ি বৎসর বাদ শাহী করে ইহার ঔরস পুত্র ছিল না ঐ কোতবুদ্দীন জীবদ্দশাতে আ রামশাহকে পুত্র বলিয়া ডাকিত এইপ্রযুক্ত তাহার মন্ত্রিবর্গেরা ঐ আরামশাহকে বাদ্শাহ করিল। পরে অমির অলিইস্মাইল দিল্লীর হাকিম ছিল সে এই সময়ে আর২ উমরারদের একবাক্য তাতে মদাউনের হাকিম মলক্ ইলতমস্কে আনাইল সে সকলের পরামর্শেতে তক্তে বসিয়া দিল্লীর কিল্লা অধিকার করিল। আরাম্ শাহ্ লাহোরে থাকিয়া এই সকল বিষয় শুনিতে পাইয়া লাহো রহইতে আসিয়া দিল্লীর উপর চড়াউ করিয়া দিল্লীশহরের পার সরে অত্যল্প যুদ্ধেতেই ভঙ্গ দিয়া পলাইল। এই আরামশাহ্ সর্ব্ব সুদ্ধ ১ এক বৎসর বাদ্শাহীকরে।

তদনন্তর কোতবুদ্দীনের জামাতা ঐ মলক ইলতমস্ দিল্লীর তক্তে নিষ্কণ্টকরূপে বসিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিল। ইহার বিবরণ সোলতান কোতবুদ্দীন ইহাকে কিনিয়া পুত্ররূপে স্বীকার করিয়া আ পন কন্যার সহিত ইহার বিবাহ দিয়া গোয়ালিয়রের কিল্লা সর্ব্ব সুদ্ধ ইহাকে দিয়াছিল। তাহারপর বদাওন্ দেশের অধিকার দিয়া অমীরল উমরাই পদে স্থাপিত করিয়া ইহার সৌজন্যে সন্তুষ্ট হইয়া দাসত্বহইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল কোতবুদ্দীনের জামাতা এই মলক্ ইতলমস অলিইস্মাইলের সাহায্যেতে দিল্লীতে বাদ্শাহ্ হইয়া কিছু দিন পরে মলুয়া দেশের উপর চড়াউ করিয়া সে দেশ অধিকার করিল এবং অউচ ও মুলতান দেশ নাসুরুদ্দীনহইতে ছা ড়াইয়া লইল ও শহর ও লখনোতী ও কিল্লারণথওর ও কওড় ও তন্দাওর এই সকল দেশ অধিকার করিল ৬০০ ছয় শত বৎস রের বড় শক্ত মহাকালের এক মন্দির ছিল তাহার নেও খুদাইয়া ফেলাইল ও রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রকাশিত অনেক দেবপ্রতিমা ও আর২ অনেক দেবপ্রতিমা আনাইয়া দিল্লীর মসজিদের নীচেতে পুঁ তিয়া ফেলাইয়া কএক দিনের পর আপনিও কবরে মৃত্তিকার

নীচেতে থাকিল। এইরূপে সমসুদ্দীন মলকইলতমস সর্ব্বসুদ্ধ ২৮।১ আটাইশ বৎসর এক মাস বাদশাহী করে। সমসুদ্দীন মরিলে পর তাহার পুত্র সোলতান রুকনুদ্দীন ফীরোজশাহ্ তক্তে বসিল। সে বড় নির্ব্বুদ্ধি ছিল সদা মদিরাপানে মত্ত থাকিত আর বেশ্যাদির স হিত এবং ছোট লোকেরদের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ রাখিত। তাহা র মাতা বিবী তুরুকান খাতুন আপনার পুত্রের অসাবধানতা ও অ যোগ্যতা দেখিয়া রাজব্যাপার আপনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্ত্রী স্বভাবপ্রযুক্ত সোলতান সমসুদ্দীনের কথা না মানিয়া কোতবুদ্দীন না মে সোলতান সমসুদ্দীনের বড় পুত্রকে প্রাণে মারিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা বাদশাহের অযোগ্যতা দেখিয়া আর তাহার মাতার প্রগল্ভতা দে খিয়া পরস্পর পরামর্শ করিয়া ঐ বিবী তুরুকান খাতুনকে মানিল না। সোলতান সমসুদ্দীনের কন্যা বিবী রজিয়াকে তক্তে বসাইল ও সিক্কা ও খোতবা তাহার নামে জারি করিল। এবং বিবী তুরু কান খাতুনকে কএদ করিয়া রাখিল এই জন্যে বিবী তুরুকান খাতু নের পুত্র ফীরোজশাহ সোলতান রুকনুদ্দীন দিল্লীহইতে পলাইয়া ল খনোতিতে পহুঁছিবামাত্রে পিছেহইতে বিবী রজিয়ার সৈন্য গিয়া ফীরোজশাহকে ধরিয়া আনিয়া কএদ করিল ফীরোজশাহ্ কএদেই মরিল। ফীরোজশাহ্ ২ দুই বৎসর ছয় মাসহইতে কিছু দিন অ ধিক বাদশাহী করিল। সোলতান সমসুদ্দীনের কন্যা বিবী রজিয়া দিল্লীর তক্তে তখন সুস্থিররূপে বসিয়া সিক্কা ও খোতবা আপন না মে জারী করিয়া রাজ্যের শাসন ও ন্যায়েতে প্রজাপালন করিতে লা গিলেন। আর বিবী রজিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া পুরুষের বেশভূষা ধারণ করিয়া সমস্ত সৈন্য সামন্ত লইয়া তক্তে বসিতেন। এ ইরূপ ব্যবহারে রাজ কর্ম্মে উপযুক্তা এবং সর্ব্ব প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন বহরাম শাহের ভগিনীপতি এবং তাঁহার মোশাহেব ম লক এক্তিয়ারুদ্দীনের সহিত নিকা পড়িয়া তাঁহাকে স্বামিভাবে স্বী কার করিলেন। ঐ এক্তিয়ারুদ্দীন বহরামশাহের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যেই থাকিতেন। তাহার স্ত্রী বিবী র জিয়া মন্ত্রিবর্গেরদের সহিত তক্তে প্রকাশরূপে বসিয়া বাদশাহী ক রিতেন। বহরামশাহ্ দিল্লীর উপর চঢ়াউ করিলেন পর বিবী রজি য়া আপন স্বামি মলক এক্তিয়ারুদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিয়া ঐ যুদ্ধে মরিলেন। এইরূপে বিবী রজীয়া ৩।৬।৬ তিন বৎসর ছয়

মাস ছয় দিন বাদশাহী করিলেন। তাহারপর সোলতান মইজু দ্দীন বহরামশাহ সমসুদ্দীনের পুত্র দিল্লীর তক্তে বসিয়া নিজামু ল্মুল্ক ও মহজরুদ্দীনের একতাতে বাদশাহী করিতে লাগিলেন। ত দনন্তর মহজরুদ্দীন উজীরকে ও বাদশাহের বিপক্ষ ওমরারদিগকে স্বায়ত্ত করিয়া কাহাকে নষ্ট করিলেন ও কাহাকে দেশান্তর করিয়া দিলেন। পরে মোগল চঙ্গেজির সৈন্য লাহোরে আসিয়া ঘেরিল লাহোরের হাকিম মলক ফিদাই লাহোর ত্যাগ করিয়া পলাইল। বহরামশাহের মন্ত্রীরদের মধ্যে নিজামুল্মুল্ক নামে এক মন্ত্রী অন্তঃ করণের সহিত বাদশাহের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিত। ঐ মন্ত্রির এক তাতে মোগল চঙ্গেজির সৈন্য শহর ঘেরিয়া বহরামশাহকে কএদ করিল। কএক দিনের পর বহরামশাহ ঐ কয়েদেই মারা গেল বহ রামশাহ সর্ব্বসুদ্ধ ২। ১। ১১ দুই বৎসর এক মাস এগারদিন বাদ শাহী করে। সোলতান রুকনুদ্দীন ফীরোজশাহের পুত্র সোলতান আলাউদ্দীন মসউদশাহ সমসুদ্দীন ইলতমসের সন্তান সোলতান না সুরুদ্দীন জলালুদ্দীনেরর একতাতে বাদশাহী করিতে লাগিলেন। কএ ক দিনের পর রাজ্যের শাসন করিয়া ও আর২ শত্রুরদিগকে পরাজয় করিয়া গরিব লোকেরদের ধন নিতে ও তাহারদিগকে প্রাণে মারি তে উদ্যত হইলেন এ কারণ মন্ত্রিবর্গেরা বাদশাহকে না মানিয়া মল ক নাসুরুদ্দীনকে বহরাঁচহইতে আনাইল। তিনি দিল্লীতে আসিয়া সো লতান আলাউদ্দীন মসউদকে কএদ করিয়া আপনি বাদশাহ হই লেন। আলাউদ্দীন মসউদশাহ সেই কএদেই মরিলেন তাহার বাদশাহী। ৪। ১ চারি বৎসর এক মাস। তাহারপর সোলতান নাসুরুদ্দীন মহম্মদশাহ তক্তে বসিয়া ন্যায়মতে রাজ্যের বিচার ক রিতে লাগিলেন। ইনি বড় শিষ্ট ছিলেন আপনার উজীর গয়াসু দ্দীন উলকখানীকে সমুদায় রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া রাজনীতি উপদেশ করিলেন আপনি ঈশ্বরারাধনাতেই থাকিতেন। ঈশ্বরা রাধনা করিতে২ সিদ্ধ হইলেন ও আর২ অনেক দেশ শাসন করি লেন তাহারপর রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন। সকল মুসলমানেরা তাঁহার কবর পূজা করিতে লাগিল ইহার বাদশাহী সর্ব্ব সুদ্ধ ১৯। ৩। ৭ উনিশ বৎসর তিন মাস সাতদিন ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। তা হারপর গয়াসুদ্দীন ইমলন খোরদ তক্তে বসিলেন ইহার উমকখানী খেতাব ছিল সমসুদ্দীনের চল্লিশ জন ভৃত্যের মধ্যে ইনি এক ভৃত্য

ছিলেন ইনি পূর্ব্বে উজীর ছিলেন আরং ভৃত্যেরাও ওমরাইপদ পাইয়াছিল ইহার ওজারতের সময় প্রায় সকলে আয়ত্ত ছিল অত এব তক্তে বসিলে পর বাদশাহীর অতিবড় শোভা হইল। ইনি নীচের সঙ্গে আলাপ করিতেন না বাজারি লোকেরদে প্রধান ফকর নামে এক জন বড় ধনবান ছিল সে মন্ত্রিবর্গেরদের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল যে বাদশাহ যদি আমার সহিত ক্ষণমাত্র কথোপকথন করেন তবে আমার যত ধন আছে সকলি বাদশাহকে দিই। মন্ত্রিরা ফকরের এই কথা বাদশাহের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। বাদশাহ শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন যে এতাদৃশ কর্ম্ম করাতে রাজার লুব্ধত্ব প্রকাশ হয় লুব্ধত্ব প্রকাশ হইলে রাজার প্রতাপের হানি হয় অতএব এ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। এ বাদশাহ বড় প্রজাপালক ছিলেন ইনি এক দেশের অধিকারে এক ওমরাকে স্থাপন করিয়াছিলেন সে ওমরা সে দেশের অধিকার পাইয়া তদ্দেশস্থ প্রজা লোকেরদের অন্যায্য পীড়া করিয়া ছিল এইপ্রযুক্ত তদ্দেশীয় প্রজা লোকেরা বাদশাহের সাক্ষাৎ আসিয়া তাহার দৌরাত্ম্যের বিবরণ নিবেদন করিল। তাহাতে বাদশাহ বিচার করিয়া সে ওমরার দোষপ্রতিপন্ন করিয়া ঐ ওমরাকে প্রজা লোকেরদিগকে সমর্পণ করিয়া দিলেন ইহাতে সে ওমরা নানাপ্রকার উপায়ে প্রজা লোকেরদের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লজ্জাতে সকল ত্যাগ করিয়া ফকিরী করিল। এ বাদশাহ প্রজার দিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন এবং দুষ্ট লোকেরদের শাসন নানা প্রকার উপায়ে করিতেন ও অনেক কিল্লা ফতে ও আবাদ করিয়াছিলেন ও অনেক দেশও দখল করিয়াছিলেন ও নৃত্য দেখাতে ও গীত শুনাতে রাজ কর্ম্মের হানি হয় এইপ্রযুক্ত নর্ত্তক ও গায়ক লোকেরদিগকে শহরের বাহির করিয়া দিলেন এবং মদিরাস্থান উঠাইয়া দিলেন। এই বাদশাহ রাজধর্ম্মে বড় তৎপর ছিলেন ও সাবধান ছিলেন ও পণ্ডিত ও কবিরদের সহিত বড় প্রীতি ব্যবহার করিতেন। অমীর খোসরোদেহলী ও অমীর হসন দেহলী এই দুই জন বাদশাহের সভাতে ছিলেন। ইহার বাদশাহীর সময়ে শেখ সাদি শীরাজে থাকিতেন বাদশাহ তাঁহাকে আনাইতে অনেক ধন পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আসিতে পারিলেন না পরে বাদশাহ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলতান মহম্মদকে পুরস্কার করিয়া মুলতানের রাজত্ব দিয়াছিলেন। তিনি দরিয়াসোর পর্য্যন্ত অধিকার

করিলেন শেষে মোগলেরদের যুদ্ধে মারা গেলেন। পরে বাদশাহ পুত্র শোকেতে শোকার্ত্ত হইয়া রোগগ্রস্ত হইলেন তাহাতেই মরিলেন ইনি সর্ব্ব সমেত ২০। ৩ কুড়ি বৎসর তিন মাস বাদশাহী করেন। তারপর ঐ বাদশাহের পৌত্র সোলতান মইজুদ্দীন কয়কোবাদ তের বৎসর বয়সের সময়ে বাদশাহ হইলেন। যেং ওমরারা যেং পদে পূর্ব্বে ছিলেন তাহারদিগকে সেইং পদে রাখিলেন। ছয় মাসের পর দিল্লীহইতে গিয়া যমুনার তীরে কয়মুরি নামে এক স্থানে শহর পত্তন করিয়া ও কিল্লা করিয়া থাকিলেন ও মলক নিজামুদ্দীনকে উজীর করিলেন। এই সময়ে লাহোর ও মুলতানেতে মোগলেরা বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে ঐ উজীর সোলতান বারককে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার সওয়ার সমেত মোগলেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া কাহাকে কাটাইল কাহাকে কএদ করিল এবং বাদশাহকে সর্ব্বদা দ্যূতক্রীড়াতে ও মদ্যপানেতে ও কসবীবাজিতে ও তামাসা দেখাতে আসক্ত দেখিয়া আপনি ক্রমেং দেশ সকল আয়ত্ত করিতে লাগিল। এইরূপে আপনি বাদশাহহইতে অধ্যবসায় করিয়া বাদশাহের অন্তরঙ্গ ও হিতৈষি ওমরারদিগকে কৌশলক্রমে স্থানান্তর করাইয়া প্রায় সকলকে কএদ করাইল।

এই সময়ে ঐ বাদশাহের পিতা নাসুরুদ্দীন বাঙ্গলা দেশের বাদশাহ ছিলেন তিনি পুত্রের বাদশাহীর এইরূপ বিশৃঙ্খলতা শুনিতে পাইয়া পত্রদ্বারা পুত্রকে অনেক প্রকার নীতি উপদেশ করিয়া ও মন্দ কর্ম্ম সকল করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। পুত্র পিতার উপদেশ না মানিয়া আপন স্বাভাবিক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বাঙ্গলার বাদশাহ পুত্রহইতে নিরুপায় হইয়া আপনি পুত্রের নিকট প্রস্থান করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ পিতার আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আপনিও প্রস্থান করিলেন অযোধ্যাতে পিতা পুত্রের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। পিতা পুত্রকে বাদশাহী উপদেশ ও নিষেধ করিয়া উজীরের যেং তাৎপর্য্য তাহা সকল কহিয়া পুত্রকে স্বস্থানে বিদায় করিয়া আপনি বাঙ্গালাতে আইলেন। বাদশাহ পিতার উপদেশে উজীরকে প্রাণে মারিয়া আরং কর্ম্ম সকল পূর্ব্ববৎ করিতে লাগিলেন। উজীরও নিমকহরামির ফল পাইলেন কিন্তু দেশে বড়ই উপদ্রব হইল। বাদশাহ সর্ব্বদা অনেক সুরাপান করাতে ধনু

ষ্টঙ্কার রোগগ্রস্ত হইলেন। এই সময়ে শায়স্ত্যা খাঁ নামে এক জন প্রীতি ব্যবহার চ্ছলে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া বাদশাহকে মারিল। ইহার বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধ ৩। ৩ তিন বৎসর তিন মাস। তাহারপর ঐ শায়স্ত্যা খাঁ ও মলক জহজু এই দুই জন একবাক্য হইয়া ঐ বাদ শাহের পুত্র সোলতান শমসুদ্দীনকে নামমাত্রে বাদশাহী তক্তে ব সাইয়া আপনারা বাদশাহী করিতে লাগিল। শায়স্ত্যা খাঁর খুড়া মলক হোসেন বাদশাহের বড় হিতৈষী ছিলেন তিনি বাদশাহের র ক্ষার্থে মলক জহজুকে আপন প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া উপক্রত দেশ সকলের শাসন করিতে আপনি গেলেন। পরে মলক জহজু ও আর২ দেশ সকলের বড় উপদ্রব শুনিয়া সে সকল দেশের শাসনা র্থে গেলেন। এই অবসরে শায়স্ত্যা খাঁ কএক দিবস বাদশাহের পুত্রকে লইয়া আপনি তক্তে বসিয়া বাদশাহী করিতে ছিল পরে দুই মাসের পর ঐ বদশাহের পুত্রকে কিল্লা কয়লোঘরিতে আনাই য়া তথা কএদ করাইয়া কএক দিবসের পর নষ্ট করাইল। এই রূপে গোরেরদের বাদশাহী ১১৮। ৪ এক শত আটার বৎসর চারি মাসপর্য্যন্ত ছিল তাহারপর গেল।

পূর্ব্বে শায়স্ত্যা খাঁ নামে প্রসিদ্ধ ছিল যে মলক ফীরোজ তিনি বাদশাহ হইয়া জলালুদ্দীন নামে খ্যাত হইয়া মলক জহজুর এক তাতে তক্তে বসিলেন। এ তগজস্ খুনজীর পুত্র ছিলেন ঐ মলক ফীরোজ আপনার ভ্রাতারদিগকে ও পুত্র পৌত্রেরদিগকে খে তাব দিয়া প্রত্যেকে২ জায়গীর দিলেন। আর যমুনার তীরেতে এক বাগান করিলেন এবং এক নতন শহর বসাইলেন। মলক জ হজু গজাতে থাকিতেন তিনি সেখানে অববাসি ওমরারদের সহিত একতা করিয়া শায়স্ত্যা খাঁকে মানিলেন না অতএব তিনি অরকলী খাঁকে জহজু খাঁর ও অববাসি ওমরারদের দণ্ডের কারণ পাঠাই লেন। সেই অরকলী খাঁ তাঁহারদিগকে অমরদহ মোকামে ধরিয়া দিল্লী পাঠাইল। বাদশাহ তাহারদের দোষ ক্ষমা করিয়া প্রত্যে কে২ পুরস্কার করিয়া আপন সভাতে রাখিলেন এবং মলক জহ জুকে মুলতানে পাঠাইলেন। তাহার দ্বিতীয় বৎসর কালে খাঁকে দিল্লীতে রাখিয়া বাদশাহ মদাওর দেশে গেলেন। সেখানে অব বাসি ওমরারদিগকে প্রত্যেকে২ জায়গীর দিয়া অন্য২ দেশে পাঠা ইলেন মদাওরের কিল্লা ও রণথোরের কিল্লা আপনি জয় করিলেন।

তদনন্তর চঙ্গেজিখানি মোগলের সৈন্য বাদশাহের উপর চঢ়াউ ক রিল তাহারদের সঙ্গে বড় যুদ্ধের পর উভয়তঃ সলা হইল। আলা উদ্দীন বাদশাহের জামাতা আপনার স্ত্রী হইতে ও শাশুড়ীহইতে মনের সহিত বিরক্ত হইয়া বাদশাহের সম্মতিতে বাদশাহের অধি কার ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গেলেন। তথাতে থাকিয়া সৈন্যের ও ধনের জমা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাদশাহ আ পন সারল্যপ্রযুক্ত জামাতার এরূপ যাত্রাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মন্ত্রিরদের পরামর্শের বহির্ভূত হইয়া দিল্লী প্রস্থান করিলেন। প থিমধ্যে বাদশাহের জামাতা আলাউদ্দীন আপন শ্বশুর জলালুদ্দী নকে কপট প্রীতি ব্যবহারে গদাতে মারিয়া ফেলিয়া আপনি দিল্লী তে আসিয়া তক্তে বসিলেন। এইরূপে জলালুদ্দীনের বাদশাহী ৭। ১। ২০ সাত বৎসর এক মাস কুড়ি দিন।

তারপর আলাউদ্দীন আপন ভ্রাতা ইলমাস্‌বেগের একতাতে বা দশাহী করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত ধনাদি দানে মন্ত্রিপ্রভৃতির সম্মান করিলেন। শ্বশুরের সন্তান ও পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গকে লা হোরহইতে আনাইয়া ক্রমে২ প্রায় সকলকে মারিয়া ফেলিলেন পরে নসরৎ খাঁকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। পরে মোগলের সৈ ন্যেরা দুই বাদশাহজাদাকে ও আর২ ওমরারদিগকে সঙ্গে লইয়া চঢ়াউ করিলে পর বাদশাহের ফৌজেরা তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে পরাজয় করিল ও অনেক সামগ্রী পাইল আ লাউদ্দীনের আজ্ঞানুসারে দুই বাদশাহজাদার শিরশ্ছেদন করিয়া মদাওরের কিল্লার দ্বারে টাঁগাইয়া দিল। পরে কর্ণরায় নামে গু জরাটের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিলেন ও তাহার অনেক ধন ও পরিজনেরদিগকে আনিয়া আপন করিয়া রাখিলেন। পরে মদিরাপানে অজ্ঞান হইয়া কাজিকে মারিয়া ফেলিলেন পশ্চাৎ জ্ঞান হইলে পর দিব্য করিয়া মদিরাপান ত্যাগ করিলেন ও দেশহইতে মদের দোকান সকল উঠাইয়া দিলেন তদ বধি আপনি ধর্ম্ম পথে অভিনিবেশ করিলেন। পরে গড়চিতোর ফতেহ করিয়া তাহার নাম খিজারাবাদ রাখিলেন। পরে পুত্রের দেরহইতে সশঙ্ক হইয়া দুই পুত্রকে কএদ করিয়া দিলেন। পশ্চাৎ কনিষ্ঠ পুত্রকে খালাস করিয়া বাদশাহ করিলেন আপনি জ্বরেতে পীড়িত হইয়া মরিলেন। ইহার বাদশাহী ২৩। ৩ তেইশ বৎসর

তিন মাস। আলাউদ্দীনের তেসনাই কনিষ্ঠ পুত্র শাহাবুদ্দীন বাদ শাহ্ হইয়া মলক এখতিয়ারুদ্দীনকে কোনহ্ উপলক্ষে গড় গওয়ালিয়রে পাঠাইয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও মাতার ও শাদি খাঁর ও খেজর খাঁর চক্ষু ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তাহা করিতে পারিলেন না। ইহাতে অন্নাই বংশের মধ্যে প্রধান মুশির ও হশির এই দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শাহাবুদ্দীনকে মারিয়া ফেলিয়া আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কোতবুদ্দীনকে কএদহইতে খালাস করিয়া বাদশাহ করিল। এইরূপে শাহাবুদ্দীনের বাদশাহী ৩ তিন মাস। কোতবুদ্দীন এই মতে বাদশাহ হইয়া কএদি লোক সকলকে খালাস করিয়া নিলেন শাদি খাঁ ও খেজর খাঁকে মরিয়া ফেলিলেন। রায়কর্ণের স্ত্রী দেওলরাণীকে আনিয়া ইহার পিতা তাহাতে আসক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র এই বাদশাহ এনি ঐ দওলরাণীকে বেগম করিলেন। মালুয়া দেশের কএদী লোকেরদের মধ্যে হসন নামে এক জন কএদ ছিল সে অতিবড় সুন্দর ছিল তাহাকে খালাস করিয়া খোসরো খাঁ খেতাব দিয়া আপন নিকটে রাখিলেন আপনি সর্ব্বদা নৃত্য গীত মদ্যপান স্ত্রী সঙ্গে আসক্ত থাকিতেন ও স্ত্রীর বেশ ভূষণ ধারণ করিয়া পুরুষহইতে স্ত্রীর যে সুখ সে সুখেরও অনুভব করিতেন ঐ খোসরো খাঁ বাদশাহের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া স্বদেশহইতে অনেক লোক আনাইয়া সকল চৌকীতে চাকর রাখাইয়া দিল। পরে এক দিবস বাদশাহের কাছে খোসরো খাঁ বসিয়া আছে ইত্যবসরে কিল্লার দ্বারে বড় উপদ্রব হইল। বাদশাহ্ খোসরো খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি। খোসরো খাঁ কহিল বুঝি আস্তবলের ঘোড়া সকল ছুটিয়াছে। বাদশাহ এই কথা শুনিয়া দেখিতে বাহির হইলেন। এই সময়ে খোসরো খাঁ বাদশাহকে এক বর্ষা মারিল তাহাতে বাদশাহ্ আতিকাতর হইয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হন এই সময়ে খোসরো খাঁ বাদশাহকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলিল। ইনি এইংতে ৪। ৪ চারি বৎসর চারি মাস বাদশাহী করেন। জলালুদ্দীন অবধি এই চারি জন খালিজ খাঁর সন্তান ছিলেন অতএব ইহারদিগকে সকল লোক খোলজি করিয়া বলিত।

তাহারপর খোসরো খাঁ আপন বিরাদারির ইতফাকে বাদশাহী করিতে লাগিলেন কথক ওমরারা বাদশাহকে মানিলেন ইনি দ

ক্ষিণ দেশীয় ছিলেন হিন্দুরদের মতে ইহার পক্ষপাত ছিল। দিল্লী শহরের মধ্যে দেবপূজার প্রচার এমন করিলেন যে যবনেরদিগকে মসজিদ কসল অতিশয় প্রায়সে রাখিতে হইল অনেক ওমরারদের ধন ও আর২ অনেক সামগ্রী লইয়া বিতরণ করিলেন বাদশাহী ভাণ্ডারে যত ধন জমা ছিল প্রায় সে ধন সকল বিতরণ করিলেন তথাপি ইহার নিমকহারামীপ্রযুক্ত ইহাকে কেহ ধার্ম্মিক করিয়া কহিল না কিন্তু সে কালে হিন্দুদের মতের বড়ই প্রাগল্ভ্য হইল যবনেরদের মত প্রায় শেষ হইল ইনি যবনেরদের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য করিলেন যে তাহাতে যবনেরা সঞ্চারের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইল। এবং অন্য২ দেশের ওমরারদিগকে আনাইয়া জায়গীর দিয়া তাহারদের সম্মান করিলেন। কিন্তু স্বমত পক্ষপাতি যবনেরা তাহা স্বীকার করিল না। মুলতানদিগরের হাকিম গজিলকলম হিন্দুস্থানে মহম্মদমতের প্রায় শেষ হওয়াতে ও আপন খামিদের ঘরের বিনাশ হওয়াতে অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া আর২ যবনেরদিগকে আনাইয়া সকলে একত্র হইয়া দিল্লীর উপর চড়াউ করিল। ও বাদশাহের চাকর মলক ফখরুদ্দীন গজিল মলকের সহিত গিয়া মিলিল। প্রথম লড়াইতে খোসরো খাঁ পলাইল পরে গজিলমলক তক্তে বসিয়া খোসরো খাঁকে ধরিয়া আনাইয়া মারিয়া ফেলিল এই খোসরো খাঁ বাদশাহ হইলে পর তাহাকে সকলে নাসরুদ্দীন করিয়া কহিত ইহার বাদশাহী ৪ চারি মাস।

তাহারপর এইরূপে গজিলমলক তক্তে বসিলে তাহার নাম গয়াসুদ্দীন তোগলকশাহ হইল। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের সকল বিষয়ের এমত শৃঙ্খলা করিলেন যে তাহা অনেক বৎসরে অন্যের অসাধ্য এবং খেতাব ও জায়গীর ও মরাতব উপযুক্ত মত ওমরারদিগকে দিলেন। নূতন এক শহর ও কিল্লা করিয়া তাহার নাম তোগলকাবাদ রাখিলেন। যাহারা খোসরো খাঁর সহিত মিলিয়াছিল তাহারদের বিহিত শাসন করিলেন। আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র মলক ফখরুদ্দীনকে যুবরাজ করিলেন আর২ পুত্রেরদিগকে ও ওমরারদিগকে অন্য২ দেশের মোক্তিয়ার করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে অনেক দেশ ও অনেক কিল্লা ফতেহ হইল লখনোতিতে বড় উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে ওলগ খাঁকে দিল্লীতে রাখিয়া আপনি সেখানে গেলেন। সে দেশ জয় করিয়া অনেক ধন লুঠ করিয়া পাঠা

হইলেন। শেতার গ্রামের হাকিম বাহাদুর খাঁ কিছু আজ্ঞাবহির্ভূত হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহার গলাতে জিঞ্জির দিয়া আনিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। সে সময় দিল্লীতে সোলতান মসাএখাঁনির জামাতা নুদ্দীন্ আওলি নামে অতিবড় এক মহাপুরুষ ছিলেন তাঁহাকে সকলে বাদশাহহইতেও অধিক করিয়া মানিত এইপ্রযুক্ত তাঁহাকে পথহইতে বাদশাহ এক পত্র লিখিলেন যে তুমি দিল্লীতে থাক কিম্বা আমি দিল্লীতে থাকি। এই পত্র শুনিয়া তিনি আজ্ঞা করিলেন যে দিল্লী এখনও অনেক দূর আছে। বাদশাহ এ কথা শুনিয়া শীঘ্র আসিয়া দিল্লীর নিকট তোগলকাবাদে যে দিবস পঁহুছিলেন সেই দিবসে যে ঘরে থাকিলেন সেই ঘরের ছাত ভাঁগিয়া বাদশাহের উপরে পড়িল তাহাতেই বাদশাহ মরিলেন ইনি ৪। ২ চারি বৎসর দুই মাস বাদশাহী করেন। তাহারপর ঐ বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আদেল ওমরারদের একবাক্যতাতে তক্তে বসিলেন। ইনি দক্ষিণ দেশে দেওগড়াতে যাইবার কালে পথে মোকামে২ সরাই করাইলেন ইনি দক্ষিণ দেশে দেওগড়াতে পঁহুছিয়া তাহার নাম দৌলতাবাদ রাখিয়া দিল্লীহইতে ওমরারদিগকে উঠাইয়া লইয়া সেইখানে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন আপনিও সেইখানে থাকিলেন। ইহাতে সে সময়ে দিল্লী শহর ওয়রান হইল ওমরারা দিল্লীতে উপদ্রব উপস্থিত করিল। ইহা শুনিয়া বাদশাহ দৌলতাবাদহইতে দিল্লী আইলেন। পরে মুলতান শহরের লোকের দিগকে সেখ কোতবুদ্দীনের উপরোধে ক্ষমা করিয়া অল্প অপরাধে আর২ অনেক লোককে মারিয়া ফেলিলেন সেই বৎসর বড় দুর্ভিক্ষ হইল ও মোগলের ফৌজ আসিয়া মুলতানে ও দিল্লীতে বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল। বাদশাহ তাহারদিগকে যুদ্ধে জয় করিলেন ও প্রজারদের হইতে নিয়মিত করের অধিক লইয়া প্রজারদিগকে বড়ই ব্যামোহ দিলেন। তাহাতে অনেক দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইল তাহাতে সোলতান শমসুদ্দীন লখনোতি দেশ আমল করিল। হোসেন কানুনগো দক্ষিণ দেশ অধিকার করিয়া লইল। মিসরের খলিফা বাদশাহকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাদশাহ তাঁহার নানাপ্রকার মর্য্যাদা করিয়া তদবধি যুম্মার নমাজ নিয়মিত করিলেন তিনি যে২ দেশ জয় করিতেন সে সকল দেশের জয়পত্র ঐ খলিফার নামে লিখিতেন। কিছু দিনের পর রোগ

গ্রস্ত হইয়া মরিলেন ইহার বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধ ২৬ ছাব্বিশ বৎসর।

তারপর ঐ বাদশাহের খুড়ার পুত্র ফীরোজশাহ বাদশাহ হইয়া ঠট্টা দেশে কিল্লা করিয়া সেইখানে তক্তে বসিলেন। সেই সময়ে চিরাগ দেহলীনামে অতিবড় এক মহাপুরুস গোলতান ফীরোজশাহকে ও শেখ নাসরুদ্দীনকে আসিতে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন। তদনন্তর তাহারা দুই জনে একত্র হইয়া ঐ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আইলেন। বাদশাহ অন্য কোন দুই বাদশাহজাদাকে নিরর্থক প্রাণে মারিয়াছিলেন তাহাতে ঐ মহাপুরুষ দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া বাদশাহকে অনেকপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ করিলেন তাহাতে বাদশাহ আপনাকে অত্যন্ত অনুগৃহীত মানিয়া ঐ মহাপুরুষের পাক খরচের নিমিত্ত চৌরাশী পরগণা বন্দেজ্ঞ করিয়া, আপনি দিল্লীতে আইলেন পরে আপন বার্দ্ধক্যেতে মন্ত্রির উপর সকল রাজকর্ম্মের ভার দিয়া তাঁহার নাসরুদ্দীন খেতাব রাখিয়া কিছু দিন ছিলেন পরে মরিলেন। ইহার বাদশাহী ৩৮ আটত্রিশ বৎসর। তারপর ফীরোজশাহের পৌত্র গয়াসুদ্দীন তোগলকশাহ বাদশাহ হইলেন। পরে মহমুদশাহ নামে পাহাড়িয়া রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনেক২ বড় ওমরারদিগকে পাঠাইলেন। তাহাতে ঐ মহমুদশাহ পলাইয়া নগরকোটে গেল। পরে গয়াসুদ্দীন বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র ফতেহ খাঁ তাঁহার পুত্র আবুবকর খাঁ বাদশাহ হইতে সশঙ্ক হইয়া আপন পিতার নিকটে গেলেন। সেখানে অনেক সেনা প্রস্তুত করিয়া দিল্লীতে আসিয়া মলক ফীরোজ ও মলক কবীরকে প্রাণে মারিলেন, সেই যুদ্ধেতে বাদশাহও মরিলেন ইহার বাদশাহী ৫।৩ পাঁচ বৎসর তিন মাস। তারপরে ঐ, আবুবকর খাঁ বাদশাহ হইয়া এক গোলামকে মন্ত্রী করিলেন তৎপরে ঐ মন্ত্রী আপনি বাদশাহ হইতে ইচ্ছা করে। বাদশাহ ইহা জানিয়া সপরিবারে ঐ মন্ত্রীকে প্রাণে মারিলেন। পরে খোশদিল অমীরের মাথা কাটিয়া মহমুদশাহের নিকটে নগরকোটে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে মহমুদশাহ অতিক্রুদ্ধ হইয়া কএক বার দিল্লীর উপর চঢ়াউ করিয়াছিলেন তাহাতে কিছু করিতে না পারিয়া বাদশাহের ওমরারদের সহিত মেল করিয়া হঠাৎ দিল্লীর কিল্লাতে আসিয়া পঁহুছিলেন। ইহাতে বাদশাহ কিল্লাহইতে পলাইয়া গেলেন পরে মহমুদশাহ

তক্তে বসিয়া বাদশাহকে ধরিয়া আনাইয়া কএদ করিলেন এই খেদে বাদশাহ মরিলেন। ইহার বাদশাহী ১। ৬ এক বৎসর ছয় মাস। এইরূপে মহমূদশাহ বাদশাহ হইয়া গুজরাট ও কনৌজ ও কাশলা এই সকল দেশ বিলক্ষণমতে অধিকার করিয়া আপনি রোগে মরিলেন। ইহার বাদশাহী ৬। ৭ ছয় বৎসর সাত মাস। তারপর ঐ মহমূদশাহের পুত্র সোলতান আলাউদ্দীন শেকন্দর শাহ বাদশাহ হইয়া ১। ১৬ এক বৎসর ষোল দিন তক্তে বসিয়া ছিলেন তারপর মরিলেন। তারপর সোলতানআলাউদ্দীন মহ মূদশাহ বাদশাহ হইয়া যেং রাজারা আজ্ঞাবহির্ভূত হইয়াছিল ওমরারদিগকে পাঠাইয়া তাহারদের বিলক্ষণ মতে দমন করিলেন তাহাতে সেই রাজারা একত্র হইয়া এই বাদশাহবংশীয় নসরৎ খাঁকে মালুয়া দেশহইতে আনাইয়া ফীরোজাবাদের কিল্লাতে তক্তে বসাইয়া বাদশাহ করিলেন মহমূদশাহ দিল্লীর তক্তে বাদশাহ হই য়া থাকিলেন। এইরূপে দুই বাদশাহ হইয়া শতরঞ্চ খেলার মত অনেক দিনপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ইহাতে অনেক দেশ সে সময়ে নষ্ট হইল। আরং রাজারা আপনং দেশে স্বস্ব প্রাধান্যেতে রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন এই যুদ্ধেতে দিল্লীশহর নির্মনুষ্য হইল ও আরং দেশেতেও অমীরেরা ও বাদশাহজাদারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া প্রায় অনেকে মরিলেন। বাদশাহও নানা স্থানী হইয়া মরি লেন। ইহার বাদশাহী ২০। ২ বিশ বৎসর দুই মাস। এই পর্য্য ন্ত তোগলকী বংশের বাদশাহী সমাপ্ত হইল।

তারপর মলক সোলেমানের পুত্র মলক অশরক তার পুত্র সৈয়দ খেজর খাঁ বাদশাহ হইলেন ইহার পূর্ব্ব পুরুষ সোলতান ফীরোজ খাঁর ওমরা ছিলেন ইনি তক্তে বসিয়াও আপনাকে বাদশাহ করিয়া জানিলেন না কিন্তু বাদশাহী কর্ম্ম সকলি করিতে লাগিলেন আপন ধ্বজের রায়াত আলি নাম রাখিলেন প্রবীণ ওমরারা যাঁহারা ছি লেন ও আরং বাদশাহজাদারা যেং ছিলেন তাঁহারদের দান মানা দিতে পরিতোষ করিলেন হিন্দু রাজারদেরহইতে অনেক দেশ ও কিল্লা ও গড় অধিকার করিয়া লইলেন পরে রোগেতে মরিলেন। ইহার বাদশাহী ৭। ৩ সাত বৎসর তিন মাস। তাহারপর তাহার পুত্র সোলতান মোবারকশাহ বাদশাহ হইলেন। পরে ওমরার দিগকে আরং দেশ শাসনার্থে পাঠাইয়া আপনি প্রায় কখনও

লাহোরে কখনও মুলতানে থাকিতেন। পরে সোলতান এবরাহীম সরকী চারিবার বাদশাহের উপর চড়াউ করিয়াছিল কিন্তু কিছু করিতে পারিল না। পরে বাদশাহ্ যমুনার তীরে মোবারকাবাদ্ নামে এক শহর পত্তন করিয়া প্রায় সেইখানে সর্ব্বদা সয়র করিতে যাইতেন। এক দিবস বাদশাহ সেই স্থানে গিয়াছিলেন মলক্ ফীরোজের পরামর্শে কচলুয়ী ক্ষত্রিয়ের পৌত্র শুদ্ধাপাল সেই স্থানে বাদশাহকে মারিয়া ফেলিল ইহার বাদশাহী ১৩। ১৬ তের বৎসর সোল দিন। তারপর মোবারকশাহের ভ্রাতৃপুত্র মহমূদশাহ্ বাদশাহ্ হইলেন সে সময়ে সরবর মলক্ নামে অতিবড় এক ওমরা ছিলেন তিনি মনেং বাদশাহীর প্রত্যাশা রাখিতেন এবং তদুপযুক্তও ছিলেন কিন্তু মহমূদশাহ বাদশাহ হইলে পরে তিনি বাদশাহের সমক্ষে আজ্ঞা বহিতে স্বীকার করিলেন ইহাতে মহমূদশাহ ও তুষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া তাহার সম্মান করিলেন পরে ঐ সরবর মলক ও আরং ওমরারা ও সুদ্ধপাল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা একপরামর্শ হইয়া আপনারা বাদশাহের দেশ সকল বিভাগ করিয়া লইল বাদশাহকে কেহ কিছু কর দিল না ইহাতে ইয়ুসফওগয়রহ্ ও বাদশাহের হিতৈষী ওমরারা একবাক্য হইয়া এমনি উপায় করিল যে তাহাতে ঐ লোক সকলের মধ্যে কেহ নষ্ট হইল কেহ কএদ হইল ইহাতে বাদশাহ পরিতুষ্ট লইয়া আপন হিতৈষী ওমরারদিগকে প্রত্যেকেং জাগীর দিয়া নানাপ্রকার সম্মান করিয়া সকল দেশের বন্দোবস্ত করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে বাদশাহী করিতে লাগিলেন। পরে তুরুকেরা দিল্লীতে চড়াউ করিয়াছিল তাহারদের ও বিহিত দমন করিলেন। পরে রোগগ্রস্ত হইয়া বদাউন হইতে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দীনকে আনাইয়া তাহাকে যুবরাজ করিয়া আপনি মরিলেন। ইহাঁর বাদশাহী। ১১। ১ এগার বৎসর এক মাস। তাহারপর ঐ আলাউদ্দীন বাদশাহ্ হইলেন মলক বেহলোলপ্রভৃতি ওমরারা বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন ইহার বাদশাহী আপন পিতার বাদশহীহইতে শিথিল পড়িল। ইহাতে বাদশাহ্ দিল্লীতে আপন দুই শালাকে রাখিয়া বদাউনে রাজধানী করিয়া আপনি তথাতে থাকিলেন। বাদশাহের ঐ দুই শালা রাজকর্ম্মের তাদৃক উপযুক্ত ছিলেন না ইহাতে রাজব্যাপারের বড়ই বিশৃঙ্খলতা হইল ও দিল্লী শহরে বড়ই উপ

দ্রব হইল ঐ উপদ্রবে বাদশাহের ঐ দুই শালা মরিলেন। ইহাতে হিসাম খাঁ নামে বাদশাহের মন্ত্রী দিল্লীতে এইরূপ উপদ্রব হওয়াতে বাদশাহকে নানা হিতোপদেশ করিয়া দিল্লীতে আসিতে কহিলেন। বাদশাহ সে সকল কিছু শুনিলেন না বরং ঐ মন্ত্রীকে অপদস্থ করিয়া দিলেন ও অন্য এক জনকে তৎপদাভিষিক্ত করিলেন। হমীর খাঁ নামে এক ওমরা ঐ মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করিলেন যে বাদশাহ এইরূপ হইলেন ভাল কহিলে মন্দ বুঝেন এরূপ ব্যবহারে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না অতএব মলক বেহলোলকে বাদশাহীর ভার দিলেন। তদনন্তর সে মলক বেহলোল শরহিন্দায় আসিয়া আপনি তথাতে তক্তে বসিয়া আপনার নামে খোতবা ও সিক্কা জারী করিয়া অনেক সৈন্য সহযোগ করিয়া দিল্লীতে আসিয়া দুষ্টেরদের বিহিত শাসন করিয়া দিল্লী আয়ত্ত করিলেন ও অনেক লশ্কর একত্র করিলেন। পরে আলাউদ্দীন বাদশাহকে এক নিবেদন পত্র লিখিলেন আমি যে এরূপ রাজ্যশাসন করিলাম সে কেবল আপনকার রাজ্য সুস্থির হয় এই নিমিত্তে। পরে বাদশাহ ঐ পত্রস্থ নিয়া অনুগ্রহ পত্রদ্বারা প্রত্যুত্তর লিখিলেন যে আমি আপনকাকে এখন রাজকর্ম্মের যোগ্য বুঝিলাম তুমি যদ্যপি আমারদের চাকর হও তথাপি আমার পিতা তোমাকে পুত্র করিয়া কহিয়াছেন অতএব আমি তোমাকে বাদশাহী দিলাম বদাউন প্রভৃতি কএক দেশ যদি আমার খরচে রাখ তবে তোমার মনুষ্যত্ব বটে। মলক বেহলোল এইরূপ আজ্ঞাপত্র পইয়া আলাউদ্দীন বাদশাহের খরচে বদাউম ও খয়রাবাদ ও পাহাড়তলী অনেক দেশ রাখিয়া আপনি আর২ দেশ লইয়া থাকিলেন। আলাউদ্দীন ঐ কএক দেশে আপন খোতবা ও সিক্কা জারী করিয়া থাকিলেন। কিছু দিনের পর রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন ইহার দিল্লীর বাদশাহী ৮। ৩ আট বৎসর তিন মাস। খেজর খাঁ অবধি এই চারি জনার পূর্ব্ব পুরুষেরা ওমরা ছিল কোনহ বাদশাহের সন্তান ছিল না। যে সোলতান বেহলোল অফগানলোদীকে মহমূদশাহ খানখানা খেতাব দিয়াছিলেন তিনি হমীর খাঁর উজীরের একতাতে দিল্লীতে স্থির হইয়া বসিলেন কিছু দিনের পর ঐ হমীর খাঁকে কএদ করিলেন। মহমূদশাহ সরকী কয়েকবার দিল্লীর উপর চড়াউ করিলেন এবং বাদশাহের সহিত যুদ্ধও হইল কেহ পরাজিত হইল না পশ্চাৎ

বেহলোলশাহ বাদশাহ নিরুপায় হইয়া যমুনার ওপারের দেশ মহমুদশাহ সরকীকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত মেল করিয়া যমুনার এপারের দেশ লইয়া আপনি থাকিলেন। পরে মহমুদশাহ সরকী মরিলে তাহার পুত্র মহমূদশাহ অনেক সৈন্য লইয়া বাদশাহের উপর চড়াউ করিলেন বাদশাহের সহিত বড়ই যুদ্ধ হইল মহমুদশাহ সে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন মহমদশাহের অনেক ওমরারা বাদশাহের সঙ্গে আসিয়া মিলিল বাদশাহও অনেক সামগ্রী লুঠিয়া পাইলেন। পরে আরং অনেক রাজাকে পরাজয় করিয়া তাঁহারদের দেশ সকল অধিকার করিলেন। পরে বারবক নামে আপন পুত্রকে জৌনপুরওগয়রহ দেশ দিলেন পরে আপনি রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন। ইহার বাদশাহী ৩৮। ৮। ৭ আটত্রিশ বৎসর আট মাস সাত দিন। তাঁহার পুত্র সোলতান শেকন্দর পূর্ব্বে আপন পিতাহইতে নিজামুল্মুল্ক খেতাব পাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বাদশাহ হইয়া বদাউনে গিয়া ইসমাই খাঁকে বারবক নামে আপন ভ্রাতার সহিত মেল করিতে জৌনপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বারবক সলাহ না করিয়া অনেক সৈন্য লইয়া কনৌজে আসিয়া আপন ভ্রাতা সোলতান শেকন্দরের সহিত অতিবড় যুদ্ধ করিয়া শেসে ভগ্ন হইয়া কনৌজের গড়েতে থাকিলেন। কএক দিনের পর সোলতান শেকন্দর স্বভ্রাতা বারবকপ্রভৃতিকে সান্ত্বনা করিয়া ঐ জৌনপুরে আনিয়া পূর্ব্ববৎ তক্তে বসাইয়া অনেক বিশ্বস্ত প্রধান ওমরাকে সেখানে রাখিয়া আপনি কালপিতে গেলেন। পরে পঞ্চগোত্রীয় রাজারা একত্র হইয়া জৌনপুরে উপদ্রব করিতে লাগিলেন। সোলতান শেকন্দর ইহা শুনিতে পাইয়া আপনি সসৈন্যে তথা আসিয়া পঞ্চগোত্রীয়েরদের বিলক্ষণ মতে দমন করিয়া চণ্ডালগড়ও অধিকার করিলেন। পরে পাটনার রাজা শালিবাহন নামে তিনি হোসেনশাহকে সহায় করিয়া কাশীতে সোলতান শেকন্দরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইলেন। এইরূপে সোলতান শেকন্দর পাটনা শহরসমেত সুবেবেহার অধিকার করিলেন। পরে সোলতান আলাউদ্দীন নামে বাঙ্গালার বাদশাহের উপর চড়াউ করিতে উদ্যত হওয়াতে বাঙ্গালার বাদশাহ দানিয়াল নামে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া সোলতান শেকন্দরের সহিত মেল করিয়া পরে সোলতান শেকন্দরের ওমরারা ফতেহ

খাঁর সহিত মিলিল এইপ্রযুক্ত প্রাচীন ওমরারদিগকে তগীর করিয়া আরং ওমরারদিগকে সে সকল দেশের অধিকার দিয়া পাঠাই লেন সে বৎসর শিলাবৃষ্টি এমত হইল যে অতি বড় দালান প্রায় ভাঁগিয়া পড়িল। পরে বাদশাহ আগরাতে রোগে মরিলেন। ইহার বাদশাহী ২৬।৫ ছাব্বিশ বৎসর পাঁচ মাস। তারপর তাঁহার পুত্র সোলতান এবরাহিম ওমরারদের একতাতে বাদশাহ হই লেন। পরে জলাল খাঁকে কএদ করিয়া পাঠাইতে পত্রদ্বারা পূর্ব্ব দেশের ওমরারদিগকে আজ্ঞা দিলেন। জলাল খাঁ এ বার্ত্তা শুনি তে পাইয়া পূর্ব্ব দেশহইতে কালপিতে গিয়া অনেক সৈন্য জমা করিয়া যুদ্ধ করিবার উদ্যম করিয়া আপন ওমরারদের দ্বারা বাদশা হের সহিত মেল করিবার কথোপকথনের সঞ্চার করিলেন কিন্তু বাদশাহ তাহা স্বীকার না করিয়া জলাল খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার সওয়ার এবং আরং অনেক পদাতিক পা ঠাইলেন জলাল খাঁ যুদ্ধ না করিয়া মালুয়ার হাকিম সোলতান মহ মূদের নিকটে গেলেন পরে সোলতান এবরাহিমের সৈন্যেরা পূর্ব্বে কছুআহ মহারাজ মানসিংহের রাজধানী ছিল যে বাদলগড় তা হাকে ও গড় গোয়ালিয়রকে জয় করিয়া আরং অনেক দেবস্থান নষ্ট করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেল। জলাল খাঁ সোলতান মহমূ দের নিকটে ভালরূপে থাকিতে না পারিয়া কোরাতে গেলেন। তথা সোলতান এবরাহিমের লোকেরা ছিল তাহারা তাঁহাকে ধরি য়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দিল বাদশাহ জলাল খাঁকে কএদ করিয়া হাঁ সিতে পাঠাইয়া দিলেন। জলাল খাঁ হাঁসিতে যাইতেছিলেন পথে বিষ খাইয়া মরিলেন। পরে পূর্ব্ব দেশহইতে অনেক সৈন্য কনৌ জে উপস্থিত হইয়া উপদ্রব করিতে লাগিল ইহাতে বাদশাহী ওম রারা বড় যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে পরাস্ত করিল কিন্তু তাহাতে বাদশাহ ওমরারদের সম্মান কিছুই করিলেন না এবং দিনেং অ ত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়া আরং ওমরারদের সঙ্গেও প্রণয় রাখিতে পা রিলেন না। ইহাতে খানজাহান্ লোদী নামে অতিবড় এক ওমরা কালপিতে গিয়া তথাকার ওমরারদের সঙ্গে একতা করিয়া সেই দেশ আপনি অধিকার করিল পরে তাহার পুত্র খানখানা কাবো লেতে ছিল সে এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া পিতার নিকটে আ ইল সেখানে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিতার সঙ্গে ও

ওমরাওদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাবোরকে আনিয়া দিল্লীতে বাদ শাহ করিতে সকলে একত্র হইয়া বাবোরের নিকটে গেল তথা গিয়া বাবোরকে নানা প্রকার কহিল কিন্তু বাবোর ইহারদের কথাতে সহসা হিন্দুস্থানে আসিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। পরে তাহার কিছু দিনের পর লোকদ্বারা বাবোরকে লওয়াইয়া সসৈন্যে দিল্লীতে আনাইল। বাবোর দিল্লীতে আসিয়া সোলতান্ এবরাহিমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। এই বাবোর প্রথম যখন এই হিন্দুস্থানে আইসেন তখন এ হিন্দুস্থানে মালুয়া দেশে মহমূদশাহ বাদশাহ ও গুজরাট দেশে মুজফর খাঁ ও বাঙ্গালাতে নসরত্‌শাহ ও দিল্লীতে এবরাহিম শাহ ও দক্ষিণ দেশে অনেক সলাতিন্ ছিলেন ও বিজাপুরে এক বড় হিন্দুরাজা ও উদয় পুরে রাণাসঙ্কা নামে বড় এক হিন্দু রাজা ছিলেন এইরূপে সোলতান্ এবরাহিমের বাদশাহী সাত বৎসর। সে হলোল লোদী অবধি এই তিন জন পাঠান ছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনের যবনাক্রান্ত হওয়া অবধি এই পর্য্যন্ত ৩৬২। ২। ২৯ তিন শত বাষট্টী বৎসর দুই মাস ঊনত্রিশ দিন গত হইল।

ঐ বাবোরের বিবরণ এই। অমীর তৈমুরের পুত্র মীরজা মীর শাহ তাহার পুত্র মীরজা মহমুদ তাহার পুত্র মীরজা অবশ ইদ্ ইহার ১৫ পোনের পুত্রের মধ্যে এক পুত্র মীরজা উমর শেখ ইনি তান্দজা দেশের বাদশাহ ছিলেন ইহার পুত্র মীরজা মহমূদ বাবোর ইনি তক্তে বসিলে পর জহিরুদ্দীন বাবোরশাহ নামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ অমীর তৈমুর আপনি আপনার ওজক তৈমুরি কেতাবেতে অধস্তন স্বসন্তানেরদের শিক্ষার্থে যেং কথা লিখিয়াছিলেন তাহার এক কথা লিখি। ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ও আপন নিয়তির সহকারেতে এইক্ষণে আমার রেকাবে চলিতে ২৭ সাতাইশ বাদ শাহ আকাঙ্ক্ষী সেই নিয়তি এই আমি যখন যে দেশ অধিকার করিলাম তখন যে রাজারা যুদ্ধে মৃত হইলেন তাহাদের সন্তানকে আপন বশীভূত করিয়া স্বপিতৃপদে স্থাপিত করিলাম ও যে রাজা নষ্ট না হইলেন তাহাকে তেমনি করিয়া স্বপদে স্থাপিত করিলাম কখনও কাহাকেও বেবুনিয়াদ করি নাই। আর সেইং দেশের বৃদ্ধেরদিগকে পিতার তুল্য যুবারদিগকে ভ্রাতার ন্যায় বালকেরদিগকে পুত্রের ন্যায় বৃদ্ধা স্ত্রীর দিগকে মাতার মত যুবতীরদিগকে

ভগিনীর ন্যায় বালিকারদিগকে কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিলাম ও ধনাঢ্যেরদের ধন স্বধনের ন্যায় রক্ষা করিলাম নির্ধনেরদিগকে ধনাঢ্য করিলাম প্রজালোকেরদের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইলাম ইহাতে আমি বুঝি যদ্যপি ঈশ্বরের কৃপাতেও আমার নিয়তিতে আমার সন্তানেরাও জগতের নমস্য হইবেন এ নিশ্চয় বটে তথাপি এই নিয়মের মত ব্যবহার করা তাঁহারদেরও কর্ত্তব্য।

ঐ তৈমুরশাহের যবনস্থানের বাদশাহীর সময়ে পণ্ডিত ও কবি অথচ এক চক্ষুতে অন্ধ ও সুদরিদ্র দৌলত নামে এক স্ত্রীলোক ছিল। সে এক দিবস পথে যাইতেছে তৎকালে হিন্দুস্থানের এক জন তাহাকে বেগার ধরিয়া তাহার মাথায় মোট দিয়া কহিল চল। ইহাতেতে ঐ স্ত্রীলোক কবিতাতে কহিল যে এ লোক আমার মাথায় মোট দিয়া আমাকে চল বলিয়া কি কহে তাহা আমি বুঝিতে পারি না অতএব এ দেশে আগুন লাগুক আর যেমন লোকেরা অশুভনাশের নিমিত্তে অগ্নিতে শরিষা ফেলায় তেমন শরিষার মত ক্ষুদ্র যে এ দেশের রাজা সে লোকের দুঃখরূপ অমঙ্গল নাশের নিমিত্তে ঐ আগুনে পড়ুক। এই কবিতা ক্রমেং তৈমুরের কর্ণগোচর হইল। তৈমুর এ কবিতা শুনিয়া ঐ স্ত্রীকে আপনার নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ কবিতা কি তুমি কহিয়াছ। স্ত্রী কহিল হাঁ। তৈমুর কহিলেন তোমার নাম কি স্ত্রী কহিল দৌলত। তৈমুর কহিলেন দেখিতেছি দৌলততো অন্ধ নয় তুমি কেন অন্ধ। স্ত্রী কহিল দৌলতঃঅন্ধই বটে তা যদি নয় তবে তোমাকে কেন আশ্রয় করে দেখিতেছি দৌলত তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে অতএব অন্ধই বটে। এইরূপ কটূ সদুত্তর শুনিয়া আমীর তৈমুর বড় সন্তুষ্ট হইলেন কিছু মাত্র মনে বিরক্ত হইলেন না কেননা যেমন চালনী মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাল গ্রহণ করে তেমনি উত্তম পুরুষেরা দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ গ্রহণ করেন। পরে ঐ স্ত্রী বাদশাহকে আনন্দিত দেখিয়া আপনিও তুষ্টা হইয়া কবিতাতে তৈমুরের প্রশংসা করিল সে কবিতার অর্থ এই। ঈশ্বর যখন মহারাজের শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন তখন তাহার প্রধান করিয়া তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন আর সৌভাগ্যরূপ ফলের আকর্ষণার্থে তোমার পাকে আঁকশীর ন্যায় বক্র করিয়াছেন। তদনন্তর তৈমুর ঐ স্ত্রীর পুত্র পৌত্রাদি পরম্পরাতে পরম সুখে নির্ব্বাহার্থে উত্তম বৃত্তি কৢপ্ত করিয়া

দিয়া কহিলেন যাও আর তোমাকে ভার উঠাইতে হইবে না। এম নিং অমীর তৈমুরের অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে তাহা কত লিখিব।
সম্প্রতি বাবোরের বাদশাহী হওয়ার বিবরণ লিখি। বাবোর শাহ যখন ১৫০০০ পোনের হাজার সওয়ার সমেত জল পথ দিয়া আইসেন তখন এবরাহিম বাদশাহ লক্ষ সওয়ার সমেত গিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন সে যুদ্ধ অতিবড় হইল কিন্তু দেশ চক্র প্রযুক্ত অনেক সওয়ার সহিত এবরাহিম ঐ যুদ্ধে মারা গেলেন। তদনন্তর বাবোরশাহ দিল্লীতে আসিয়া পহুঁছিলেন অনেক ওমরারা সাক্ষাৎ করিলেন বাবোরশাহ তাহারদের বিহিত পুরস্কার করিলেন। পরে দিল্লীর কিল্লাতে যেং স্থানে ধন পোঁতা ছিল সে সকল উঠাইয়া ও বাদশাহী খাজানার অনেক ধন লইয়া মক্কাতে ও মদীনাতে পাঠাইয়া দিলেন ও সমরকন্দে ও এরাকে ও বোখারাতে ও খোরাসানেতে ও কাশগড়েতে ও বদক্সাতে ও কাবোলে যেং উত্তম লোক ও আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোক ও গরিব লোক সকল ছিল তাহারদিগকে প্রত্যেকেং অনেক ধন ও উত্তম সামগ্রী দিয়া পাঠাইলেন হিন্দুস্থানে প্রায় প্রধান লোক সকলে বাবোরশাহের আগমনেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিলেন। পরে বাবোরশাহ আপন পুত্র হুমায়ুকেং ইশায়ন অবধি জৌনপুর পর্য্যন্ত দেশ দিলেন। পরে সকারাণা ও হোসেন খাঁ মেওয়াতি এই দুই জন একতা করিয়া ফতেপুরে আসিয়া উপদ্রব করিতে লাগিল। বাবোরশাহ আপন পুত্রকে আনাইয়া সঙ্গে লইয়া ও সৈন্য লইয়া ফতেপুরে গিয়া তাহারদের সহিত ঘোরতর রণ করিয়া হোসেন খাঁ মেওয়াতিকে নষ্ট ও সকারাণাকে রণে ভঙ্গ করিয়া পুত্রকে বিদায় করিয়া আগরার কিল্লাতে আপনি থাকিলেন সেখানে রুগ্ন হইয়া বাবোরশাহ মরিলেন। ইহাঁর হিন্দুস্থানে বাদশাহী ৫। ৫ পাঁচ বৎসর পাঁচ মাস। তারপর তাহার পুত্র নসরুদ্দীন মহম্মদ হুমায়ু বাদশাহ হইলেন। ইনি পিতার মরণ কালে সম্ভল মুরাদাবাদে ছিলেন পিতার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া অতিত্বরাতে আগরাতে আসিয়া যে দিবস তক্তে বসিলেন ঐ দিবস কেবল জওয়াহের এত বিতরণ করিলেন যে তাহাতে ফকীরেরদের ভিক্ষাপাত্র কিস্তী সম্পূর্ণ হইল ও ইনি ৯৩৭ নয় শত সাঁইত্রিশ হিজরি সনে বাদশাহ হন এই অঙ্ক ও কিস্তীজর এই শব্দেতে যেং বর্ণ আছে সে সকল বর্ণে অব্জদের হিসাবে যে অঙ্ক

হয় সে অঙ্কে পূর্ব্ব অঙ্ক এক হয় এইপ্রযুক্ত এই বাদশাহকে সকলে তৎকালে কিস্তীজরহ করিয়া কহিলেন। এই হিসাবে সংস্কৃতশাস্ত্রে নারকুচ সঙ্কেত করিয়া কহে। পরে রাজ্যের বন্দোবস্তের পর সৈন্য পাঠাইয়া কালিঞ্জরের কিল্লা অধিকার করিলেন। পরে জৌনপুরে সোলতান আলম লোদী উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলে বাদশাহ সসৈন্যে সেখানে গিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া আগরাতে আসিয়া সকল ওমরাহদিগকে লইয়া বড়ই আমোদ করিলেন সেই ক্ষণে ১২০০০ বারো হাজার লোক খীলাত পায়। পরে মহম্মদ জমা কিছু উপদ্রব করিয়াছিল অতএব বাদশাহ তাহাকে ধরিয়া আনাইয়া তাহার চক্ষুতে শলাই দিতে আজ্ঞা দিলেন। এই বার্ত্তা শুনিয়া মহম্মদজমা বাদশাহের নিকটহইতে পলাইয়া গিয়া গুজ্জরাটে সোলতান বাহাদুরের শরণ লইল। বাদশাহ এ বার্ত্তা শুনিয়া মহম্মদজমাকে পাঠাইয়া দিতে সোলতান বাহাদুরকে পত্রদ্বারা আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন সোলতান বাহাদুর তাহা মানিল না। অতএব বাদশাহ সোলতান বাহাদুরের শাস্তি করিতে গুজ্জরাটে পঁহুছিলেন। তাহাতে সোলতান বাহাদুর মহম্মদজমা সমেত পলাইল বাদশাহ সেখানে অনেক ধন লুঠে পাইলেন ও আপন নামে খোতবা ও সিক্কা জারী করিলেন। এই সময়ে তাতার আলোদী আগরা লুঠ করিলে এইপ্রযুক্ত সে মীরজা হিন্দালের হাতে মারা গেল। পরে বাদশাহ আগরাতে আসিয়া এক বৎসর কাল স্থির হইয়া বড় আমোদে থাকিলেন পরে লখনোতিতে ও বেহারেতে শেরখাঁ উপদ্রব করিতে লাগিল। বাদশাহ ইহা শুনিতে পাইয়া বেহারে আসিয়া শেরখাঁকে তম্বী করিয়া আপনি লখনোতিতে আসিয়া থাকিলেন। পরে শেরখাঁ অনেক লশকর প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল ইহাতে বাদশাহ যুষা পরগণাতে গঙ্গার তীরে আসিয়া পঁহুছিলেন শেরখাঁ গঙ্গার এ পারে থাকিয়া বাদশাহকে এক আরজি করিল যে আমি তোমারদের পুরুষানুক্রমে খানেজাদ অতএব আমাকে এ পূর্ব্ব দেশে জায়গীর দেও। তখন বাদশাহ এ কথা যথার্থ জানিয়া শেরখাঁকে পূর্ব্ব দেশ জায়গীর দিয়া মেল করিয়া যাইতেছেন ইতিমধ্যে ঐ শেরখাঁ কপট করিয়া বাদশাহকে পরাস্ত করিয়া আপনি দেশের অধিকারী হইলেন। পরে বাদশাহ কিছু সৈন্য জমা করিয়া বদাউনে গিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে

উপস্থিত হইলেন। সেখানেও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এক কালে স্বর্জ স্মস্থান পর্য্যন্ত প্রস্থান করিলেন। ইহার হিন্দুস্থানে প্রথম বাদশাহ হওয়া অবধি এই পর্য্যন্ত ১০ দশ বৎসর হইল। হুমায়ু গেলে পর ঐ শের খাঁ দিল্লীর তক্তে বসিয়া আপনার শেরশাহ নাম বিখ্যাত করিলেন। পরে প্রথমতঃ প্রাচীন কনৌজ শহর ভাঙ্গিয়া গঙ্গার তীরে ঐ কনৌজ শহর পত্তন করিয়া শেরগড়া তাহার নাম রাখিলেন এবং শমসাবাদ ভাঙ্গিয়া রসুলপুর নামে শহর আবাদ করিলেন এবং প্রাচীন দিল্লী শহর নষ্ট করিয়া ফীরোজাবাদ নামে কিল্লা আবাদ করিলেন ও পাথরের নূতন বারো কিল্লাস্থান আপনি করিলেন। পরে সোলতানপুরে গিয়া শুনিলেন যে হুমায়ুর আর২ ভ্রাতারা পরস্পর বিরোধ করিয়া সকলে পলাইয়াছে ইহাতে পূর্ব্ব পশ্চিম কটকহইতে কটক পর্য্যন্ত চারি মাসের পথ অধিকার হইল। শেরখাঁ অতিবড় ধার্ম্মিক ছিলেন পাথিকেরদের আরামের নিমিত্তে দুই ক্রোশ অন্তর সরাই ও মসজিদ ও কূপ জল পানের কারণ সির্কা ও হিন্দুদের ভোজনার্থ পাচক ব্রাহ্মণ প্রতিসরাইতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন আর পথের দুই পার্শ্বেতে ফলবান বৃক্ষ রোপণ করাইয়া দিলেন। আর দুষ্টেরদের এইরূপ দমন করিলেন যে এক বৃদ্ধা স্ত্রী এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণের এক থাল লইয়া বাদুল নামে মাঠেতে শয়ন করিয়াছিল তাহাতে বাদশাহের প্রতাপে দস্যুরা তাহার কিছু ক্ষতি করিতে পারিল না আর বালনাথ পর্ব্বতের মধ্যে অতিবড় দৃঢ় এক কিল্লা করিলেন বাঙ্গলার হাকিম খেজর খাঁকে দমন করিলেন। গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর ও মালুয়া ওগয়রহ অনেক কিল্লা দখল করিলেন কালিঞ্জরের কিল্লার প্রান্তে তাম্বু খাড়া করিয়া বাদশাহ ছিলেন অকস্মাৎ কালিঞ্জরের কিল্লাহইতে এক উল্কা শেরখাঁর উপরে আসিয়া পড়িল তাহাতেই তিনি মরিলেন ইহার বাদশাহী ৫ পাঁচ বৎসর। তারপর তাঁহার পুত্র পুত্র সলীম শাহ বাদশাহ হইলেন পরে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদল খাঁকে এক পত্র লিখিলেন যে পিতার পর পাছে সল্‌তনত্‌ ও দেশ নষ্ট হয় এই শঙ্কাতে আমি বাদশাহ হইয়াছি আপনকার যদি বাদশাহ হইতে ইচ্ছা থাকে তবে আপনি আসিয়া বাদশাহ হউন আমি আপনকার আজ্ঞাবহ মাত্র। এই পত্র পাঠাইয়া আপনি শিকারপুরে গেলেন আদল খাঁও পত্র পাইয়া সকরিতে আসিয়া পঁহুছিল দুই ভাইর সাক্ষাৎ

হইল পরে দুই ভাই বিদায় হইলেন কিন্তু দুয়েরি মনেং কিছু স্পর্দ্ধা হইল তৎপ্রযুক্ত দুই ভাইর বড় যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে অনেক সৈন্য নষ্ট হইল আদল খাঁ ভগ্ন হইয়া পাটনাতে আসিয়া থাকিলেন। পরে সলীমশাহ্ লাহোর গিয়া তথাতে উপদ্রব করিয়াছিল যে আফগান পাঠানেরা তাহারদের বিহিত দমন করিয়া সেখানে আপন নামে খোঁতবা ও সিক্কা জারী করিলেন। পরে গড় গওয়ালিয়রে রাজধানী করিলেন পিতার কালে যাহার যে মাহিয়ানা ছিল তাহা বাড়াইয়া দিলেন ও পিরান ও মহোত্তরান অনেক দিলেন এবং আপনি নূতন আয়িন করিয়া তাহা সকল দেশে জারী করিলেন ও চাকরেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে দূরহইতে সকলে [illegible]। এই অবধি বাদশাহেরদের সাক্ষাৎ মজুরাগাহ্ নামে [illegible] নির্মিত করিল। পরে রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন ইহাঁর বাদশাহী [illegible] বৎসর। তাহার পর তাঁহার পুত্র ফীরোজ শাহ্ বারো বৎসর বয়সের সময়ে বাদশাহ্ হইলেন তাঁহার মামা বাহাদুর খাঁ তাঁহাকে নষ্ট করিল ইহার বাদশাহী ৩।৩ তিন মাস তিন দিন। তাহারপর নিজাম খাঁ সুরের পুত্র সোলতান মহমূদ আদল তক্তে বসিয়া বাজারের কয়ালেরদের চৌধুরী হমু নামে এক জনকে উজীর করিলেন। ইহাতে সকল ওমরারা বিরক্ত হইয়া আপনং অধিকৃত দেশে আপনং নামে খোতবা ও সিক্কা জারী করিল। ইহাতে সেই ওমরারদের মধ্যে অনেকং ওমরারদের সহিত ইহার বিরোধ হইল এবং সেই বৎসর এমন দুর্ভিক্ষ হইল যে মনুষ্যে মাংস মনুষ্যেরা খাইল তাহারপর মহমূদ হুমায়ু বাদশাহের আসিবার সমাচার শুনিতে পাইয়া ঐ মন্ত্রিকে নায়েব রাখিয়া আপনি চুনারে গেল। পরে অনেক ওমরারদের সহিত লড়াই উপস্থিত হইল এই কথা শুনিয়া হমু নামে মন্ত্রী অনেক সৈন্যের সহিত পঁহুছিয়া অনেক ওমারদিগকে পরাজয় করিল। পরে খেজর খাঁর পুত্র মহমূদ খাঁর সহিত যুদ্ধেতে মহমূদ আদল বাদশাহ্ মারা গেলেন। ইহার বাদশাহী ২।০।২ দুই বৎসর দুই দিন। তার পর সোলতান নসীরুদ্দীন মহমূদ হুমায়ু বাদশাহ্ পুর্ব্বে শের খাঁ হইতে রণে ভগ্ন হইয়া আপন জন্মস্থানে গিয়াছিলেন তথাতেও আপন ভ্রাতা ও আরং অন্তরঙ্গেরদের সহিত তাদৃক প্রীতি হইল না এইপ্রযুক্ত হিরাতে যাইবার ইচ্ছাতে স্বস্থানহইতে প্রস্থান করিলেন

পশ্চাৎ তথাতে যাওয়ার অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া সে পরামর্শ ভাল নয় ইহা বুঝিয়া ঐ যাত্রাতে নগরকোটেতে আসিয়া পঁহুছিলেন সেই স্থানে তাহার পুত্র অকবরের জন্ম হইল। হুমায়ু এক ক্ষণমাত্র পুত্রকে অবলোকন করিয়া মনেং ঐ পুত্রকে পরমেশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিয়া ঐ বালকের ও ঐ বালকের মাতার যোগ ক্ষেমার্থে বয়রম খাঁ খানখানাকে রাখিয়া আপনি বাইশ জন লোকের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহারপর মহম্মদ হুমায়ুর ভ্রাতা মীরজা অস্করি ভ্রাতৃস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অতিত্বরাতে নগরকোটে উপস্থিত হইয়া তথাকার উর্দু বাজার লুঠ করিতে লাগিল। ইহার আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ বয়রম খাঁ অকবরের মাতার তথাতে থাকা ভাল নয় ইহা বুঝিয়া তাহাকে স্থানান্তরে রাখিয়া পশ্চাৎ অকবরকে ও লইয়া যাইবেন এই সময়ে লুঠ হইল। ঐ মীরজা অস্করি উর্দু বাজার সমস্ত লুঠ করিয়া একাকী বালক অকবরকে পাইয়া প্রতিপালনার্থে আপন বেগমের নিকট তাহার সমর্পণ করিলেন। পরে মহম্মদ হুমায়ু খোরাসানে আসিয়া পঁহুছিলেন তথাতে শাহ তহমাস্পের পুত্র মীরজা মহম্মদ হুমায়ুর নানা প্রকার দান মানাদিতে পুরস্কার করিলেন। তাহারপর মহম্মদ হুমায়ু মসহদে গিয়া পঁহুছিলেন তথাতে ঐ তহমাস্প বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন ভ্রাতারদের শত্রুতাপ্রযুক্ত আপনার নানাস্থানীয়তার সবিশেষ কহিলেন। তাহাতে বাদশাহ কহিলেন যে তোমার পিতা বাবোর আমার সহিত এই রূপ অনেক করিয়াছিলেন সে যাহা হউক কিন্তু এইক্ষণে আমি সৈন্য সামন্ত দিয়া তোমার সাহায্য করিব যদি তুমি জয়ী হইলে পরবলখ ও কন্ধার এই দুই দেশ আমাকে দেও। মহম্মদ হুমায়ু তাহার এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক এক পুত্র ও দশ হাজার লশ্‌কর লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহারপর কন্ধার ফতেহ করিয়া কিল্লার সহিত ঐ দেশ স্বীকারানুসারে ঐ তহমাস্প বাদশাহের পুত্রের হাওয়ালে করিলেন এবং আপনিও কাবোল দেশে গেলেন। এই সময় কজলবাসের ফৌজেরা কন্ধারে আসিয়া উপদ্রব করিল ও ঐ সময়ে তহমাস্পের পুত্র মরিল। এই কারণ মহম্মদ হুমায়ু পুনর্ব্বার কন্ধারে আসিয়া ঐ কজলবাসের ফৌজেরদিগকে দূর করিয়া আপনি পুনর্ব্বার কাবোলে গেলেন সেখানে ফৌজ

জমা করিয়া মীরজা কামরালের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে কাবা পাঠাইয়াদিলেন মীরজা অস্করি ও কাবা প্রস্থান করিয়াছিলেন পথে তাঁহার মৃত্যু হইল। ও মীরজা হেন্দাল বিষ খাইয়া মরিলেন ইহাতেই মহম্মদ হুমায়ুর এবং তাঁহার বেরাদারির যেখানে যত প্রাচীন ও নব্য সৈন্য ছিল সকলে আসিয়া ইহাঁর কাছে উপস্থিত হইল।

ইহাতে বাদশাহ কাবোলহইতে প্রস্থানকরিয়া সেকন্দরশূরকে পরাজয় করিয়া লাহোর ও সিন্ধু অধিকার করিলেন সেখানে অনেক ধন পাইয়া দিল্লীতে আসিয়া তক্তে বসিলেন এবং খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারী করিলেন। তারপর হিন্দুস্থানেরও অনেক কিল্লা ফতেহ হইল। তারপর তিনি এক দিবস সিঁড়ি হইতে নামিতেছেন এই সময়ে আঁজার শব্দ শুনিয়া তথাতেই তটস্থ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিলেন পশ্চাৎ নামিবার উপক্রম করিতেই তথাহইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাঁর বাদশাহী এ বারে ১০ দশ মাস। ইহার এই বারের বাদশাহী কেহ২ দশ বৎসর লিখে কেহ বা ১০ দশ মাস লিখে কিন্তু অঙ্কের মিলনের কারণ আমি দশ মাস গ্রহণ করিলাম। তাহারপর তাঁহার পুত্র সোলতান জলালুদ্দীন মহম্মদ অকবর বাদশাহ হইলে বয়রম খাঁ খানখানার পরামর্শে লাহোরের নিকটে কলান ওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ নয় শত তেষট্টি হিজিরি সনে জলুস করিলেন ও সকল দিগে আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারী করিলেন হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাঁতপ্রভৃতি অনেক দেশ ও অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন ও অনেক প্রধান লোক স্বত ইহাঁর অনুগত হইল। আর অকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইহার নামেতেই জয় হইতে লাগিল কখন কোন স্থানে ইহাঁর পরাজয় হয় নাই। পরে খানখানা বয়রম খাঁ কোনহ বিষয়ে বাদশাহের কিছু আজ্ঞোল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। অতএব বাদশাহ তাঁহাকে এক দিবস কহিলেন যে আপনি অতিবৃদ্ধ হইলেন অতএব সম্প্রতি কাবা প্রস্থান করুন আপনকার পুত্র মুনয়ম খাঁ ওজীরী করুন। বাদশাহ তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া অতিবড় মর্য্যাদাপূর্ব্বক তাঁহাকে কাবা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার পুত্র মুনিয়ম খাঁকে খানখানা খেতাব দিয়া ওজীরী কর্ম্মে রাখিলেন। পরে প্রয়াগে ইলাহাবাদ নামে এক কিল্লা করিয়া প্রায় সেইখানেই

থাকিতেন ও প্রয়াগের জল বিনা অন্য জল পান করিতেন না এবং অকবরাবাদ নামে এক শহর আবাদ করিয়া এক কিল্লা সেখানে করিলেন ও সলতনৎ সকল প্রায় সেখানেই থাকিত মর্ম্মচভট্ট প্রভৃতি অনেক দেশীয় নানা শাস্ত্রজ্ঞ অনেক পণ্ডিতেরদের সহিত ও ফয়জী ও অবলফজ্জল, ও হকীম অবুলফতেহপ্রভৃতি অনেক মওলানেরদের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় কথার আমোদে থাকিতেন ওঅনেক সংস্কৃত শাস্ত্রের ফারসীতে তর্জমা সেই কালে হয়। এইরূপে নানা বিধ শাস্ত্রজ্ঞানজন্য পারমার্থিক বুদ্ধিপ্রতিভাতে মহম্মদের মতে অনাস্থা করিয়া মনেং হিন্দুরদের মতেই আস্থা করিতেন অতএব ইরান্ ও তুরানের রাজারা ইহাঁকে অনুযোগ করিয়া লিখিতেন। সেই সময়ে আরং দেশেও এমত পণ্ডিত ও মহাপুরুষ সকল হইয়াছিলেন যে তাঁহারদের করা শাস্ত্র ও মত সকল এখনও লোকে প্রচরদ্রূপ আছে ও ইহাঁরি করা আয়িনের মতে এখনো অনেক রাজকীয় ব্যাপার হইতেছে। পরে স্বজাতীয় অনেক বেগম থাকিতেও এক হিন্দু রাজাকে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার এক কন্যা আপনি বিবাহ করিলেন সে রাণী অন্তঃপুরে হিন্দুরদের মতানুসারে সূর্য্যার্ঘ্য দানাদি দেবপূজা নিত্য করিতেন ঐ রাণীর পুত্র জাঁহাগীর যিনি ইহার পর বাদশাহ্ হইবেন। আর যে মহাপুরুষের বার্ত্তা শুনিতেন সে মহাপুরুষের নিকট গিয়া দুই ক্রোশ থাকিতে সকল লোক রাখিয়া পদব্রজে আপনি তাঁহার স্থানে গিয়া তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক দণ্ডবৎ করিতেন ইহাতেই কোনহ মহাপুরুষের প্রসাদ [illegible] ইহাঁর সভাতে তানসেন নামে এক অতিব [illegible] গায়ক [illegible] তাঁহার করা গান প্রকারেতে এখনও গায়কেরা গান করে ও পূর্ব্বে যে দেশে যেং হাকিম থাকিতেন তাঁহারাই স্বস্বদেশে আপনাকে বাদশাহ করিয়া জানিতেন ও কেহ কখনও লালাবন্দি ও পেশকোশ রূপে কিছু খাজানা দিতেন এই বাদশাহ্ একৈক প্রদেশকে একৈক সূবা করিয়া তাহার হাকিম একৈক সুবেদার করিলেন তদবধি তত্তৎ প্রদেশীয় রাজারা জমীদার নামে কথিত হইল। ও রাজা তোড়রমল্ল নামে ক্ষত্রিয় জাতীয় এক প্রধান মন্ত্রী প্রায় হিন্দুস্থানীয় সকল দেশের জমী জব্দ করিয়া জমাবন্দি করিলেন, সেই অবধি প্রত্যেক সুবাতে কানুনগোই সিরস্তা ও বাদশাহী একৈক অশ্বশালা ও একৈক হস্তিশালা মোকবর হইল। আর ইনি দামি হিসাবে মুন

সব নিয়মিত করিলেন। আর বীরবর নামে এক মাথুর ব্রাহ্মণ ইঁহার সভাসদ ছিলেন তিনি অতিবড় উপস্থিতবক্তা ও বুদ্ধিমান ছিলেন তাঁহার সহিত অকবর বাদশাহ প্রায় সর্ব্বদা শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও অন্যোপদেশপ্রভৃতি নানাবিধ সালঙ্কার বাক্যেতে আমোদ করিতেন। তাঁহারদের সেই সকল খোশ গপ্প এখনও অনেক লোক করিয়া থাকে। ইনি ফয়জীকে ছদ্মরূপে কাশী পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারা অনেক সংস্কৃত বিদ্যার আহরণ করিয়াছিলেন। আর ইঁহার সভাতে কবিগঙ্গ প্রভৃতি অনেক দ্রুতকবি ভাট ছিল তাহার মধ্যে কবিগঙ্গ বড় কবি ছিল। তাঁহার করা অনেক দোঁহা ও কবিতা এখনও লোকতঃ প্রচার আছে। আর শাহ অকবর উদ্দাম দাতা ছিলেন এক২ দিনে কোটি টাকা দান করিতেন এরূপ দান প্রায়ই মধ্যে২ করিতেন আর ইনি গোমাংস ভক্ষণ করিতেন না এবং কিল্লার মধ্যেতেও গোবধ বারণ করিয়া দিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত তদবধি এখনও তাঁহার কিল্লাতে গোবধ হয় না আর তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য গুণজ্ঞতা গুণগ্রাহকতা দোষ ত্যাগিয়া শিষ্টসমাদরকারিতা দুষ্টবিনাশকারিতা বিদ্যামোদিতা দীনদয়ালুতা দুঃখিজনবন্ধুতা ধনিজনরক্ষকতা বক্তৃতা রসিকতা দাতৃতা ধার্ম্মিকতা প্রজামনোরঞ্জকতা সাহসিকতা সদোৎসাহিতা নিত্যোদ্যমকারিতা মাতৃপিতৃভক্ততা পরমেশ্বরানুরাগিতা প্রভৃতি উত্তম গুণের কথা আমি কত লিখিব ইঁহার অনেক তওয়ারিখ আছে তাহাতে সে সকল কথার বিস্তার আছে। ইঁহার বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখনপর্য্যন্ত গুণেতে অকবর শাহের সমান সম্রাট আর কেহ হন নাহি। পরে ইঁহার বিষয়ে অতিপ্রামাণিক লোকেরদের প্রমুখাৎ আর২ অনেক কথা শ্রুত আছে তাহার এক কথা লিখি।

প্রয়াগ তীর্থে শ্রীমুকুন্দ নামা এক ব্রহ্মচারী থাকিতেন এবং তাঁহার নিত্য সেবাকারী বড় ভক্ত এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে থাকিতেন ঐ ব্রহ্মচারী নিত্য যোগ করিতেন কিন্তু যোগসিদ্ধি হয় নাই এমন কালে এক দিবস দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন তাহাতে গোলোম ছিল তিনি সেই গোলোম সহিত দুগ্ধ পান করিয়া বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে তাঁহার অন্তঃকরণের বিকার হইয়া সাংসারিক ভোগাভিলাষ মুহুর্মুহু হইতে লাগিল ইহাতে তিনি ভাবিত হইয়া মনে২ বিবেচনা করিয়া জানিলেন যে আমি গোলোম খাইয়াছি তৎপ্রযুক্ত আমার

মনের বিকার হইয়া ভোগাভিলাষ হইল অতএব আমার এ শরীর রাখা কর্ত্তব্য নহে। এই বিচার করিয়া বাঞ্ছাবটকে আলিঙ্গন দিয়া সম্রাট ভবনেচ্ছাতে প্রয়াগতীর্থে দেহত্যাগ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার ঐ ভক্ত ব্রাহ্মণও প্রাণ ত্যাগ করিল সেই মুকুন্দ নামা ব্রহ্মচারী অকবর নামে বাদশাহ হইলেন ঐ ভক্ত ব্রাহ্মণ বীরবর নামে তাঁহার সভাসদ হইল এ কথা ঐ অকবর আপনি প্রকাশ করিয়াছিলেন অতএব তিনি জাতিস্মরও ছিলেন অতএব পাছে অন্য কেহ এই প্রকার করিয়া বাদশাহ হয় এই শঙ্কাতে ঐ বাঞ্ছাবটে শিষা চালাইয়া পাথরে গাঁথাইয়া দিয়াছেন।

আর ইঁহার অধিকারের শেষে কালাপাহাড় নামে এক যবন হইয়াছিল সে পূর্ব্বে ঘোড়াসিদ্ধিতে সিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ ছিল বাঙ্গালার এক বাদশাহ তাহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া যবন করিয়াছিল সে ঐ সিদ্ধিবলে প্রধান দেবপ্রতিমা ব্যতিরেকে যে দেবপ্রতিমাকে প্রণাম করিত সে প্রতিমা হতা হইত এইরূপে সে যবন হওয়াতে দেবতারদের উপর আক্রোশ করিয়া অনেক দেবপ্রতিমা নষ্ট করিয়া জগন্নাথে আসিয়া তথাকার রাজা শ্রীমুকুন্দ দেবের হাতে মারা গেল। শেষে ইঁহার নিকটে মন্ত্রী ও পণ্ডিত প্রভৃতি উত্তম লোক যেং ছিল তাহারা ক্রমেং সকলেই মরিল পশ্চাৎ বাদশাহও মূর্চ্ছা রোগেতে মরিলেন। ইহাঁর বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধ ৫১। ২। ৯ একান্ন বৎসর দুই মাস নয় দিন। আর কোনহ তওয়ারিখে ৫৬ ছাপান্ন বৎসর লিখে ইহার কারণ এই যে ইঁহার প্রথমাবস্থাতে বয়রমখাঁ খানখানা ওজীর ছিল সেই রাজ্য ব্যাপার করিত সে মারা গেলে পর বাদশাহ আপনি রাজ্য ব্যাপার করিতে লাগিলেন ইহাতেই কেহ ঐ সময়হইতে ইঁহার বাদশাহী ৫১। ২। ৯ একান্ন বৎসর দুই মাস নয় দিন লিখে। কেহবা পূর্ব্বহইতে ৫৬ ছাপান্ন বৎসর লিখে।

তারপর তাঁহার পুত্র নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঁগীর বাদশাহ হইলেন ইনি কিছু অনবস্থিত চিত্তের মত ছিলেন ইনি যে মহাপুরুষের প্রসাদে জাত হইয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ অকবরকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তোমার হিন্দুরাণীর গর্ব্ভে যে পুত্র হইবে সে কিছু অনবস্থিত চিত্তের মত হইলে ইহাতে তুমি তাঁহার প্রতি কখনও বিরক্ত হইবা না সেই বাদশাহ হবে ইনি ১০১৪ এক হাজার চৌদ্দ

হিজরি সনে অকবরাবাদের কিল্লাতে তক্তে বসিয়া পিতৃ শাসিত সকল দেশের প্রজারদের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন হিন্দু রাজার এক কন্যা আনাইয়া পিতার জীবদ্দশাতেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ রাণীর গর্ব্ভে শাহজাহাঁ নামে ইহাঁর পুত্র অকবরের বর্ত্তমানে জন্মিয়াছিলেন। ইনি প্রায় হিন্দুরদের মত বেশ ভূষা ধারণ করিতেন। ইঁহার মাতা স্নেহপ্রযুক্ত ইঁহার কর্ণ বেধ করাইয়া কুণ্ডল পরাইয়াছিলেন তাহাতেই ইনি কুণ্ডল ধারণ করিয়া তক্তে প্রায় বসিতেন। কিছু দিনের পর বাঙ্গালাতে শেরফগন খাঁ নামে এক ওমরা ছিল সে ইঁহার বাদশাহীর সময়ে মারা গেল তাহার স্ত্রী অতিবড় সুন্দরী ও অতিবড় গুণবতী ও পণ্ডিতা ও কবি ও বুদ্ধিমতী ও বিবেচিকা অতএব ঐ স্ত্রীকে আনাইয়া জাহাঙ্গীর নিকা করিলেন। ঐ স্ত্রীতে জাহাঙ্গীর বাদশাহ দিনেং অতিশয় আসক্ত হইলেন পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীর নাম নূরমহল দিয়াছিলেন তারপরে নূরজাহাঁ নাম দিলেন খোতবা সিক্কাতে ঐ নাম আপন নামের সহিত জারী করিলেন। আর নূরজাঁহা বেগমকে এক দিন আজ্ঞা করিলেন যে ন্যায়ব্যতিরেকে বাদশাহীর যে কিছু বিষয় সে সকলি তোমার কেবল আধ শের মাংস ও এক শের মদিরা তুমি আমাকে নিত্য দিবা। নূরজাঁহা দরিদ্র ও কাঙ্গালি ও ফকীরেরদিগকে অনেক ধন দিতেন ও অবিবাহিতা অনেক কন্যারদের বড় ঘটাতে বিবাহ দিতেন শাহজাহাঁও এমন পিতৃভক্ত ছিলেন যে এ ব্যাপারেতেও পিতার প্রতি কোনহ মতে বিরক্ত না হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পিতাতে বড়ই অনুরক্ত থাকিতেন ও পিতৃ আজ্ঞাতে আরং অনেক দেশ আয়ত্ত করিলেন যখন রাণার দেশ জয় করিয়া শাহজাঁহা আইলেন তখন জাহাঙ্গীর বাদশাহ অনুবর্জিয়া পুত্রকে আনিয়া পুত্রস্নেহ ও পুত্রের জয়েতে স্নেহার্দ্র চিত্ত হইয়া পুত্রকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া অনেক ধন বিতরণ করিলেন ও অনেক বহুমূল্য রত্ন পুত্রের নিছোনি করিয়া দিলেন এবং অনেক বহুমূল্য রত্নেতে পুত্রের সম্মান করিলেন ও পুত্রের সঙ্গে যেং ওমরারা গিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকে উপযুক্ত মত খিলাত ও নানা প্রকার রত্নাদি দিয়া পুরস্কার করিলেন। এবং আপন নিকটস্থ প্রধানং ওমরারদিগকে আজ্ঞা দিয়া আপন নিকটেই পুত্রকে নজর দেওয়াইলেন। এবং নূরজাঁহাও অনেক ধন বিতরণ করিয়া নানা প্রকার রত্নাদি সামগ্রী শাহজাঁহার নিকটে নজর

পাঠাইয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ যথার্থ ন্যায় করিতেন তা হাতে কাহারও উপরোধ করিতেন না। এক দিবস শাহজাঁহা বাদ শাহজাদা ঘোড়ার উপর চড়িয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন তাঁহার আসিবার কালে একপুত্রা বৃদ্ধা এক স্ত্রীর পুত্র অশ্বের পদাঘাতে নষ্ট হইয়াছিল তাহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী আপনি মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে২ বাদশাহের নিকটে আসিয়া পুত্রকে বাদশাহের সাক্ষাৎ ফেলিয়া দিয়া নিবেদন করিল যে আমার পুত্রকে কে মারিল ইহা বিবেচনা করিয়া যথার্থ দণ্ড কর। ইহাতে বাদশাহ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে শাহজাহাঁ বাদশাহজাদার ঘোড়ার পদাঘাতে মরিয়াছে অতএব ঐ বাদশাহজাদাকে আনাইয়া ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে দি লেন ও আজ্ঞা করিলেন তোমার পুত্র ইহাহইতে নষ্ট হইয়াছে অতএব ইহাকে আমি তোমাকে দিলাম যাহা মনে লয় তাহা কর। ইহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী রাণীর ও আর২ বেগমেরদের নানা প্রকার লোভ প্রদর্শন না মানিয়া আপনকুটীরের নিকটে সরে রাস্তার উপ রে বাদশাহজাদাকে আনিয়া বসাইল। শাহজাহাঁও এমত পিতৃ ভক্ত ছিলেন যে পিতৃ আজ্ঞার রক্ষার্থ ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী যেমন২ করিল তাহাই স্বীকার করিলেন। তদনন্তর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মৃত পুত্রের চারিদিগে শাহজাঁহার হাত ধরিয়া সাত বার ফিরাইয়া কহিল যে যা আমার এই মৃত পুত্রের নিছোনি করিয়া তোকে তোর প্রাণ দি লাম। পরে আর এক দিবস যে নূরজাঁহা বেগমেতে বাদশাহ অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন ঐ নূরজাঁহা বেগমের সহোদর ভ্রাতা কোনহ এক স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছিল। বাদশাহ বিচারাসনে বসিয়া ঐ বিষয়ের ন্যায় করিয়া নূরজাঁহা বেগমের ভ্রাতার পেট চাক করিয়া পেশ কবজহাতে লইয়া নূরজাঁহা বেগমের নিকটে গিয়া পঁহুছিলেন। নূরজাঁহা বেগম নজর হাতে লইয়া বাদশাহের সাক্ষাৎ আসিয়া দাঁ ড়াইলেন। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন যে এ কিসের নজর। নূর জাঁহা বেগম নিবেদন করিলেন আপনি যে যথার্থ ন্যায় করিয়াছেন তাহাতে আমার যে আনন্দ হইয়াছে তাহারি নজর। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন যে ভাল আজি যদি তোমার এই আনন্দ না হইত তবে আজি তোমাকেও তোমার ভ্রাতার সঙ্গী করিতাম। পরে পুরাণা দিল্লীতে ব্রাহ্মণাদি হিন্দুলোকেরা অনেক বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা বাদশাহের চাকরি করিতেন না আর কখনও কোনহ বি

বাদ করিয়া বাদশাহের নিকটে ফরিয়াদ করিতে আসিতেন না আপ নারাই সমঞ্জস করিতেন। দৈবাৎ তাহারদের মধ্যে কোনহ এক স্ত্রী পুরুষের ব্যভিচার প্রকাশ হইল ইহাতে ঐ স্ত্রীর কর্ত্তা ঐ স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিল ও ঐ পুরুষের কর্ত্তা ঐ পুরুষকে মারিয়া ফেলিল ইহাতে তথাকার ফৌজদার ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাহার দের নিকটে লোক পাঠাইল। ইহাতে ঐ বিশিষ্ট লোকেরা বাদশা হের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে আমারদের পুর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে আমারদের মধ্যে কাহারও ঘরে যদ্যপি কোন বি রোধ কিম্বা মন্দ ক্রিয়া দৈবাৎ হয় তবে তাহার প্রতিকার আমরা আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক করি সে কথা রাজদ্বারে প্রকাশ করাতে আমারদিগের মর্য্যাদার হানি হয় এ কারণ এ বিষয় আমরা রাজ দ্বারে প্রকাশ করি নাই কিন্তু তথাকার ফৌজদার আপনাহইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আমারদের নিকটে লোক পাঠাইয়া দিয়া ছেন। বাদশাহ তাহারদের কথা দ্বারা বিশিষ্ট জানিয়া তাহারদের সম্মান করিয়া তাহারদের সকল বিষয় তাহারদেরি অধীন করিয়া দিয়া তাহারদিগকে রাজশাসনের বহির্ভূত করিয়া বিদায় করিলেন। ইনি যখন বিচার করিতেন তখন অর্থি প্রত্যর্থির কথা আপনি সাক্ষাৎ শুনিতেন কখনও কাহারও দ্বারা কাহারও কথা শুনিতেন না। ইহারদের এইরূপ বিচারেতে দেশেং বড় প্রতাপ হইল প্রায় দেশ বিবাদরহিত হইল যদি কখনও দৈবাৎ কোথাও বিবাদ হইত তবে সে বিবাদ আপনাতেই সমঞ্জস হইত বাদশাহের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত প্রায় আসিত না আর ইনি বন্য ব্যাঘ্রেরদিগকে আনাইয়া আপন সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিতেন। তাহাতে যদি কেহ কহিত আপনি এ কি করেন এ ব্যাঘ্রজাতি হিংস্র স্বভাব না জানি কখন কি করে। ইহাতে আজ্ঞা করিতেন যে আমি কি কেবল মনুষ্যেরদের রাজা ইহা রদের কি রাজা নহি। বাস্তব সে বন্য ব্যাঘ্রেরাও বাদশাহের নিকটে নতমস্তক হইয়া থাকিত। আর ইঁহার তক্তের উভয় পার্শ্বে সো হনা ও মোহনা নামে দুই শূকর থাকিত যদি কোনহ মুসলমান কহিত যে এ রূপ মহম্মদী দীনের ধর্ম্ম নয় আপনি এ কি করেন। বাদশাহ আজ্ঞা করিতেন সে বাস্তব বটে আমি তাহা জানি কিন্তু মা তৃকুলের ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে এই দুই শূকরকে কেবল আপনি নি কটে রাখি ও পিতৃকুল ধর্ম্মরক্ষার্থে ভক্ষণ করি না। ইঁহার অধিকা

রের সময় অবধি বাদশাহী সিংহাসনের সম্মুখে ওমরারদের বসি বার বারণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রথা হইল। নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীরশাহ বাদশাহের এইং রূপ অনেক প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে। ইনি রোগগ্রস্ত হইয়া মরেন ইহাঁর বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধা ২২ বাইশ বৎসর। তাহারপর তাঁর পুত্র শাহাবুদ্দীন মহম্মদ শাহজাঁহা বাদশাহ হইলেন ইহার বাল্যাবস্থাতে খোরম নাম ছিল অকবরাবা দের কিল্লাতে ইনি জলুস করিলেন এবং ইনি পিতৃবর্ত্তমানেই আপন বাহুবলে অনেকং দেশ সুশাসিত করিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত সে সম য়েও প্রতাপান্বিত ছিলেন বাদশাহ হইলে পর ততোধিক দোর্দ্দণ্ড প্র তাপশালী হইলেন ইহার মহম্মদীমতে কিছু তাৎপর্য্য ছিল ইনি বা দশাহ হইয়াই আপন সন্তান ব্যতিরেকে হিন্দুস্থানস্থ স্বকীয়বংশের সমূল বিনাশ করিলেন। এক প্রধান পণ্ডিতকে আনাইয়া মন্ত্রী করি লেন তাহার নাম শাদুল্লা খাঁ সে কোনহ ওমরার সন্তান ছিল না কিন্তু পাণ্ডিত্যেতে ও নানা গুণেতে মনুষ্যত্বাপন্ন হইতে যেং উপ যুক্ত হয় সে সকলেতে সম্পূর্ণ ছিল আরং সকল মন্ত্রী মধ্যে ও ওমরারদের মধ্যে এ প্রধান ছিল এবং রাজকীয় যাবৎ ব্যাপার সকলি ইহার পরামর্শের অধীন ছিল। এ মন্ত্রী হইলে পর অতি জীর্ণ ও মলিন পূর্ব্বাবস্থার আপনার পরিধেয় বস্ত্র অতিযত্নপূর্ব্বক এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিত যখন বাদশাহের সম্মুখে যাইত তখন ঐ বস্ত্র অবলোকন করিয়া যাইত ইহাতে আরং ওমরারা ও মন্ত্রিরা বাদশাহের নিকটে নিবেদন করিল যে শাদুল্লা খাঁ যখন সাক্ষাৎ আ ইসেন তখন এক সিন্দুকের মধ্যে কি আছে তাহাই দেখিয়া আই সেন ইহাতে বুঝি সাক্ষাৎহইতে তাহার প্রতি উত্তরোত্তর যে অধিক অনুগ্রহ হইতেছে তাহার কারণ এই হইবে। ইহাতে বাদশাহ ঈষৎ সন্দিগ্ধ হইয়া তাহারদের লোকদ্বারা ঐ সিন্দুক সাক্ষাৎ আনা ইয়া দেখিলেন যে কএকখান জীর্ণ বস্ত্রমাত্র। আজ্ঞা করিলেন শাদু ল্লা খাঁ এ কি। শাদুল্লা খাঁ নিবেদন করিল যে আমার পূর্ব্বাবস্থার স্মারক। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন ফল কি। শাদুল্লা খাঁ নিবেদন করিল রাজপ্রসাদ জন্য মত্ততার অঙ্কুশস্বরূপ কেননা পুরুষ বিষ য়মদে মত্ত হইলে অপ্রকৃতিস্থ হয় অপ্রকৃতিস্থ হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য গ্রহ থাকে না কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য গ্রহ না থাকিলে সর্ব্বনাশ হয় অতএব উত্তমপুরুষের এই কর্ত্তব্য ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত ভালই হউক কিম্বা মন্দই

হউক তাহাতে মত্ত ও বিষন্ন না হইয়া সর্ব্বদা আপনার স্বরূপ স্মরণ ত্যাগ করিবে না। ইহাতে বাদশাহ শাদুল্লা খাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার যে উত্তমত্ব জানিয়া আমি তোমাকে মন্ত্রী পদাভিষিক্ত করিয়াছি আজি সে উত্তমতা বরং ততোধিক উত্তমতার ইহারদেরহইতে বিলক্ষণ মতে লোকতঃপ্রকাশ হইল। আর শাহজাঁহা দিল্লীর প্রান্তে কএক কোটি টাকা খরচ করিয়া অতিবড় এক শহর ও কিল্লা আবাদ করিয়া তাহার নাম শাহজাঁহানাবাদ রাখিলেন। পরে কএক কোটি টাকা খরচ করিয়া এক রত্নময় সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম তক্ততাউসী রাখিয়া ঐ কিল্লাতে ঐ সিংহাসনে বসিলেন। পরে ঐ কিল্লাতে দেওয়ানখাসের দ্বারের জালী ও বহিঃপ্রকোষ্ঠের কাঠরা ও ছাত মড়াইতে কএক কোটি টাকার রূপা ও সোণা লাগাইয়াছিলেন এবং আরং প্রধানং প্রাসাদের নির্ম্মাণেতে সঙ্গমরমর ও সঙ্গমূসা ও সঙ্গবাদল ও সঙ্গএসম ও যকীক ফীরোজাপ্রভৃতি নানা জাতীয় ও নানা বর্ণ প্রস্তর ও সোণা রূপা ও নানাপ্রকার রত্ন যথোপযুক্ত স্থানে বিনিবেশিত করিয়াছিলেন। এবং আপনখুশির ছলেতে কেবল গরীব গোরবারদের প্রতিপালনার্থে প্রায় আপনার খুশির মজলিসে কোনহ খুশিতে ১০০০০০০ দশ লক্ষ কাহাতে ২০০০০০০কুড়ি লক্ষ ও কাহাতেও ২৫০০০০০ পচিশ লক্ষটাকা খরচ করিতেন। ও এই বাদশাহ অতিবড় দাতা ছিলেন শাহজাঁহানাবাদে আপনি আর প্রতিসুবাতে বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে সুবেদারেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি তৈজসের ও ব্রীহি যবাদি সামগ্রীর মাসেং দুই তুলা দান করিতেন। ইনি ধর্ম্মনিষ্ঠ বড় ছিলেন পিতার সাক্ষাৎ সুরাপান ত্যাগ করিয়া তিনলক্ষ টাকার রত্নাদি নির্ম্মিত পানপাত্র সকল দরিদ্রের দিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন তদবধি আপন জীবদ্দশাপর্য্যন্ত কখনও সুরাপান করেন নাই আর ইনি যথাকালে রাজকীয় ব্যাপার করিয়া ঈশ্বরপর হইয়া থাকিতেন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সকল সমাপন করিয়া তসবী জপিতেং কিরণ নামে এক অলঙ্কার মুখের পার্শ্বে ধারণ করিয়া দর্শনী ঝরোকা নামে এক গবাক্ষদ্বারে আসিয়া নিত্য বসিতেন সেখানে বাহিরে কাণা খোঁড়া লুলা ও আতুরাদি দরিদ্রেরা একত্র হইয়া থাকিত তাহারদিগকে সেই সময় স্বর্ণ রূপ্যাদি দানেতে পরিতোষ করিতেন দুই প্রহরের পর শাহজাঁহানাবাদে যে

খানে যে বুভুক্ষিত লোক থাকিত তাহারদের নিকটে খাস খানা পা ঠাইয়া পশ্চাৎ আপনি খানা খাইতেন এইমত দুই প্রহর রাত্রিতেও করিতেন। ইহাঁর অধিকারের সময়ে প্রজারা ও ওমরারা সকলে বড় সুখী ছিল আর ইহাঁর তাজমহল বেগমের গর্ভজাত চারি পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন পরে ঐ তাজমহল বেগম কিছু দিনের পর মরিলেন তাহাতে শাহজাঁহা বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখী হইয়া প্রায় অনেক রাজভোগ ত্যাগ করিলেন ও ঐ বেগমের যত ধন ছিল সে সকল ধন তাঁহার সন্তানেরদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন ও ঐ বেগ মের এক মকবরা কিছু অধিক কোটি টাকাতে তৈয়ার করিয়া দি লেন ঐ মকবরার রৌজা তাজমলুক নাম রাখিলেন তথাকার কোরা নখানি ও খিচুড়ি বাঁটাপ্রভৃতি খরচের কারণ প্রত্যহ ২০০০ দুই হাজার টাকা নির্ব্বন্ধ করিয়া দিলেন। এই শাহজাঁহা বাদশাহের অন্যং দেশে এমন নাম হইল যে ইরান ও তুরানের বাদশাহেরা ইহাহইতে সশঙ্ক হইয়া প্রায় দূতদ্বারা প্রতি বৎসর উপঢৌকন সা মগ্রী পাঠাইতেন। এবং বলখ প্রভৃতি কএক দেশের বাদশাহেরা ইহাঁর নিকটে আসিয়া ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়া স্বস্ব দেশ নিঃশঙ্ক হইয়া বাদশাহী করিতে লাগিলেন। পরে বাদশাহ আপন চারি পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেবকে দক্ষিণ দেশের অধিকার দিলেন শাহ শুজাকে পূর্ব্ব দেশের অধিকার দিলেন মহম্মদ মুরাদকে গুজরাট প্রভৃতি দেশের অধিকার দিলেন আর আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সি কোকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন অতএব তাঁহাকে যুবরাজ করিয়া আ পন নিকটে রাখিলেন কিছু দিনের পরে বাদশাহ মূর্চ্ছা রোগগ্রস্ত হইলেন ইহাতে অন্যং দেশে গিয়াছিলেন যে পুত্রেরা তাঁহারা সক লে এ বার্ত্তা শুনিয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া শাহশুজা আসাম দেশপ র্য্যন্ত পলায়ন করিলেন। মহম্মদ দারা সিকো ইরানপর্য্যন্ত পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন পথিমধ্যে মরিলেন মহম্মদ মুরাদও মারা গে লেন আওরঙ্গজেব রাজধানীতে আসিয়া পিতাকে কএদ করিয়া আ পনি তক্তে বসিলেন। শাহাবুদ্দীন মহম্মদ শাহজাহাঁ ঐ কএদে মরি লেন ইহাঁর বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধা ৩১।৩।২০ একত্রিশ বৎসর তিন মাস কুড়ি দিন।

তাহারপর মহীউদ্দীন মহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ হন ইহাঁর পিতৃ বর্ত্তমানে এক জলূস পিতার মৃত্যুর পর আর এক

জলুস এই জলুস ১০৬৮ এক হাজার আটষট্টি হিজরি সনে হয় ইনি মহম্মদী মতে অতিবড় তৎপর হইলেন। আর প্রধানং অনেক দেবস্থান নষ্ট করিলেন হিন্দুরদের মতে সূর্য্যার্ঘ্য ও গণেশ পূজাদি দেবকৃত্য সকল বাদশাহী কিল্লার মধ্যে অকবর অবধি নিয়মিতছিল সে সকল ক্রিয়া বারণ করিলেন ও অকবর অবধি যেং আইন জারী ছিল সে সকল আইনের মধ্যে অনেক আইনের অন্যথা করিয়া স্বক পোলরচিত অনেক আইন জারী করিলেন। দক্ষিণ দেশে যেং দেশ শাসিত ছিল না সে সকল দেশের শাসনের নিমিত্তে লোক পাঠাই লেন ও আপন মধ্যম পুত্র আজমশাহকে কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের অধিকার দিলেন। পরে ঈরাণ ও তুরান ও বলখ ও বোখারা ও মি সর ও কাশগর ও বসরা এই লকল দেশের বাদশাহেরদের উকীলে রা সে সকল দেশের উত্তমং সামগ্রী ও মঙ্গল সম্বাদ পত্র সমেত বা দশাহের সাক্ষাৎ আইল তাহারদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করিয়া প্রত্যেকের প্রত্যুত্তর পত্র ও উত্তমং সামগ্রী দিয়া বিদায় করিলেন। ঈরাণের বাদশাহের কিছু উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সে ইহাঁ হইতে সাহায্য চাহিয়াছিল অতএব তাহার সাহায্যার্থে অনেক সৈন্য পাঠাইয়া কিছু দিনের পর আপনিও তাহার সাহা য্যার্থে যাইতেছিলেন পথিমধ্যে শুনিলেন যে ঈরাণের বাদশাহের সহিত যে উপদ্রব করিয়াছিল সে রোগে মরিয়াছে ইহা শুনিয়া পথ হইতে ফিরিয়া আইলেন। পরে দক্ষিণ দেশের বিজানগরের হাকীম আদলশাহ কিছুং পেশকোশ বরাবর ইহারদিগকে দিত সে ইহাঁকে তাহা দিল না অতএব অনেক সৈন্য সহিত রাজা জয়সিংহ হরায়কে তাহার দমনার্থে পাঠাইলেন তিনি তথা গিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার দেশ সকল আয়ত্ত করিয়া গড়সেতার প্রভৃতি অনেক গড় অধিকার করিয়া আইলেন। পরে গুলকণ্ডার হাকীম অবুলহসন্ খাঁ তানাশাহ বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মাজ্জম বাদাদুরশাহের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া স্বদেশে উপযুক্ত মত রাখিয়াছিল পরে ঐ তানাশাহ আলমগীর বাদশাহহ ইতে কিছু বিমনা হইল তৎপরে আলমগীর আপন পুত্র ও পুত্রব ধূকে কোন ছলে আপন নিকটে আনাইয়া তাঁহারদিগকে কএদ করিয়া আপনি সসৈন্য গুলকণ্ডাতে গিয়া তানাশাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গুলকণ্ডা গড় সমেত তাহার দেশ সকল অধিকার করিয়া

স্বস্থানে আইলেন। এই২ মতে দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহেরদের দেশ ও গড় সকল অধিকার করিয়া ও যথেষ্ট নানাপ্রকার রত্নাদি ধন পাইয়া সর্ব্বসুদ্ধা ২২ বাইশ সুবা কুপ্ত করিলেন। অকবরের সময়ে ১১ এগার সুবা কুপ্ত ছিল সেই বাইশ সুবার বিবরণ এই। দক্ষিণে ৯ নয় সুবা ও উত্তরে ১ এক সুবা ও পূর্ব্বে ৩ তিন সুবা ও পশ্চিমে ৮ আট সুবা ও শাহজাঁহানাবাদ ১ এক সুবা। 'ইহাতে আলমগীর বাদশাহের অতিবড় প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য হইল প্রায় রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমন ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ কোনহ দিল্লীর রাজার হয় নাই নিত্য জিলোখানাতে সসজ্জ হইয়া পঞ্চাশ হাজার সওয়ার প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকালপর্য্যন্ত হাজীর থাকিত সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অন্য পঞ্চাশ হাজার সওয়ার এইরূপে নিত্য হাজীর থাকিত। ইহার বালককালে মহীউদ্দীন মহম্মদ নাম ছিল। পরে এক দিবস শাহজাঁহা বাদশাহ সেমহলার উপরে বসিয়া হস্তিযুদ্ধ দেখিতেছিলেন ঐ দালানের দ্বিতীয় মহলে বসিয়া বাদশাহজাদারা কৌতুক দেখিতেছিলেন এই কালে হাতিরা অতিমত্ত হইয়া বড় যুদ্ধ করিতে লাগিল ইহাতে শাহাজঁহা বাদশাহ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ দ্বারা সিকোকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। মহীউদ্দীন মহম্মদ বারাণ্ডাতে দাঁড়াইহা কৌতুক দেখিতেছিলেন ইত্যবসরে এক মত্ত হস্তী হামলা করিয়া মহীউদ্দীন মহম্মদকে শুঁড়ে জড়িয়া লইল তৎক্ষণে মহীউদ্দীন মহম্মদ কিছু উপায় না পাইয়া কমরে যে খঞ্জর ছিল তাহা লইয়া ঐ হাতির কণ্ঠ দেশ বিদারণ করিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিলেন তৎপ্রযুক্ত বাদশাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আওরঙ্গজেব খেতাব দিলেন। পরে বাদশাহ হইলেন আলমগীর নাম হইল আর যখন এই আওরঙ্গজেব দক্ষিণ দেশে গিয়াছিলেন তখন সৈন্য খরচের কারণ এক গুজরাতি মহাজনহইতে অনেক টাকা কর্জ লইয়াছিলেন সে কর্জ্জের তমস্সুক লিখা গেল সেই তমস্সুকে খাতক বাদশাহ হইলেন পূর্ব্বে মহাজনের নামের নীচে খাতকের নাম লিখা যাইত এই রীতি ছিল বাদশাহের নাম নীচেতে লিখা উপযুক্ত নয় অতএব এ তমস্সুকে খাতকের নাম মহাজনের নামের উপরে লিখা গেল তদবধি ফারসি তমস্সুক লিখার এই শৈলী হইল। আর তখন এমনি মহাজন সকল ছিল যে এই মহাজন ঐ টাকার মধ্যে কেবল এই বাদশাহের জলুসী এক রকম কোটি টাকা দেয়।

পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুরশাহের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহার দোষ ক্ষমা করিয়া ১৪ চৌদ্দ বৎসরের পর তাঁহাকে কএদহইতে খালাস করিয়া কাবুল দেশের অধিকার দিলেন ও মধ্যম পুত্র আজমশাহ কে দক্ষিণ দেশের অধিকার দিলেন। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র মহম্মদ ময়ীউদ্দীন ও আজীমুদ্দীন নামে দুই পৌত্রকে পাটনা ও কোর্রা এই দুই দেশের অধিকার দিলেন পরে কামবখশ্ নামে পুত্রকে বাঙ্গালা ও কিছু দক্ষিণ দেশ সহিত উড়িষ্যার অধিকার দিলেন। ও আজমশাহের পুত্র বেদারবক্তকে মালুয়া ও খান্দেশের অধিকার দিলেন এই২ রূপে পুত্র ও পৌত্রেরা যে২ দেশের অধিকার পাইলেন সে২ দেশের বিলক্ষণ শাসন করিয়া বাদশাহের আজ্ঞাবহমতে পরমসুখে থাকিলেন এবং আসদ্‌খাঁ উজীর ও জাফর খাঁ অমীরলওমরা ও রাজা রঘুনাথ নামে প্রধান মন্ত্রিপ্রভৃতি হজুরি ওমরারা অন্য২ দেশীয় বাদশাহেরদেরহইতে অধিক সুখে ছিলেন এবং সুবেজাতেও যে২ ওমরারা ছিল তাহারাও বড় সুখে ছিল। আর বাদশাহ প্রায় যোগাভ্যাসে থাকিতেন ও তপস্বির ন্যায় আচরণ করিতেন ও আপন পৈতৃক কএক বিঘা ভূমির করেতে যাহা পাইতেন তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হইত রাজভোগ কিছুই করিতেন না ও মদ্য মাংসাদি কিছুই খাইতেন না ও সকল জিনিসের মহসুল বারণ করিয়া দিলেন ও কম্বলে শয়ন করিতেন ও সপেতে বসিতেন ও দেড় টাকার অধিক বস্ত্র পরিতেন না ও মহম্মদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু করিতেন না ইনি ৪০ চল্লিশ বৎসর বয়সে বাদশাহ হইয়া এই২ রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন কিন্তু পিতৃ বর্ত্তমানে অনেক রাজভোগ করিয়াছিলেন। আর যখন তক্তে বসিতেন তখনি কেবল রাজোপযুক্ত বস্ত্র ভূষণ ধারণ করিতেন। পরে দক্ষিণ দেশে মারহাট্টারা বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল ইহাতে বাদশাহ অনেক সৈন্য সহিত দক্ষিণ দেশে গিয়া ভিঁওরা নদীর তীরে ছাউনি করিলেন ও আওরঙ্গাবাদ নামে এক শহর আবাদ করিলেন বাদশাহ প্রায় তথাতেই থাকিতেন। এক দিবস মারহাট্টারা এমন যুদ্ধ করিল যে তাহাতে বাদশাহেরও রক্ষা পাওয়া ভার হইল তাহাতে তোপখানার ইঙ্গরাজেরা ব্যূহ রচনা করিয়া বাদশাহের প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া প্রধান২ ইঙ্গরাজেরদিগকে উত্তম২ পদ দিতে চাহিলেন তাঁহারা সে সকল কিছুই না

লইয়া কেবল এই কলিকাতাতে কিছু ভূমি লইলেন এই ইঙ্গরাজ বাহাদুরের এ হিন্দুস্থানে ভূমিসম্বন্ধের প্রথমাঙ্কুর হইল। তাহার পর বাদশাহ এক দিবস সৈন্যের মউজুদাদ লইলেন তাহাতে অন্যং সৈন্যের কথাঃ কি লিখিব কেবল হাতী ৫৬০০০ ছাপান্ন হাজার হইল ইহাতে বাদশাহের মনে বড় যে অহঙ্কার হইল সেই অহঙ্কার চূর্ণ করিতে ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত ভিঁওরা নদীর এমন এক দহ পড়িল যে তাহাতে প্রায় সকল সৈন্য নষ্ট হইল। ইনি প্রধানং অনেক দেবস্থানের ব্যাঘাত করিয়া ছিলেন কিন্তু জ্বালামুখী ও লছমণবালাতে বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়া তাহারদিগকে মানিয়া সেবার্থে অনেক টাকার ভূমি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐ আওরঙ্গাবাদে ১২ বারোবৎসর থাকিয়া এক ব্রাহ্মণের শাঁপে বিকৃত শব্দ করিতেং মরিলেন ইঁহার বাদশাহী ৪৯ উনপঞ্চাশ বৎসর। তাহারপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুরশাহ দিল্লীতে বাদশাহ হইলেন আজমশাহপ্রভৃতি ভ্রাতারা বাহাদুরশাহের সঙ্গে পিতার মরণের পর যুদ্ধেতে মারা গেলেন। বাহাদুরশাহ বাদশাহ হইলেন ইনি স্ববিদ্যাতে বড় পণ্ডিত ও দাতা ছিলেন ও পণ্ডিত ও কবি লোকেরদের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতেন লাহোরে কোনহ কার্য্য প্রযুক্ত গিয়াছিলেন তথাতে মরিলেন ইঁহার বাদশাহী ৫ পাঁচ বৎসর। তারপর তাঁহার পুত্র ময়ীউদ্দীন জাহাঁদারশাহ বাদশাহ হইয়া লাহোরের কিল্লাতে জলূস করিলেন ও জুলফকার খাঁকে উজীর করাতে আরং ওমরা সকল বাদশাহ হইতে মনেং বিরক্ত হইলেন। পরে পাটনার ও জৌনপুরের হাকিম হসন আলী খাঁ ও হোসেনআলী খাঁ এই দুই ভ্রাতা বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র মহম্মদ ফররুখ্‌সিয়রকে আনাইয়া বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে শাহজাঁহানাবাদে যাইতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ এ বার্ত্তা শুনিয়া লাহোরহইতে অতিত্বরাতে জুলফকার খাঁ মন্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইলাহাবাদে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল সেই যুদ্ধে বাদশাহ ভগ্ন হইয়া দিল্লী গেলেন ও পাছেং মহম্মদ ফররুখসিয়র সসৈন্য দিল্লী গিয়া বাদশাহকে উজীর সহিত নষ্ট করিয়া আপনি বাদশাহ হইলেন। জাহাঁদারশাহের বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধ ৯ নয় মাস। তাহারপর ফররুখসিয়র বাদশাহ হইয়া এই হসনআলী খাঁকে উজীর করিলেন। আর ঐ হোসেনআলী খাঁ

কে অমীরলওমরা করিলেন তাহারা দুই ভাই এক পরামর্শ হইয়া বাদশাহকে মারিয়া ফেলিল ইহার বাদশাহী ৭ সাত বৎসর। তার পর ঐ দুই ভাই আপনারদের বাদশাহী হওয়াতে অন্যং ওমরারদেরহইতে সশঙ্ক হইয়া রফীয়দ্দরজাত নামে আলমগীরের প্রপৌত্রকে কএদহইতে আনাইয়া বাদশাহ করিল। ইনি কিছু দিনের পর ক্রমেং কিঞ্চিৎ প্রতাপ প্রকাশ করিতেই ঐ দুই ভ্রাতা ইঁহাকে কএদ করিল ইনি সেই কএদেই মরিলেন ইহার বাদশাহী ৩ তিন মাস। পরে ঐ দুই ভ্রাতা পরামর্শ করিয়া রফীয়দ্দৌলা নামে আলমগীরের আর এক প্রপৌত্রকে কএদহইতে আনাইয়া তক্তে বসাইয়া আপনারাই বাদশাহী করিতে লাগিল। পরে রফীয়দ্দৌলার কিছুং বাদশাহী জারী করাতে তাঁহাকে ঐ দুই ভ্রাতা মারিয়া ফেলিল ইহার বাদশাহী ১ এক মাস। ঐ দুই ভ্রাতা এইরূপে রফীয়দ্দৌলাকে মারিলে পর তাহারদের অন্তরঙ্গ লোকেরা কহিল যে এরূপে বাদশাহজাদারদিগকে বাদশাহ করিয়া মারাহইতে বরং আপনারা কেহ বাদশাহ হন সেই ভাল। এই মত অন্তরঙ্গ লোকেরদের কথাতে হোসেনআলী খাঁর বাদশাহ হইতে ইচ্ছা হইল। পরে এক দিবস শুভ সময় নিরূপণ করিয়া বাদশাহী পোশাক পরিয়া আপনি বাদশাহ হইতে সিংহাসনের নিকটে আসিয়া ভয়েতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে তাহার অন্তরঙ্গ লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে মোশাহেব লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে আপনি মূর্চ্ছিত হইলেন কেন। হোসেনআলী খাঁ কহিল যে আমি যখন তক্তের নিকটে গেলাম তখন তীক্ষ্ন খড়্গহস্ত শূকর মুখাকৃতি বানরমুখাকৃতি এতদ্রূপ নানা প্রকার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম তৎপ্রযুক্ত ভয়েতে মূর্চ্ছিত হইলাম। পরে কএক দিনের পর মহম্মদ শাহকে কএদহইতে খালাস করিয়া তক্তে বসাইল। তিনি কএক দিন তক্তে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে এক দিবস হোসেনআলী খাঁকে কোন বিষয়ে কিছু আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে হোসেনআলী খাঁ মনেং বিরক্ত হইয়া মহম্মদশাহকে কোন ছলে একান্তে লইয়া গিয়া বড় চড় মারিল ও কহিল যে আমি তোকে সে দিন বাদশাহ করিলাম ইহারি মধ্যে তুই আমারি উপর হুকুম করিস যা আজি তোকে মাফ করিলাম আর কখনও যদি এমত করিস তবে প্রাণেই মারিয়া ফেলিব। তদনন্তর বাদশাহ

কাঁদিতেং আপন মাতার নিকটে গেলেন তাঁহার মাতা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া সেই দিন অবধি তাঁহাকে আর বাহির হইতে দিলেন না। আর হোসেনআলী খাঁ প্রভৃতিকে কহিলেন আমার পুত্র বালক ইনি কি জানেন ইনি অন্তঃপুরেই থাকুন তোমরাই বাদশাহী ব্যাপার সকল কর। ইহাতে হোসেনআলী খাঁ প্রভৃতিরা বড় ভাল হইল ইহা মনেং বুঝিয়া আপনারা বাদশাহী করিতে লাগিল। পরে হসনআলী খাঁ দক্ষিণে গেল এই অবসরে অহম্মদশাহের মাতা মহম্মদআলী খাঁ ও চীকনিচ খাঁ নামে যে দুই জন পূর্ব্বে ওমরা ছিল তাহারদের সঙ্গে সাজিস্তা করিয়া ঐ হোসেনআলী খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হসনআলী খাঁকে মারিয়া ফেলিলেন। পরে হোসেন আলী খাঁ এই বার্ত্তা শুনিয়া এ বাদশাহকে নষ্ট করিয়া আর এক বাদশাহ করিতে মনে করিয়া ১০০০০০ লক্ষ সওয়ার ও আরং অনেক প্রকার সৈন্য লইয়া দিল্লী আসিতেছিল পথে মহারাজ জয়সিংহ তাহাকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন। তাহারপর সলতনৎ কাএম হইল তখন মহম্মদশাহ নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্য ব্যাপার করিতে লাগিলেন ও মহম্মদঅর্মা খাঁকে উজীর করিলেন আর চীকনিচ খাঁকে নিজামুলমুল্ক আসফজা খেতাব দিয়া ও দক্ষিণ দেশের নয় সুবার মোক্তিয়ার ও উকীল মোতলক খেদমৎ দিয়া দক্ষিণে বিদায় করিলেন ইহার সঙ্গে নয় লক্ষ নেজা থাকিত। পরে মহম্মদশাহ বাদশাহ জকরিয়া খাঁকে ৬০০০ ছয় হাজার মোগল সওয়ার সহিত সিন্ধু দেশের মোক্তিয়ার করিয়া বিদায় করিলেন ও মহারাজ জয়সিংহকে অকবরাবাদের সুবেদার করিলেন ও সাদৎ খাঁ ভরভূনাকে অযোধ্যার সুবেদারী দিলেন। পরে শুজাওদ্দৌলা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন তিনি অনেক খাজানা ও উপঢৌকন সামগ্রী বাদশাহের সাক্ষাৎ পাঠাইলেন তাহাকে তাঁহার উপর বড় তুষ্ট হইয়া উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা ও আজীমাবাদ এই তিন সুবার মোক্তিয়ার করিলেন। পরে বঙ্গস পাঠানকে উপযুক্ত মর্য্যাদা ও মনসব খেদমৎ দিলেন ও আমীর খাঁ প্রভৃতি নিকটস্থ ওমরারদিগকেও মনসব খেদমৎ দিলেন। এইরূপ রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ সলতনৎ কাএম করিয়া রাজ্য ব্যাপার করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে মহম্মদ অমীর খাঁ উজীর রোগে মরিল। পরে মহম্মদশাহ বাদশাহ তাঁহার পুত্র কমরুদ্দীন খাঁকে পিতৃপদস্থ করি

লেন আর খাঁনদৌরা খাঁকে অমীরলওমরা করিলেন। এ কিছু রেশবৎ লইত না এইপ্রযুক্ত ইহাকে এক কোটি টাকার জায়গীর দিলেন এবং এ বাদশাহের বড় প্রত্যয়পাত্র হইল প্রায় ইহারি কথামতে বাদশাহ্ রাজ্য ব্যাপার সকলি করিতেন কিছু দিন এই রূপে গেলে পরে বাদশাহ্ ও মকরুদ্দীন খাঁ উজীর দুই জনে বিহার ও বিলাস ও নৃত্য গীত ও সুরাপান এই সকলেতে অত্যন্ত আসক্ত হইলেন ও রাজ্য ব্যাপারে মনোযোগমাত্র থাকিল না ও সুবে জাতে তে সুবেদারেরাও অপদস্থ ও স্থানান্তর না হওয়াতে প্রায় স্বস্বপ্রাধা ন্য ব্যবহার করিতে লাগিল। এবং খাঁনদৌরা খাঁ রাজ্য কর্ম্মে অত্যন্ত প্রদৃপ্ত হইতে লাগিল ইহাতে মকরুদ্দীন খাঁ মন্ত্রী যদ্যপি বা হ্যে সমতা ব্যবহার করিতেছিল তথাপি মনে২ কিঞ্চিৎ বিষম ভাবা পন্ন হইল। আর নিজামুল্মুল্কও পূর্ব্বে বাদশাহের অধীনতা ব্যব হার যে করিত তাহার কিছু অন্যথাচরণ করিল তাহার এইরূপ ব্যবহারে তাহার প্রতি বাদশাহের কিছু চিত্তের বৈলক্ষণ্য হওয়াতে বাদশাহের নিকটস্থ নিজামুল্মুল্কের বিপক্ষ লোকেরা পুষ্টি করিতে লাগিল ইহাতে বাদশাহের নিকট হইতে নিজামুল্মুল্কের তলপ গেল তাহাতে নিজামুল্মুল্ক আইল এবং বাদশাহীতে যেমনং পূর্ব্বাপর রীতি আছে সেই মতে বাদশাহের সাক্ষাৎ গেল। বাদ শাহও তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহাতে বাহ্য সন্তোষ ও আন্তরিক রোষ প্রকাশ হইল ইহাতে নিজামুল্মুল্ক তদ্রূপ হইয়া বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া দক্ষিণ দেশে স্বস্থানে গেল। কিছু দিনের পর নিজামুল্মুকের বাদশাহী সলতন তের প্রতি শৈথিল্য জানিয়া খোরাসানহইতে অনেক সৈন্য সমেত নাদরশাহ্ দিল্লীতে আসিয়া পহুঁছিল। ইহাতে খাঁনদৌরা খাঁ অমী রলওমরা অনেক সৈন্য লইয়া নাদরশাহের সহিত ঘোরতর রণ ক রিয়া প্রায় তাহাকে পরাস্ত করিয়া সন্ধ্যা সময়ে ডেরাতে আসিয়া নমাজ করিতেছিল ইতিমধ্যে এক গুলি আসিয়া লাগিল তাহাতেই খানদৌরা খাঁর প্রাণ বিয়োগ হইল। তাহারপর নাদরশাহ্ শাহ জাহানাবাদের কিল্লাতে আসিয়া পহুঁছিলেন। ইহাতে কএক ওমরা তৎক্ষণে নিরুপায় বুঝিয়া বিষ খাইয়া মরিল। তারপর না দরশাহ্ শহরের স্থানেং আপন চৌকি বসাইলেন। পরে মহম্মদ শাহ্ বাদশাহও আর কোন উপায় না পাইয়া মলকজমানিয়া নামে

বাদশাহ বেগমের পরামর্শমতে কিল্লার বাহির হইয়া নাদরশা হের সঙ্গে শিষ্টাচার করিয়া কিল্লার মধ্যে তাহাকে আনিয়া এক তক্তে দুই জনে বসিলেন এবং পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষাও অনেক হইল। এইরূপে কএক দিন গেলে পর এক দিবস জুমামসজিদে নমাজ পড়িয়া নাদরশাহ আসিতেছেন ইত্যবসরে তাহার কর্ণমূলের নিকট হইয়া এক গুলি চলিয়া গেল ইহাতে নাদরশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কতলামের আজ্ঞা দিলেন এই আজ্ঞামতে নাদর শাহের যত সৈন্য ছিল সকলেই কাটিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মনুষ্য জাতি ও হস্তী ঘোটকাদি কুক্কুর বিড়াল পর্য্যন্ত পশু জাতি কাটা যাওয়াতে খণ্ডপ্রলয়ের ন্যায় এক প্রলয় বিশেষ হইল। তাহারপর মহম্মদশাহ বাদশাহ নাদরশাহের নিকটে আসিয়া প্রাণ রক্ষার্থে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে নাদরশাহ ক্ষান্ত হইয়া কতলাম বারণের আজ্ঞা দিলেন এ কতলাম সওয়া ঘটীপর্য্যন্ত ছিল। তাহারপর মহম্মদশাহ বাদশাহের সহিত নাদরশাহের এই প্রতিজ্ঞা হইল যে সকল দেশ তোমার ও মাল সকল আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা মতে অকবর অবধি যে দৌলৎ বাদশাহাতে এ পর্য্যন্ত জমা হইয়াছিল সে সমস্ত দৌলৎ লইয়া ইরাণে প্রস্থান করিলেন। কিছু দিনের পর আবদালী উপদ্রব করিতে লাগিল তাহার দমনার্থে আপন পুত্র অহমদশাহকে পাঠাইয়া আপনি রোগগ্রস্থ হইয়া মরিলেন। ইহারি বাদশাহীর সময়ে মহারাজ জয়সিংহ এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে সর্ব্বসুদ্ধা ৩৬ ০০০০০০০ ছত্রিশ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল ইহার বাদ শাহী ৩১ একত্রিশ বৎসর। তাহারপর মহম্মদশাহের পুত্র অহমদশাহ বাদশাহ হইলেন। ইনি পিতৃ বর্ত্তমানে সরহিন্দে আব দালীর সহিত অতিবড় যুদ্ধ করিয়া সেই যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিয়া আসিতেছেন পথে লাহোরে বাদশাহের মৃত্যুবার্ত্তা পাইয়া অতি ত্বরাতে আসিয়া শাহজাহানাবাদের কিল্লাতে জলুস করিলেন ও সুজাওদ্দৌলার পিতা সফদরজঙ্গকে উজীর করিলেন। ইহাতে আরং ওমরা সকল বাদশাহইতে বিরক্ত হইয়া সফদর জঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। ইহাতে বাদশাহ ঐ সফদরজঙ্গকে ওজারতহইতে তগীর করিয়া সুবে অযোধ্যার মোক্তিয়ার করিয়া বিদায় করিলেন পরে ইন্তেজামদ্দৌলাকে উজীর করিলেন।

পরে গাজুদ্দীন খাঁ নামে নিজামুলমুল্কের পৌত্র ঐ অহমদশাহের সঙ্গে আবদালীর যুদ্ধকালে বড় যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইহার পুর্ব্বপুরুষেরা উজীর ছিল এবং আপনিও উজীর হওয়ার উপযুক্ত ছিল কিন্তু বাদশাহ্ ইহাকে উজীর করিলেন না। অতএব ঐ গাজুদ্দীন খাঁ মনেং ক্রুদ্ধ হইয়া বাদশাহের চক্ষুতে শলাই ফিরাইয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়া কএদ করিল এবং ইন্তেজামদ্দৌলা উজীরকে নষ্ট করিয়া তাহার সথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া তৎকালে ঐ গাজুদ্দীন খাঁ শাহজাহানাবাদ শহরে অতিব্যাপক হইল। অহমদশাহ বাদশাহ্ ঐ কএদে নষ্ট হইলেন ইহার বাদশাহী সাত বৎসর। তাহারপর ঐ গাজুদ্দীন খাঁ বাহাদুরশাহের পৌত্র আজীমুদ্দীনকে কএদহইতে খালাস করিয়া তক্তে বসাইয়া আপনি উজীর হইল। ইহার জলূসী নাম আলমগীরসানী হইল ঐ নাম সিক্কা ও খোতবাতে জারী হইল। এ বাদশাহ্ অত্যন্ত অযোগ্য ছিলেন এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও দিবারাত্রি স্ত্রী লইয়া থাকিতেন গাজুদ্দীন খাঁ বড় প্রদৃপ্ত হইল ইহাতে অন্যং ওমরারা বড় বিমনা হইল। এবং এই বাদশাহের দুই পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া এক জন পশ্চিমে গেলেন আর এক জন পূর্ব্ব দেশে আইলেন। এবং ওমরারাও শাহজাহানাবাদহইতে উঠিয়া গেল। ইহাতে ঐ গাজুদ্দীন খাঁ মনেং সভয় হইয়া উপযুক্ত আর এক বাদশাহজাদাকে বাদশাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া আলমগীরসানীকে মারিয়া ফেলিল ইহাঁর বাদশাহী সাত বৎসর। এই আলমগীরসানী বাদশাহের বাদশাহীর সময়ে ১৮১৫ আটার শত পোনের সম্বতে ১১৬৪ এগার শত চৌষট্টি বাঙ্গালা সনে হিন্দু ও মুসলমানের অতি বড় এক যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই।

মথুরাতে আবদালী সসৈন্যে আসিয়া কতলাম করিল তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ নষ্ট হইলেন। ইহাতে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা একত্র হইয়া পেশোয়া ও শাহুজী মহারাজের সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা মথুরাস্থ ব্রাহ্মণ আমারদের অনেক জ্ঞাতি ও বন্ধু ও পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে আবদালী নিরপরাধে নষ্ট করিল আপনি ব্রাহ্মণেরদের প্রিয়পাত্র অতএব আবদালীর বিহিত প্রতিকার করিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরদের রক্ষা করুন নতুবা আমরাও প্রাণ ত্যাগ করিব। ইহাতে পেশোয়া ও শাহুজী মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আপনারা উঠিয়া ব্রাহ্মণেরদিগকে বসাইয়া নানাপ্রকার বাক্য

কৌশলে ব্রাহ্মণেরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আপন সৈন্যেরদিগকে সসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। সে সৈন্যেতে যেং প্রধান সরদারেরা ছিল তাহারদের নাম এই। চিম্নাজী আপার পুত্র সদাশিবরাও ভাউ সাহেব এ অষ্ট প্রধানের মধ্যে মুখ্য প্রধান ছিল। আর বালা রাও নানা সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও ইহার এই যুদ্ধ সময়ে ২১ একুশ বৎসর বয়স্‌ ছিল এবং এ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অতি বড় সুন্দর ও মহাবল পরাক্রম ছিল ও জনকোজি সিন্ধিয়া ও দত্তাজী সিন্ধিয়া ও এবরাহিম খাঁ গারদী ও হোলকর ও পট্টবৰ্দ্ধন ও হুজ রাত ও রুথমাজী গায়কবাড় ইত্যাদি অনেকং মহারাষ্ট্রীয় সরদা রেরা আরং অনেক হিন্দু রাজারাও ছিল। যবনপক্ষে আবদালী ও বাদশাহী অনেক ওমরা ও শুজাওদ্দৌলাপ্রভৃতি অনেক প্রধানেরা ছিল। এই উভয় পক্ষে অতিবড় যুদ্ধ হইল এ যুদ্ধে ৩০০০০০ তিন লক্ষ লোক মরে বিশ্বাসরাওর কপালে গুলি লাগিল তাহাতেই বিশ্বাসরাও মরিল বিশ্বাসরাও এমন সুন্দর পুরুষ ছিল যে তাহার মরাতে বিপক্ষপক্ষীয় লোকেরাও শোকান্বিত হইল। সদাশিবরাও ভাউ সাহেব বিশ্বাসরাওর মরণনিমিত্তক শোক ও লজ্জাতে এমন অনুদ্দেশ হইল যে তাহার অদ্যাবধি উদ্দেশ হয় নাই। এইরূপে বিশ্বাসরাওর মরাতে আরং প্রধানেরা সকলেই যুদ্ধহইতে ক্ষান্ত হইল আবদালী তৈমুরশাহ্‌ নামে আপন পুত্রকে লাহোর প্রভৃতি দেশের অধিকারী করিয়া সেই দেশে রাখিয়া আপনি পেশৌর দেশে গেল। পরে মহারাষ্ট্রেরা ও শিক্ষেরা ও দিনাবেগ খাঁ ইহারা সকলে একত্র হইয়া তৈমুরশাহের সহিত বড় যুদ্ধ করিয়া তাহাকে সে দেশহইতে উদস্ত করিয়া দিল তৈমুরশাহ্‌ স্বদেশে পলাইল। মহা রাষ্ট্রেরা কিছু দিন লাহোরপ্রভৃতি দেশ অধিকার করিল। পরে শিক্ষেরা মহারাষ্ট্রেরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনারা লাহোর ও মুলতান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিল তদবধি লাহোর ও মুল তান প্রভৃতি দেশ শিক্ষেরদের অধিকার হইয়াছে। আর নাদর শাহী কতলামের পর দিল্লীর বাদশাহেরদের দিনেং শৈথিল্য হও য়াতে মহারাষ্ট্রেরদের যে বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহারও কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। তারপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলীগওহরশাহ বাদশাহ্‌ তাঁহার জলূসী নাম শাহ আলম ইহাঁর বিবরণ এই।

পূর্ব্বে ইনি পিতাহইতে বিমনা হইয়া পূর্ব্ব দেশে আসিতে ইচ্ছা

করিয়া প্রথমতঃ লখনৌতে আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন তথাকার নবাব শুজাওদ্দৌলা শাহজাদার বাদশাহী রীতির মত ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা করিল। তারপর কাশীতে আসিয়া আলীগওহর পঁহুছিলেন তখন কাশীর রাজা বলবন্তসিংহ তিনিও বাদশাহজাদার যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া অনেক উপঢৌকন দিলেন। তারপর পাটনাতে আসিয়া পঁহুছিলেন তখন রাজা রামনারায়ণ পাটনার সুবা ছিলেন ইনি পূর্ব্বে নবাব মহাবতজঙ্গের সুবেদারির সময়ে মহারাজ জানকীরাম যখন পাটনার সুবেদার ছিলেন তখন তাঁহার নাএব ছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ রাজা রামনারায়ণ পাটনার সুবেদার হইলেন সেই রাজা রামনারায়ণ বাঙ্গালার সুবেদার জাফরালী খাঁর অধীন ছিলেন অতএব তাঁহাকে শাহজাদার পাটনাতে পঁহুছিবার সমাচার পত্রদ্বারা নিবেদন করিলেন। তাহাতে বাঙ্গালার সুবেদারের আজ্ঞানুসারে ঐ রাজা রামনারায়ণ শাহজাদার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। পশ্চাৎ ঐ জাফরালী খাঁর পুত্র মীরণ অনেক সৈন্য সহিত পাটনাতে পঁহুছিয়া শাহজাদার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে ঐ শাহজাদা যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিয়া পাটনাহইতে ঝাড়ির পথ দিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া পঁহুছিলেন। পরে তখন বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচন্দ্র ছিলেন তিনিও অপ্রকাশরূপে বাদশাহজাদাকে অনেক টাকা দিলেন এবং ঐ মহারাজ জানকীরামের পুত্র মহারাজ দুর্ল্লভরাম তিনিও অপ্রকাশরূপে অনেক ধন ঐ বাদশাহজাদাকে দিলেন। তারপর বাদশাহজাদা কামদার খাঁ ময়ি নামে এক জন উমদা ঝাড়ি প্রদেশে ছিল তাহার সঙ্গে সাহিত্য করিয়া ঐ প্রদেশে থাকিলেন। এই সময়ে কাশমলী খাঁ আপন শ্বশুর নবাব জাফরালী খাঁর তরফ হইয়া কলিকাতাতে আইল ও বড় সাহেব বিনসটর প্রভৃতি সাহেব লোকেরদের নিকটে জাফরালী খাঁর প্রাতিকূল্যাচরণ করিয়া ঐ সাহেবেরদের সঙ্গে সাহিত্য করিয়া আপনি নবাব হইল। পরে মুরশেদাবাদে গিয়া জাফরালী খাঁকে কএদ করিয়া কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়া আপনি তথাতে নবাব হইয়া কিছু দিন থাকিল। পশ্চাৎ শাহজাদার সঙ্গে সাহিত্য করিয়া তাঁহাহইতে সুবেদারির সনন্দ হাঁসিল করিল ও আলীজা খেতাব পাইল। পরে সাহেবান ইঙ্গরেজেরদেরহইতে বিরক্ত হইয়া বড় উপদ্রব করিতে লাগিল। তখন ঐ শাহজাদা ইলাহাবাদে গিয়াছিলেন এই সময়ে আল

মগীরসানি বাদশাহ গাজুদ্দীন খাঁহইতে মারা যান। অতএব তৎকা লে দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল শাহজাদা গাজুদ্দীন খাঁ হইতে সশঙ্ক হইয়া সহসা দিল্লীর সিংহাসন আক্রমর্ণকরিতে না পারিয়া তটস্থপ্রায় হইয়া থাকিলেন মারহাট্টারা ও শুজাওদ্দৌলা ইচ্ছা করিলেন যে এই সময়ে এই শাহজাদাকে বাদশাহ করিয়া স্বদেশে রাখিয়া বাদশাহ কে আয়ত্ত করিয়া আপনারা উজীর হইয়া আরং দেশ দখল করিব। ঐ সময়ে কাশমলী খাঁর দমনার্থে ঐ প্রদেশে গিয়াছিলেন যে সাহে বান ইঙ্গরেজ বাহাদুরেরা তাঁহারা শাহজাদার সঙ্গে মিলিলেন। ইহাতেই যাহার মনে যে ইচ্ছা ছিল সে কিছু হইতে পারিল না। তদনন্তর ঐ মহারাষ্ট্রেরা ও শুজাওদ্দৌলা ও সাহেবান ইঙ্গরেজেরা সকলে একত্র হইয়া ঐ শাহজাদার আনুকূল্য করিয়া তাঁহাকে দি ল্লীর তক্তে বসাইলেন। এইরূপে আলীগওহর শাহ বাদশাহ হইয়া আপন শাহআলম নামে এই হিন্দুস্থানে খোতবা ও সিক্কা জারী করিলেন ও শুজাওদ্দৌলাকে উজীর করিলেন। কিছু দিনের পর লার্ড কৈব নামে বড় সাহেব দিল্লী গিয়াছিলেন তখন নবাব সয়ফ দ্দৌলার খানেআজম খেতাব ও হপ্তহাজারী মনসব ও বাঙ্গালার সুবেদারী এবং কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গলা ও উড়িয্যা ও বেহার এই তিন সুবার বাদশাহী দেওয়ানী এবং বাদশাহের ইচ্ছামতে আপনার সাবজ্জঙ্গ খেতাব এবং নবাব মুজপ্‌ফরজঙ্গের খানখানানি খেতাব ও জায়গীর ও হপ্তহাজারী মনসব ও বিশ হাজার মশাহরা এবং মহারাজ দুল্লভরামের মহীন্দ্র খেতাব ও জায়গীর ও ষষহা জারী মনসব ও ষোল হাজার মশাহরা এবং রাজা সেতাবরায়ের মহারাজ খেতাব ও পঞ্চহাজারী মনসব ও সুবে বেহারের নেয়াবৎ এবং মহারাজ দুর্ল্লভরামের পুত্র রাজবল্লভের রায় রায়াঁনি কার্য্য ও জায়গীর ও চাহার হাজারী মনসব এবং জগৎসেট মহাতাব রা য়ের পুত্র খোসালচন্দ্রের জগৎসেট খেতাব এবং মুন্সী নবকৃষ্ণের রাজগী খেতাব ওপাঁচসদ্দি মনসব। এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া বা ঙ্গালাতে আসিয়া ঐ সকল ওমরারদিগকে লইয়া সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুর ঐ তিন সুবার মুক্তিয়ার হইলেন কিন্তু বাঙ্গালার চৌথে উড়িষ্যা বরগীরদের দখলে থাকিল। পরে ঐ শাহআলম বাদশাহ আলীগওহর হিজরী ১২২১ সালের ৩ রমজান। সম্বৎ ১৮৬৩ সালের কার্ত্তিক শুদী অষ্টমী। বাঙ্গলা ১২১৩ সালে ৪ অগ্রহায়

গে। ইঙ্গেরজী ১৮০৬ সালের ১৮ নবম্বর। ও তাঁহার জলুসী সনের ৩৯ সনে পরলোকগত হইলেন। ইহাঁর বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধা ৪৬ ছচল্লিশ বৎসর কয়েক মাস। তদনন্তর তাঁহার পুত্র সানি অকবর বাদশাহ হইয়া আছেন। এইপর্য্যন্ত সম্রাট রাজারদের ও বাদশা হেরদের সবিশেস বিবরণ সমাপ্ত হইল।

সংপ্রতি কোম্পানিবাহাদুরের এ হিন্দুস্থানে প্রথম অধিকার যে রূপে হয় তাহার বিবরণ লিখার অনুরোধে এই বাঙ্গালেতে যেং নবাব হইয়া গিয়াছেন ও যে যত দিন নবাবী করিয়াছেন সে সকল লিখিয়া কোম্পানি বাহাদুরের এই দেশ যেরূপে অধিকার হইল তাহার বিবরণ লিখি।

এই বাঙ্গালাতে পূর্ব্বে আদিশূর রাজার বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। তারপর বল্লাল সেনের বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। পরে হোসেনশাহের বংশেরা এই বাঙ্গালার বাদশাহী করিয়াছেন ইহাঁরা কেহ দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন না। তারপর অকবর শাহ বাদশাহের আমল অবধি এই বাঙ্গালা দিল্লীস্থ বাদশাহেরদের অধিকৃত হইল। এবং তদবধি বাঙ্গালা দেশের জিন্নতুল বিলায়ত নাম হইল এবং অকবরশাহ বাদশাহ বাঙ্গালাকে এক সুবা করিয়া তাহার সুবেদার আপন সাক্ষাৎ হইতে মোকরর করিলেন ঐ অকবরশাহ বাদশাহের আলমে সর্ব্বসুদ্ধা নয় নবাব বাঙ্গালাতে আইলেন তাহার বিবরণ এই।

অকবরশাহ ৯৬৩ নয় শত তেষট্টি হিজরি সনে বাদশাহ হন। ঐ বাদশাহের ১৫ পোনের জলুসী সনে মুনইম খাঁ খানখানা অমীরল ওমরা বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া ঢাকাতে থাকিয়া বাঙ্গালার সুবেদারী করিলেন তদবধি ঢাকা শহরের নাম জাহাঙ্গীরনগর হইল। তারপর জলুসী ২১ একইশ সনে হোসেনকুলী খাঁ অমীরলওমরা খানজাঁ বাহাদুর। তারপর ২৫ পচিশ জলুসী সনে মুজফর খাঁ অমীরলওমর উমদতুল্মুল্ক। আরপর ২৮ আটাইশ জলুসী সনে খানে আজম মীরজা কোকা। তারপর ২৯ উনত্রিশ জলুসী সনে শাহবাজ খাঁ বকসী। তারপর ৩০ জলুসী সনে অহমদ সাদক খাঁ। তারপর আরবার ঐ ৩০ জলুসী সনে ঐ শাহবাজ খাঁ বকসী তার পর ৩৩ তেত্রিশ জলুসী সনে অহমদ সৈয়দ খাঁ। তারপর ৩৯ উনচল্লিশ জলুসী সনে রাজা মানসিংহ। এই সময়ে উমদতুল্মুল্ক উক

লস্মলতনৎ রাজা তোড়লমল সাহেবোসনয়ফ তুল কলম বারবার এই বাঙ্গালা দেশে আসিয়া এই বাঙ্গালা দেশের বন্দোবস্ত স্থির করিয়া যান। তারপর ১০১৪ এক হাজার চৌদ্দ হিজিরি সনে জাহাঙ্গীর শাহ বাদশাহের আমলে আট সুবেদার এই বাঙ্গালাতে অধিকার করেন তাহার বিবরণ এই।

ঐ জাহাঙ্গীরশাহের জলুসী প্রথম সনে রাজা মানসিংহ কিছু দিন ছিলেন। তারপর তাঁহার তগীরীতে কোতবুদ্দী খাঁ কোকলতাস সুবেদার হইয়া ঐ জাহাঙ্গীরনগরে থাকিয়া এই বাঙ্গালা দেশের সুবেদারী করিতে লাগিলেন। তারপর জলুসী ২ দুই সনে লালা বেগ জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ। তারপর জলুসী ৩ তিন সনে এসলাম খাঁ। তারপর ৮ আট সনে কাসম খাঁ। তারপর জলুসী ১৫ পনের সনে এবরাহিম খাঁ ফতেহজঙ্গ। তারপর জলুসী ১৯ উনিশ সনে মহাবত্ খাঁ তারপর জলুসী ২১ একইশ সনে মুকরিম খাঁ তারপর জলুসী ২২ বাইশ সনে ফেদাই খাঁ। তারপর ১০৩৬ এক হাজার ছত্রিশ হিজরি সনে শাহজাঁহা বাদশাহ হন ইহাঁর আমলে সর্ব্বসুদ্ধ এই বাঙ্গালার চারি সুবেদার তাহার বিবরণ এই।

প্রথম ১ জলুসী সনে কাসম[illegible] তারপর জলুসী ৫ পাচ সনে আজম খাঁ। তারপর জলুসী ৬ ছয় সনে এসলাম খাঁ। তারপর জলুসী ১০ দশ সনে মহম্মদ শুজাশাহ বাদশাহজাদা সুবেদার হইয়া শাহ জাহাঁ বাদশাহের আমলের শেষপর্য্যন্ত থাকিলেন তারপর ১০৬৮ এক হাজার আটষট্টি হিজরি সনে আলমগীর বাদশাহ হন ইহাঁর বাদশাহীর মধ্যে বাঙ্গালাতে ৬ ছয় সুবেদার আইসেন তাহার বিবরণ এই।

জলুসী ১ প্রথম সনে মুনেয়ম খাঁ খানখানা সেপেহসালার। তারপর জলুসী ৬ ছয় সনে অমীরওমরা শায়স্তা খাঁ। তারপর জলুসী ২০ কুড়ি সনে আজম খাঁ কোকা। তারপর জলুসী ২২ বাইশ সনে আলীজা মহম্মদ আজমশাহ বাদশাহজাদা। তারপর ঐ জলুসী ২২ বাইশ সনে ফের ঐ শায়স্তা খাঁ অমীরলওমরা তারপর জলুসী ৪১ একচল্লিশ সনে শাহজাদা আজীমুশ্শান। তার পর ১১১৭ এগার শত সত্তের হিজরি সনে বাহাদুরশাহ বাদশাহ হন ইঁহার আমলে জাফর খাঁ নূসেরী এক সুবেদার হন ইনি পুর্ব্বে বাঙ্গালার বাদশাহী দেওয়ান ছিলেন তার পর সুবেদার হইলেন। তার পর ঐ জাফর খাঁ

ময়ীজুদ্দীন জাহাঁদারশাহ বাদশাহ ও ফররখসিয়র বাদশাহের ও রফীয়দ্দরজাত ও রফীয়দ্দৌলা এই দুই বাদশাহের আমলে বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। তারপর ১১৩১ এগার শত একত্রিশ হিজরি সনে মহম্মদশাহ বাদশাহ হন ইহার জলুসী ৭ সাত সনপর্য্যন্ত ঐ জাফর খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার থাকেন ইহারি নামান্তর মুরশেদ কুলী খাঁ ইনি জাহাঙ্গীরনগরহইতে আসিয়া এই মুরশেদাবাদশহর আবাদ করিয়া তথাতেই থাকিলেন এই মুরশেদ কুলী খাঁ ঐ শহর বসাইয়া ঐ শহরের মুরশেদাবাদ নাম রাখিলেন ঐ বাহাদুরশাহ বাদশাহ হইয়া এই জাফরখাঁর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে আপন সাক্ষাতে আনাইতেছিলেন কিন্তু জাফর খাঁ বাহাদুরশাহের শাহজাদগীর সময়ে কএক লক্ষ টাকা দিয়া বাহাদুরশাহের সহিত প্রণয় করিয়াছিলেন। পরে বাহাদুরশাহের ঐ পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার প্রতি অতিবাদ সন্তুষ্ট হইয়া বাঙ্গালার সুবেদারী জাফরখাঁকে জীবদ্দশাপর্য্যন্ত দিলেন এবং উড়িষ্যার সুবেদারীও দিলেন। তদবধি উড়িষ্যা সুবে বাঙ্গালার সুবেদারের অধিকারে আইল পূর্ব্বে দক্ষিণ সুবার সামিল ছিল। আর জাফর খাঁর প্রার্থনাতে ঐ দুই সুবার বাদশাহী দেওয়ানীও তাঁহারি আয়ত্ত করিয়া দিলেন পূর্ব্বে বাদশাহী দেওয়ান বাদশাহের হুজুরহইতে তজবীজ হইত। এই রূপে জাফর খাঁ বাদশাহ হইতে সম্মানিত হইয়া মুরশেদাবাদে আসিয়া আপন দৌহিত্র আলাওদ্দৌলাকে বাদশাহী দেওয়ান করিয়া ও আপন জামাতা শুজাওদ্দৌলাকে উড়িষ্যার সুবেদার করিয়া এই রূপে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবেদারী করিতে লাগিলেন এবং মুরশেদাবাদে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে যত দেবালয় ছিল সে সকল ভাঙ্গিয়া কাটারা নামে এক স্থান পত্তন করিয়া তথাতে মসজিদ করিয়া দিলেন আর ইনি অনেক হিন্দুরদের জাতি ধ্বংস করিয়াছেন আর জমীদারেরদিগকে যখন কএদ করিতে আজ্ঞা দিতেন তখন কহিতেন যে ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া রাখ ও কারাগারে জমীদারেরদিগকে মহিষের চর্ম্ম পরাইয়া মহিষের দুগ্ধমাত্র আহার দিতে আজ্ঞা করিতেন তাহারা শৌচ প্রস্রাব কালেও সে মহিষের চর্ম্ম খুলিতে পারিত না তাহাতেই শৌচাদি করিত জমীদারেরা কএদহইতে খালাস হওয়াপর্য্যন্ত এইরূপ দুঃখ পাইত। এই২ রূপে জমীদারেরদিগকে বড় দুঃখ দিয়াছিলেন ইহারি কাটতলব খাঁ আর এক নাম ছিল ইনি মুর

শেদাবাদে রোগেতে মরিলেন। তারপর জাফর খাঁর ঐ জামাতা সুত্‌মিনলমুল্ক শুজাওদ্দৌলা শুজাওদ্দীন মহম্মদ খাঁ বাহদুর মহম্মদ শাহ বাদশাহের জলুসী ৭ সাত সনে সুবেদার হইয়া কারাগারবদ্ধ জমীদারেরদিগকে মুক্ত করিয়া আর২ জমীদারেরদিগকে ও সম্মান ও অনেক প্রকার আশ্বাস করিলেন। ইহাতে জমীদারেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বে যে যাহা কর দিত সে তাহাহইতে অধিক দিতে লাগিল ও দেশ তাঁহার পালনেতে রামরাজ্যের ন্যায় সুস্থ হইল। পরে পূর্ব্বহইতে অধিক বাদশাহী খাজনা ও এতদ্দেশীয় অনেক উত্তম সামগ্রী বাদশাহের হজুরে পাঠাইলেন। ইহাতে মহম্মদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া সুবে বেহারও শুজাওদ্দৌলার অধিকার করিয়া দিলেন। আর ইনি বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আপন পুত্র মহম্মদ তকী খাঁকে উড়িষ্যাতে সুবেদার করিলেন ও বেহারের সুবেদারী পাইয়া মহাবৎজঙ্গকে তথাকার সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন। আর ইহাঁর জামাতা মুরশেদকুলী খাঁ ঢাকার নাএব সুবেদার ছিলেন ইনি বড় উপযুক্ত ও পণ্ডিত ও কবি ছিলেন কিন্তু বাদশাহী দেওয়ান আলাওদ্দৌলার সহিত ইহাঁর আন্তরিক প্রণয় ছিল না। তৎপ্রযুক্ত ঐ আলাওদ্দৌলা আপন পিতা শুজাওদ্দৌলাকে কহিয়া মুরশেদকুলী খাঁকে নিরপরাধে ঈর্ষামাত্রে তথাহইতে অপদস্থ করিয়া আনাইলেন ও ঢাকার নাএবী নিজ করিয়া রাখিলেন। মুরশেদকুলী খাঁ তথাহইতে অপদস্থ হইয়া নবাবের সাক্ষাতে নজর দিয়া সভাতে বসিলেন। নবাব কেবল পুত্রের অনুরোধে তাঁহাকে তগীর করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া থাকিলেন ও জামাতার সহিত কিছু সম্ভাষা করিলেন না। ইহাতে ঐ মুরশেদকুলী খাঁ স্বকৃত এক বয়েত নবাবের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন তাহার অর্থ এই। আমার মন ভাঙ্গাতে অনেক লোক আমোদিত হইলেন যেমন গোলাবেতে পরিপূর্ণ সীসি ভাঙ্গিলে সভা আমোদিত হয়। এই কবিতা পড়নেতে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণে উড়িষ্যার সুবেদার আপন পুত্র মহম্মদতকী খাঁকে তগীর করিয়া তথাকার সুবেদারী ইহাঁকে দিলেন। এইরূপে মহম্মদতকী খাঁর পরে মুরশেদকুলী খাঁ উড়িষ্যার সুবেদার হইলেন। এইরূপে নবাব শুজাওদ্দৌলা তিন সুবার সুবেদারী করিয়া মুরশেদাবাদে রোগেতে মরিলেন। তার পর মহম্মদশাহ বাদশাহের জলুসী ২১ একুইশ সালে ঐ শুজাওদ্দৌ

লার পুত্র ও জাফর খাঁর দৌহিত্র আলাওদোলা সরফরাজ খাঁ বাহাদুর হয়বৎজঙ্গ বাঙ্গালার সুবেদার হইলেন। বাদশাহের সাক্ষাতে নিবেদনপত্র পাঠাইয়া লিখিত ও সনন্দেতে সম্মানিত হইয়া বাঙ্গালা দেশের সুবেদারীতে স্থির হইয়া স্ত্রী সম্ভোগাদি বিলাসে আসক্ত হইয়া থাকিলেন। ইহাতে সুবে বেহারের নাএব সুবেদার ঐ মহাবৎজঙ্গ নবাবী মুশাহেব জগৎসেট ও রায়রাঁয়া আমলচন্দ্র ও হাজী অহমদ ঐ মহাবৎজঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই সকল লোকেরদের সহিত সাহিত্য করিয়া নবাবের সহিত মিলিবার ছলে সসৈন্যে আসিয়া ঐ সরফরাজ খাঁ নবাবকে নষ্ট করিয়া আপনি মহম্মদশাহ্ বাদশাহের জলুসী ২২ বাইশ সনে ঐ তিন সুবার সুবেদার হইলেন ও বাদশাহের নিকটে নিবেদনপত্র ও ভারি খাজানা পাঠাইয়া খিলত ও হপ্তহাজারী মনসব ও শুজাওলমুল্ক হিসামদ্দোলা মহম্মদ আলীউদ্দীন খাঁ বাহাদুর মহাবৎজঙ্গ এই খেতাবে সম্মানিত হইয়া ঐ তিন সুবার সুবেদারী মহম্মদ শাহের আমল অবধি অহমদশাহ বাদশাহের আমল ও আলমগীরসানী বাদশাহের জলুসী ২ দুই সনপর্য্যন্ত সর্ব্বসুদ্ধ ১৬ ষোলবৎসর করিলেন। এই মহাবৎজঙ্গের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্তের বিবরণ লিখি।

মহাবৎজঙ্গের পূর্ব্ব নাম আলীউদ্দীন খাঁ। ঐ আলীউদ্দীন খাঁ দক্ষিণ দেশহইতে সপরিবারে প্রথমত উড়িষ্যাতে আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন উড়িষ্যার সুবেদার শুজাওদ্দৌলা ছিলেন। ঐ শুজাওদ্দৌলার কাছে ঐ আলীউদ্দীন খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী অহমদ বড় প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা ঐ আলীউদ্দীন খাঁ শুজাওদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোনং মনোনীত কার্য্য করিয়া দিনেং বড়ই প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে শুজাওদ্দৌলা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ আলীউদ্দীন খাঁকে অসুরেশ্বর নামে উড়িষ্যার এক পরগণার তহসীলদারী কার্য্য দিলেন। ঐ আলী উদ্দীন খাঁ রাজা রাজবল্লভের পিতা মহ জানকীরামকে আপনার পেস্কার করিলেন। এইরূপে ঐ অসুরেশ্বর পরগণার তহসীলদারী পাইয়া কার্য্যনৈপুণ্যদ্বারা ঐ আলীউদ্দীন খাঁ দিনেং উড়িষ্যার নবাবের নিকটে বড় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াতে উড়িষ্যার আরং মহালাতেরও মোক্তিয়ারী পাইলেন। এইরূপে কিছু দিন উড়িষ্যাতে থাকিলেন। পরে বাঙ্গালার নবাব জাফর খাঁ মরিলে পর যখন ঐ শুজাওদ্দৌলা মুরশেদাবাদে আসিয়া সুবে

দার হইলেন তখন তাহার সঙ্গে ঐ আলীউদ্দীন খাঁ আসিয়া কাটো য়ার ফৌজদারী কার্য্য ঐ শুজাদ্দৌলা সুবেদার হইতে পাইলেন। তথাতেও কার্য্যদ্বারা শুজাওদ্দৌলার কাছে খোশনাম পাইয়া কিছু দিনের পর রাজমহলের ফৌজদারী পাইলেন। তাহারপর শুজা ওদ্দৌলা মহম্মদশাহ বাদশাহের হজুরহইতে সরফরাজির পরও য়ানা ও সুবে বেহারের সুবেদারী পাইয়া ঐ অলীউদ্দীন খাঁকে সুবে বেহারের নাএব সুবেদারীতে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে আলীউ দ্দীন খাঁ পাটনার নাএব সুবেদারী পাইয়া সুবেদারী ব্যাপারের বি লক্ষণ রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে২ কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার দেওয়ান ঐ জানকীরাম ছিলেন। তাহারপর সুবে বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার ও বেহারের সু বেদার ঐ শুজাওদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আলাওদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ ঐ তিন সুবার সুবেদারী পাইয়া বিলাসাসক্ত চিত্তহই য়া রাজ্য ব্যাপারের তত্ত্বাবধানরহিত হইয়া থাকিলেন। আলীউ দ্দীন খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ হাজী অহমদ সরফরাজ খাঁর নিকটে বড়ই প্রস্তুত ছিলেন। ইহাঁর পরামর্শমতে সরফরাজ খাঁ প্রায় সকল কার্য্যযোগ করিতেন। ঐ আলীউদ্দীন খাঁ সরফরাজ খাঁকে এইরূ পে রাজ্য কর্ম্মে অনবহিত বুঝিয়া হাজী অহমদ ও রায়রাযাঁ আল মচন্দ্র ও সেট মহতাবরায়, এবং মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি প্রধা ন২ লোকেরদের সহিত সাহিত্য করিয়া সরফরাজ খাঁ নবাবের সহিত মিলিবার ছলে সসৈন্যে মুরশেদাবাদে আসিয়া ঐ সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি তিন সুবার সুবেদার হইলেন। এই রূপে নবাব মহাবৎজঙ্গ সুবেদার হইয়া আপন ভ্রাতৃপুত্র নবাব শহামৎজঙ্গকে বাদশাহী দেওয়ান করিলেন এবং ঢাকার অধিকা রও তাহাকে দিলেন। ও রায়রায়াঁ আলমচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রকে রায়রায়াঁ করিলেন। আর নিজামতের সকল কর্ম্মের মোক্তিয়ার মহারাজ জানকীরামকে করিলেন ও আপন ভ্রাতৃপুত্র নবাব সৌলৎ জঙ্গকে পুর্ণ্যা ও রঙ্গপুর ওগয়রহের নাএব সুবেদার করিলেন ও আ পন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী অহমদের পুত্র হৈবৎ জঙ্গকে পাটনার না এব সুবেদার করিলেন। ও সরফরাজ খাঁর ভগিনীপতি মুরশেৎকুলী খাঁ শুজাওদ্দৌলার আমল অবধি উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন। মহা বৎজঙ্গহইতে সরফরাজ খাঁ যুদ্ধে মারা গেলেন এইপ্রযুক্ত তিনি

মহাবৎজঙ্গের বশীতভূতা স্বীকার না করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে নবাব মহাবৎজঙ্গ মহারাজ জানকীরামকে সঙ্গে লইয়া ঐ মুরশেৎকুলী খাঁর সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে মুরশেৎকুলী খাঁ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া দক্ষিণ দেশে পলাইলেন। এইরূপে নবাব মহাবৎজঙ্গ মুরশেৎকুলী খাঁকে পরাজয় করিয়া আপন প্রধান সেনাপতি মুস্তোফা খাঁ বাবরজঙ্গের খুড়া আবদুল্সুবহানকে উড়িষ্যার সুবেদার করিয়া মহারাজ জানকীরামের পুত্র মহারাজ দুর্ল্লভরামকে ঐ সুবার দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং উড়িষ্যার রাজা বীরকেশরীদেব মহারাজকে আনাইয়া আপন দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার সহিত পাগড়ী বদল করাইয়া দুই জনার বন্ধুতা করিয়া দিলেন। ও আরং উড়িষ্যার জমীদারেরদিগকে উপযুক্ত মত খিলৎ দিয়া আশ্বাস করিলেন এবং উড়িষ্যার বন্দোবস্তও করিলেন এইরূপে সুবে উড়িষ্যার সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া মুরশেদাবাদে আইলেন। এইরূপে নবাব মহাবৎজঙ্গ কিছু দিন সুবেদারী করিলে পর এই বাঙ্গালা দেশে বরগীরদের উপদ্রব হইতে লাগিল তাহার বিবরণ এই।

মুরশেৎকুলী খাঁ ও শুজাওদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীর হবীব এই দুই জনে দক্ষিণ দেশে গিয়া মহারাষ্ট্রেরদের সঙ্গে মিলিলেন। এই দুই জনের পরামর্শেতে মহারাষ্ট্রেরা এই বাঙ্গালা দেশে আসিয়া দেশ লুঠ ও দাহ করিয়া লোকেরদিগকে বড়ই দুঃখ দিতে লাগিল। ইহাতে নবাব মহাবৎজঙ্গ মহারাষ্ট্রেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে ভাগাইলেন। পরে মহারাষ্ট্রেরা কখনও উড়িষ্যাতে আসিয়া লুঠ করে এবং কখনও বাঙ্গালাতে আসিয়া কখনও বর্দ্ধমানে কখনও বীরভূমিতে দেখা দিয়া দেশ নষ্ট করে। পরে একবার মুরশেদাবাদে আসিয়া জগৎসেটের কুঠী লুঠ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রেরা যখনং এইরূপ করিত তখন নবাব মহাবৎজঙ্গ তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে পরাস্ত করিতেন কখনও মহারাষ্ট্রেরা মহাবৎজঙ্গকে জয় করিতে পারে নাহি। মধ্যে একবার নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোসলা অলীভাস্কর প্রভৃতি অনেক সরদারেরদিগকে সসৈন্যে এই বাঙ্গালা দেশে পাঠাইলেন। তখন নবাব মহাবৎজঙ্গ তাহারদের সহিত যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিয়া মেল করিতে মহারাজ জানকীরামকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাই

লেন। মহারাজ জানকীরাম তথা আসিয়া অলীভাস্কর প্রভৃতি সর দারেরদিগকে কহিলেন যে নবাব আমাকে তোমারদের নিকটে পা ঠাইয়াছেন ও কহিয়াছেন যে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে কিন্তু সন্ধি কর্ত্ত ব্য অতএব তোমরা আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। ইহাতে মহারাষ্ট্রেরা কহিল আমারদের নবাবের নিকটে যাওয়া পরামর্শ নয় যদ্যপি আমারদের সহিত সন্ধি করা তাঁহার কর্ত্তব্য থাকে তবে এক স্থান নিরূপণ করুন যে সেইখানে তিনি আইসেন এবং আম রাও যাই যে কথোপকথন থাকে তাহা সেইখানেই করা যাবে কিন্তু আমারদের সৈন্য ও তাঁহার সৈন্য দুই দিগে খাড়া থাকিবে। মহারাজ জানকীরাম এইরূপ মহারাষ্ট্রেরদের সহিত কথোপকথন করিয়া নবাবের সাক্ষাৎ সকল নিবেদন করিলেন। নবাব তাহা স্বীকার করিয়া শহরের বাহিরে এক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথাতে অতিবাদ বড় এক তাম্বু খাড়া করাইয়া তাহার মধ্যে গুপ্তরূপে অনেক শস্ত্রধারি লোক রাখাইয়া মহারাষ্ট্রেরদিগকে সম্বাদ দিয়া আপনি তথাতে গেলেন। এবং মহারাষ্ট্রেরাও তথাতে আইল। এইরূপে নবাব তথাতে আসিয়া মহারাষ্ট্রেরদের সহিত কিঞ্চিৎ কাল মিথ্যা কথোপকথন করিয়া কোনহ উপলক্ষে তাম্বুর বাহির হইয়া আপন লোকেরদিগকে সঙ্কেত করিয়া ছোট এক হস্তি নার উপরে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নবাবের লোকেরা তাম্বুর দড়ি আটিয়া দিল তাহাতে সে তাম্বু পড়িল ও মহারাষ্ট্রের সরদারেরা তাম্বুর মধ্যে পড়িয়া উঠিতে পারিল না। ইহাতে নবা বের ঐ গুপ্ত লোকেরা সকল মহারাষ্ট্রের সরদারেরদিগকে কাটিয়া ফেলিল। এইরূপে কপটেতে সকল মহারাষ্ট্রের সরদারেরদের মারা যাওয়াতে মহারাষ্ট্রের সৈন্য পলায়ন করিল। এইরূপ হও য়াতে কিছু দিন পর্য্যন্ত বরগীরা অস্থির হইয়াছিল। তারপর উড়ি ষ্যার সুবেদার আবদুস্সুবহান মরিলেন তাহাতে নবাব সাহেব মহা রাজ দুল্লভরামকে উপযুক্ত জানিয়া তাঁহাকে উড়িষ্যার সুবেদারী দিলেন। এইরূপে মহারাজ দুল্লভরাম উড়িষ্যার সুবেদার হইয়া কএক মাস আছেন ইতিমধ্যে নাগপুরহইতে মহারাষ্ট্রের কএক সরদার সসৈন্যে উড়িষ্যাতে আসিয়া মহারাজ দুল্লভরামকে আয়ত্ত করিয়া নাগপুরে লইয়া গেল। তিনিও তথাতে বৎসর তিনেক কএদ থাকিলেন। তারপর নবাব মহাবৎজঙ্গ মহারাজ দুল্লভরাম

কে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন তৎপ্রযুক্ত ৩০০০০০ তিন লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালার চৌথে উড়িষ্যা দিবার স্বীকার করিয়া নাগপুরহইতে মহারাজা দুর্লভরামকে খালাস করিয়া আনাইলেন। মহারাষ্ট্রেরদের চৌথ দেওয়ার কারণ এই।

পূর্ব্বে দিল্লীস্থ হিন্দুসম্রাট রাজার সন্তান উদয়পুরের রানা নামে রাজা তাহার দাসীগর্ভজাতপুত্র শম্ভাজী তাহার পুত্র শিবাজী তাহার পুত্র শাহুজী মহারাজ ইঁহার পিতা শিবাজী আলমগীর বাদশাহহইতে দক্ষিণের সকল সুবার রাজকরের উপর শতকরা দুই টাকার সনন্দ লিখাইয়া লইয়াছিলেন। তাহারপর ঐ শাহুজী মহারাজ মহম্মদশাহ বাদশাহহইতে আর২ সুবার চৌথের করার করাইয়া লইয়াছিলেন। ইঁহারা আপনাকে দাবীদার তাজতক্ত করিয়া জানেন ও কহেন এবং বাদশাহীর চৌথও লন ইঁহারদের সবিশেস বিবরণ লিখিতে এক কেতাব হয় অতএব সংক্ষেপে কিছু লিখিলাম।

পরে নবাব মহাবৎজঙ্গ মহারাজ দুর্লভরামকে নাগপুরহইতে খালাস করিয়া আনাইয়া আপন দেওয়ানের নেয়াবতে মোকরর করিয়া নিকটে রাখিলেন পরে মুস্তোফা খাঁ বাবরজঙ্গ ও শমশের খাঁ এই দুই সরদার নবাব মহাবৎজঙ্গহইতে বিগাড়িয়া মায়ে বিরানরী বেবাক দরমাহা লইয়া বাঙ্গলাহইতে গিয়া পাটনাতে পঁহুছিল। তখন মহাবৎজঙ্গের ভ্রাতৃপুত্র হৈবৎজঙ্গ পাটনার সুবেদার ছিলেন। ঐ দুই সরদার একপরামর্শ হইয়া হৈবৎজঙ্গকে যুদ্ধেতে মারিয়া এবং তাহার পিতা হাজী অহমদকেও মারিয়া মুস্তোফা খাঁ আপনি পাটনার সুবেদার হইল। ইহাতে নবাব মহাবৎজঙ্গ সসৈন্যে মুরশেদাবাদহইতে পাটনাতে গিয়া ঐ দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রেরা নবাবী ফৌজে প্রবিষ্ট হইয়া পিছাড়িতে লুঠ করিতে লাগিল কিন্তু নবাব সে দিগে মনোযোগ না করিয়া মুস্তোফা খাঁ ও শমশের খাঁর সহিত ঘোরতর রণ করিয়া ঐ দুই জনকে নষ্ট করিয়া বরগীরদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ইহাতে তাহারা যুদ্ধ ভঙ্গ করিয়া পলাইল। তদনন্তর ঐ মহারাজ জানকীরামকে সুবে বেহারের নাএব সুবেদার করিয়া পাটনাতে রাখিয়া মুরশেদাবাদে আসিয়া বাঙ্গালার চৌথে সুবে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রেরদিগকে দিয়া তাহাদের

সহিত মেল করিয়া সুস্থিররূপে সুবেদারী করিতে লাগিলেন তদবধি উড়িষ্যা বরগীরদের অধিকৃত হইয়াছে। মহারাজ জানকীরাম পাটনার সুবেদার হইয়া অনায়ত্ত জমীদারেরদিগকে ভয়েতে ও প্রীতিকে আয়ত্ত করিয়া সুবে বেহারের বিলক্ষণরূপে বন্দোবস্ত করিয়া বাদশাহী খাজানা তহশীল করিতে লাগিলেন এবং বাদশাহী ওমরারদের পাটনাতে যে জায়গীর ছিল তাহারা পূর্ব্বে তাহা সকল পাইত না ইনি তাহারদের সে সকল দিল্লীপর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়া বাদশাহের সাক্ষাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন ও বাদশাহী ওমরারদের সুপারিষে মহারাজ বাহাদুরী খেতাব ও ষষহাজারী মনসব ও ঝালরদার পালকী ও নওবৎ ও কলম ও শমশের ও ঢাল ও চামর ইত্যাদিতে সরফরাজ হইয়া সুবে বেহারের সুবেদারী করিতে লাগিলেন। নবাব মহাবৎজঙ্গ মুরশেদাবাদে আসিয়া মহারাজ জানকীরামের পুত্র মহারাজ দুর্ল্লভরামকে আপন নেয়াবতে মোকরর করিলেন কিন্তু মহারাজ দুর্ল্লভরাম নবাব মহাবৎজঙ্গের অনুরোধে সিরাজদ্দৌলাকে যুবরাজ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নাএব সুবেদারীর কার্য্যের নির্ব্বাহ করিতেন তারপর পাটনার সুবেদার মহারাজ জানকীরাম মরিলেন। তদনন্তর তাঁহার দেওয়ান রাজা রামনারায়ণকে মহারাজ দুর্ল্লভরামের আনুকূল্যেতে নবাব মহাবৎজঙ্গ সুবে বেহারেব নাএব সুবেদার করিলেন। বাদশাহী দেওয়ান নবাব শহামৎজঙ্গ বড় দাতা ছিলেন তাঁহার দেওয়ান বৈদ্যরাজা রাজবল্লভ ছিলেন তিনিও বড় দাতা ছিলেন তিনি বৈদ্যেরদিগকে যজ্ঞোপবীত দিলেন পূর্ব্বে বৈদ্যেরদের যজ্ঞোপবীত ছিল না ঐ নবাব শহামৎজঙ্গ প্রতিবৎসর গরীব দুঃখিরদিগকে তিন লক্ষ টাকা দিতেন। ইনি কিছু দিন বাদশাহী দেওয়ানী করিয়া রোগে মরিলেন। পরে নবাব মহাবৎজঙ্গ সর্ব্বসুদ্ধ ১৬ ষোল বৎসর তিন সুবার সুবেদারী করিয়া আলমগীরসানি বাদশাহের জলুসী ২ শনে রোগে মরিলেন। আলমগীরসানি ১১৬৭ হিজরি শনে বাদশাহ হন।

তারপর তাঁহার দৌহিত্র নবাব সিরাজদ্দৌলা ঐ শনে ঐ তিন সুবার সুবেদার হইলেন। ইনি বড় দুরন্ত ও অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। ইহার শাহজাদগীর সময়ে মোহনলাল নামে এক জন ক্ষুদ্র লোকের সন্তান মুহরির ছিল কিছু দিন পরে ইহাঁর দেওয়া

নের নাএব হইয়াছিল তৎপরে নবাব সিরাজদ্দৌলা আপনি সুবেদার হইয়া ঐ মোহনলালকে নাএব সুবেদার করিয়া মহারাজ বাহাদুরী খেতাব ও হপ্তহাজারী মনসব ও সাহেবে নওবৎ ও মাহীমরাতব ইত্যাদি মনসবেতে সরফরাজ করিলেন এবং বাদশাহকুলি নামে আপন ভ্রাতাকে বাদশাহী দেওয়ান করিলেন। পূর্ণ্যা অঞ্চলেতে নবাব মহাবৎজঙ্গের পিতৃব্যপুত্র নবাব সওফৎজঙ্গ মোক্তিয়ার ছিলেন তাঁহার সহিত নবাব সিরাজদ্দৌলার কোন কারণেতে অপ্রীতি হইল তৎপ্রযুক্ত নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ঐ রাজা মোহনলালের পুত্রকে সেই অঞ্চলের মোক্তিয়ার করিলেন ও মীরমদনকে দ্বিতীয় বক্সী করিলেন। এইং রূপে নূতন লোকেরদিগকে মর্য্যাদাপন্ন করাতে মহাবৎজঙ্গের সময়ের প্রত্যয়িত মোক্তিয়ার মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও বক্সী কুল জাফরালী খাঁ ও জগৎসেট মহতাবরায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতির সহিত দিনেং আন্তরিক অপ্রীতি বাড়িতে লাগিল ও বিশিষ্ট লোকেরদের ভার্য্যা ও বধূ ও কন্যাপ্রভৃতিকে জোর করিয়া আনাইবাতে ও কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে গর্ভিণী স্ত্রীরদের উদর বিদারণ করাণেতে ও লোকেতে ভরা নৌকা ডুবাইয়া দেওয়ানেতে দিনেং অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে বাদশাহী দেওয়ান নবাব শহামৎজঙ্গের সকল বিষয়ের মোক্তিয়ারকার বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের জাতিধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন ইহাতে ঐ রাজা রাজবল্লভ স্বজাতি রক্ষার্থে কলিকাতাতে আসিয়া কোম্পানি বাহাদুরের মোক্তিয়ারকার সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুরেরদের শরণাপন্ন হইলেন। তাহারপর নবাব সিরাজদ্দৌলা বৈদ্য রাজা রাজবল্লভকে পাঠাইয়া দিতে কলিকাতাতে সাহেবান ইঙ্গরেজেরদের নিকটে পত্র পাঠাইলেন তাহাতে সাহেবেরা পরামর্শ করিয়া কএক প্রধান সাহের মুরশেদাবাদে গিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরামের দ্বারা নবাবকে কহিলেন যে এমন ধর্ম্ম নহে যে শরণাগত লোককে পরিত্যাগ করে আপনি দেশের কর্ত্তা আপনাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা অবশ্য করিতে হয় অতএব ধর্ম্ম বিবেচনাতে যে কর্ত্তব্য হয় তাহাই আমরা করিব আপনাকেও তাহাই আজ্ঞা করিতে হয়। এবং মহারাজ দুর্ল্লভরামও অনেক প্রকার নবাবকে বুঝাইলেন কিন্তু নবাব সে সকল কিছুই স্বীকার করিলেন না বরং সাহেব লোকেরদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।

তদনন্তর সাহেব লোকেরা শরণাগত বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের জাতি প্রাণ রক্ষার্থে অনেক টাকা নজরআনা দিতে কবুল করিলেন নবাব তাহাও স্বীকার করিলেন না॥ ইহাতে সাহেব লোকেরা মুরশেদাবাদহইতে ফিরিয়া কলিকাতাতে আইলেন নবাবও সৈন্যে কলিকাতার উপর চড়াউ করিয়া হালসির বাগানে আসিয়া ছাউনি করিলেন। তাহারপর সাহেব লোকেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কুঠী ও কলিকাতা শহর লুঠ করিতে লাগিলেন তথাপি সাহেবেরা বৈদ্য রাজা রাজবল্লভকে নবাবের সাক্ষাৎ হাজীর করিয়া দিলেন না কিন্তু জাহাজে চড়াইয়া স্থানান্তর করিলেন। এইরূপে নবাব সিরাজদ্দৌলা কোম্পানি বাহাদুরের কুঠী ও কলিকাতা শহর লুঠ করিয়া আপন সর্ব্বনাশের হেতু করিয়া মুরশেদাবাদে গেলে পর সাহেব লোকেরা কলিকাতাহইতে উঠিয়া বিলাতে গেলেন। পুনরায় তথাহইতে আসিয়া কলিকাতা শহরে লুঠেতে মহাজন ও মুদি বকালি গৃহস্থ প্রভৃতি লোকেরদের মধ্যে যাহার যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার যে যেমন জায় করিয়া দিলেক তাহাকে তেমনি বেবাক দিয়া খাজেপিৎরুস আরমানিদ্বারা মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও ফৌজ বক্সী জাফরালী খাঁ ও জগৎসেট মহতাবরায় ও তাহার ভ্রাতা মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি কথক প্রধান লোকেরদের সহিত সাহিত্য করিয়া অর্থ ও কিঞ্চিৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শরণাগত প্রতিপালনরূপ ধর্ম্মপতকা উঠাইয়া যুদ্ধার্থে পলাশিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা প্রথমতো যুদ্ধার্থে মহারাজ মোহনলালকে সসৈন্য পাঠাইলেন তিনি আসিয়া যৎকিঞ্চিৎ যুদ্ধেতেই ভগ্ন হইয়া ফিরিয়া গেলেন। তাহারপর মীর মদনকে পাঠাইলেন তিনি আসিয়া অতিবড় যুদ্ধ করিলেন কিন্তু শেষে মারা গেলেন। তাহারপর মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও জাফরালী খাঁ এবং আর২ ইঁহারদের অনুগত সরদারেরা নবাবের হুকুমেতে যুদ্ধস্থলে আসিয়া এক প্রকার অভিমুখ হইলেন। পরে সাহেব লোকেরা স্থির হইয়া থাকিলেন কেহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন না। মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি নবাবের সরদারেরা কেবল কথক গুলা বারুদ করিয়া যুদ্ধভূমি ধূমময় করিয়া যুদ্ধহইতে ভঙ্গ দিয়া গেলেন। সাহেব লোকেরা ঐ পলাশিতেই থাকিলেন মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও জাফরালী খাঁ প্রভৃতি সরদারেরদের সলাতে নবাবি সকল

সৈন্যেরা দাদনির ওজর করিল। ইহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিকে হুকুম দিলেন যে আমার বেগমেরদের নাকের নথপর্য্যন্ত যত ধন আছে সে সকল ধন লইয়া যেং সরদারেরা আপনং বিরাদারিরদের দরমাহি যত বাকী বলে তাহারদিগকে তাহাই দেও হিসাবের অপেক্ষা করিও না ভাল পশ্চাৎ হিসাব হইবে এইরূপ আজি দুই প্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত সকল ফৌজেরদের বেবাক দাদনি করিয়া সকল সরদারেরদিগকে হুকুম দেও যে চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে যেন সকলে আপনং বিরাদারি সমেত আসিয়া উপস্থিত হয় কল্য আমি অতিপ্রত্যূষে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিব এইরূপ হুকুম দিলেন কিন্তু মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতির উপরে নবাবের অপ্রত্যয় হইল। তদনন্তর মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও জাফরালী খাঁ প্রভৃতি সরদারেরা নবাবের আজ্ঞামত দাদনি করিয়া নবাবের সাক্ষাতে নিবেদন করিয়া আপনং স্থানে গেলেন। তদনন্তর নবাব সিরাজদ্দৌলা আপন লোকেরদের ব্যবহার অনুসন্ধান করিয়া শঙ্কা ও ভয়েতে অতিশয় সাতঙ্ক হইয়া পাটনার নায়েব সুবেদার রাজা রামনারায়ণের আরজীমতে ঐ রাত্রিতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জিলোখানাতে কোনহ সরদারকে হাজীর হইতে না দেখিয়া কেবল এক প্রাচীন বৃদ্ধ সরদারকে শও চারি পাচেক বিরদারি সমেত হাজীর হইতে দেখিয়া এক খাস পলোয়ারে কএক খেদমৎগার সমেত সওয়ার হইয়া আজীমাবাদ প্রস্থান করিলেন। পর দিবস রাজমহলের নিকট পঁহুছিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথাতে নৌকা লাগাইয়া কিছু খাদ্য সামগ্রীর নিমিত্তে এক জন চাকরকে নৌকাহইতে নামাইয়া দিলেন। তথাতে এক ফকীর ছিল সে পূর্ব্বে মুরশেদাবাদে এক জন মর্দ্দ আদমি ছিল নবাব সিরাজদ্দৌলা কোনহ অপরাধে গাধার প্রস্রাবে তাহার মোচ মুড়াইয়াছিলেন এই অপমানে সে ব্যক্তি সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ফকীর হইয়া তথাতে ছিল সেই ফকীর নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকরকে দেখিয়া অনুসন্ধানে কিছু বুঝিয়া ঐ চাকরের সহিত কপট প্রীতি ব্যবহার করিয়া তাহাকে কহিল যে তুমি এই খানে থাক আমি বাজারহইতে সামগ্রী আনিয়া অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে রুটী করিয়া দিই। নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকর তৎকালোপযুক্ত সে কথা ভাল বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিল। ফকীর সামগ্রী আনিবার ছলে বাজারে আসিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা যে পলাইতে

ছেন এ কথা প্রকাশ করিল। ইহাতে তথাকার ফৌজদারী আমলা লোকেরা নবাব সিরাজদ্দৌলার ইঙ্গরেজ বাহাদুরেরদের সহিত যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহা জ্ঞাত ছিল তাহারা ইহার পলায়ন শুনিয়া পলোয়ারের নিকটে আসিয়া সর্ব্বসুদ্ধ পলোয়ার আটকাইয়া মুর শেদাবাদে অতিশীঘ্র সমাচার পাঠাইল। নবাব সিরাজদ্দৌলা পলা ইলে পর মহারাজ দুর্ল্লভরাম সশঙ্ক হইয়া থাকিলেন কিন্তু জাফ রালী খাঁ সাহেব লোকেরদের সহিত মিলিয়া নবাবের কিল্লা ও আর২ আসবাব সকল অধিকার করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা রাজ মহলে ধরা গিয়াছেন এ সমাচার পাইয়া সাহেব লোকেরদিগকে সম্বাদ দিয়া নবাবকে তথাহইতে আনাইয়া জাফরগঞ্জে আপনার বাটীতে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। তাহারপর ঐ জাফরালী খাঁর পুত্র মীরণ সাহেব লোকেরদিগকে ও মহারাজ দুর্ল্লভরামপ্রভৃতিকে সম্বাদ না দিয়াই নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু ভয়েতে নানাপ্রকার কাতরোক্তি না শুনিয়া আপন হস্তে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে খণ্ড২ করিয়া ঐ ছিন্নশরীর হাতির উপর চড়াইয়া শহর ভ্রমণ করাইয়া ঈশ্বরেচ্ছামতে নবাব মহাবৎজঞ্জের আপন মুনিবের পুত্র অথচ আ পন মুনিব নবাব সরফরাজ খাঁকে কপটে মারিয়া নবাব হওয়ার ও অলীভাস্কর প্রভৃতি মহারাষ্ট্রেরদের সরদার লোকেরদিগকে কপটে কাটাইবার ও স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার বলাৎকারে পর স্ত্রীরদিগকে আনয়নপ্রভৃতি দৌরাত্ম্যের প্রতিফল লোকতঃ প্রকাশ করিল। আ লমগীরসানি বাদশাহ হন ১১৬৭ এগার শত সাতষট্টি হিজরি সনে ঐ আলমগীরসানি বাদশাহের জলুসী ২ দুই সনে নবাব সিরাজদ্দৌ লা ঐ তিন সুবার সুবেদার হইয়া ১ এক বৎসর ৫ পাঁচ মাস সুবে দারী করিয়া এইরূপে মীরণের হাতে মারা গেলেন।

পরে মনসুরগঞ্জের হবেলীতে ইমতিয়াজমহল মোকামে নবাব জাফরালী খাঁ বসিলেন কাশিমবাজারহইতে কুড়োলিয়ার চৌকের পথ দিয়া জয়ঢাক বাজাইয়া কর্নল ক্লৈব ও মেজর কর্নল প্রভৃতি সরদার সাহেব লোকেরা মনসুরগঞ্জের হবেলীতে পঁহুছিয়া মহা রাজ দুর্ল্লভরামকে ডাকাইয়া আনিলেন আর সরদারেরা সকল এবং জগৎশেটেরা দুই ভাই তথাতেই ছিলেন। তদনন্তর সকলেই একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া জাফরালী খাঁ নবাব মহাবৎজঙ্গের ভগিনীপতি ছিলেন অতএব তাঁহাকে মহারাজ দুর্ল্লভরামের পরাম

র্শমতে ঐ সাহেব লোকেরা সুবেদার করিলেন ও তাঁহার পুত্র নবাব মীরণকে বাদশাহী দেওয়ান ও মহারাজ দুর্ল্লভরামকে না এব সুবেদার করিলেন এবং মহারাজ দুর্ল্লভরামের ভ্রাতা রাজা কুঞ্জবিহারিকে রায়রায়াঁ করিলেন ও তাঁহার ভ্রাতা রাজা রাসবিহারিকে নবাব মীরণের দেওয়ান করিলেন। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নবাব সিরাঁজদ্দৌলা যে কুঠী ও কলিকাতা লুঠ করিয়াছিলেন তাহার দাওয়া কএক কোটি টাকার অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেকেতে বর্দ্ধমান জিলা ও চব্বিশ পরগনা লইলেন। এইরূপে কিছু দিন গেলে পর নবাব মীরণ দেখিলেন যে কিছু মালিয়ত মহারাজ দুর্ল্লভরামের ঘরেই থাকিল এবং মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিরা নবাব জাফরালী খাঁকে ও নবাব মীরণকে তাদৃক মানেন না ও কোনহং কর্ম্মে স্বতঃ প্রাধান্যও করেন এই সকল দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরামহইতে দিনেং বিরক্ত হইতে লাগিলেন। নবাব জাফরালী খাঁর সহিত মহারাঁজ দুর্ল্লভরামের পূর্ব্বে বড়ই প্রীতি ছিল কিন্তু পুত্রের অনুরোধমাত্রে তিনিও মহারাজ দুর্ল্লভরামহইতে বিগড়িলেন এইরূপে দিনেং অপ্রীতিবৃদ্ধি হওয়াতে নবাব জাফরালী খাঁ প্রভৃতিরা কোনহ উপদ্রব উপস্থিত করিয়া মহারজ দুর্ল্লভরামকে মারিতে চেষ্টা করিয়া ফৌজের দাদনির ছলে সকল ফৌজ মহারাজ দুর্ল্লভরামের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাকে ফৌজেতে ঘেরাইয়া রাখিলেন। তদনন্তর মহারাজ দুর্ল্লভরাম কাশিমবাজারের ও মুরাদবাগের সাহেব লোকেরদের নিকটে ত্বরায় চিঠী পাঠাইলেন তখন হেষ্টিংসসাহেব মুরাদবাগে কোম্পানির ফৌজের সরদার ছিলেন মহারাজ দুর্ল্লভরামের এই চিঠী পাইয়া হেষ্টিংসসাহেব ও আরং কএক সরদার সাহের অনেক গোরা সমেত মহারাজ দুর্ল্লভরামের হবেলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নবাবী ফৌজেরদিগকে তথাহইতে দূর করিয়া দিয়া কএক দিনের পর মহারাজ দুর্ল্লভরামকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন। পরে ক্রমেং মহারাজ দুর্ল্লভরামের পরিবারেরাও মুরশেদাবাদহইতে উঠিয়া কলিকাতা আইলেন। এইরূপে মহারাজ দুর্ল্লভরাম উঠিয়া কলিকাতা আইলে পর নবাব মীরণ সশঙ্ক হইয়া কলিকাতা আসিয়া সাহেব লোকেরদের সহিত সাহিত্য করিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরামকে ধরিয়া লইয়া যাবেন এই মনস্থ করিয়া সসৈন্যে কলিকাতা আইলেন। তখ

নন্তর তখনকার বান্সিটার্ট নামে বড় সাহেব নবাব মীরণের এই মনস্থ জানিতে পারিয়া গড়হইতে এক কোম্পানি গোরা ও কতক তেলঙ্গা ও কতক তোপ মহারাজ দুর্লভরামের গোলাবাড়ীর হবে লীতে পাঠাইয়া দিলেন। নবাব মীরণ এ সকল জানিয়া কৌশলের পরামর্শমতে সকল ফৌজ গঙ্গার ওপারে শালিখার ঘাটে রাখাইয়া চাঁদপালের ঘাটে আপনি পার হইয়া সাহেব লোকেরদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া মুরশেদাবাদে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর আলীগৌহর শাহজাদা যখন দিল্লীহইতে আজীমাবাদে আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন তখন তথাকার নাএব সুবেদার রাজা রাম নারায়ণ সশঙ্ক হইয়া নবাব জাফরালী খাঁর নিকটে শাহজাদার পঁহুছিবার আরজী করিলেন। পরে নবাব জাফরালী খাঁর হুকুম মতে শাহজাদার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন এবং নবাব মীরণ সসৈন্যে শাহজাদার সহিত যুদ্ধ করিতে আজীমাবাদগিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাতে শাহজাদা ইহারদের সহিত যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিয়া ঝাড়ীর পথ দিয়া বাঙ্গালাতে আসিয়া পঁহুছিলেন। তদনন্তর নবাব মীরণ আজীমাবাদহইতে মুরশেদাবাদে আসিতেছেন পরে রাজমহল মোকামে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামি করার ফলরূপ বজ্রাঘাতে মরিলেন। এইরূপে নবাব মীরণ মরিলে পরে তাহার কবরের উপরেও দুইবার বজ্রপাত হইল। নবাব জাফরালী খাঁ নামমাত্রে নবাব ছিলেন তাঁহার পুত্র নবাব মীরণ সুবেদারী কার্য্য সকলি করিতেন এবং নবাব সিরাজদ্দৌলার ন্যায় প্রতাপান্বিত ছিলেন তাঁহার এইরূপে মরণ হইলে পর নবাব জাফরালী খাঁ আপন জামাতা কাসমলী খাঁ রঙ্গপুর অঞ্চলের মোক্তিয়ার ছিলেন তাঁহাকে তথাহইতে আনাইয়া আপনার সকল কার্য্যের মোক্তিয়ার করিলেন। সেই সময়ে নবাব জাফরালী খাঁর নামে কোনহ অপবাদ সাহেব লোকেরদের নিকটে প্রকাশ হইয়াছিল সেই অপবাদের মার্জনার্থে নবাব জাফরালী খাঁ কাসমলী খাঁকে কলিকাতায় সাহেব লোকেরদের নিকটে পাঠাইলেন কাসমলী খাঁ তথাতে আসিয়া নবাব জাফরালী খাঁর নানা প্রকার চুগল করিয়া ঐ অপবাদ বিলক্ষণমতে পুষ্ট করিয়া এবং সাহেব লোকেরদের সহিত সাহিত্য করিয়া আপনি সুবেদার হইয়া মুরশেদাবাদে গিয়া সাহেব লোকেরদের পরামর্শ মতে নবাব জাফরালী খাঁকে কএদ করিয়া কলি

কাতা পাঠাইলেন। এ বারে নবাব জাফরালী খাঁর সুবেদারী আল মগীরসানি বাদশাহের আমলের শেষ ৩।১ তিন বৎসর এক মাস পর্য্যন্ত। এইরূপে নবাব জাফরালী খাঁ কলিকাতাতে কএদ হইয়া থাকিলে পর নবাব কাসলমী খাঁ সুবেদার হইয়া ঝাড়ী অঞ্চলে আলীগৌহর শাহজাদা তখন ছিলেন তাঁহার নিকটে অনেক ধন ও অনেক উত্তম সামগ্রী ও আরজদাস্ত পাঠাইয়া সুবেদারীর সনন্দ এবং নসীরুল্মুল্ক ইমতিয়াজদ্দৌলা নবাব আলীজাহ মীর মহম্মদ কাসমলী খাঁ বাহাদুর নসরৎজঙ্গ এই খেতাব ও হপ্তহাজারী মনসব পাইয়াই সাহেব লোকেরদের সহিত বিমতাচরণ করিয়া আপনি স্বতঃ প্রধান হইলেন এবং চব্বিশ পরগনা ও বর্দ্ধমান ব্যতিবেকে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ইহার মধ্যে কোথাও সাহেব লোকেরদের আজ্ঞা রাখিলেন না কেবল কুঠীর ব্যবহারমাত্র থাকিল। ইহার স্ত্রী জাফরালী খাঁর কন্যা ইহাঁকে পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিত এই প্রযুক্ত ইনি তাহাকে তীরে বিদ্ধা করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কএক মাস মুরশেদাবাদে থাকিয়া সুবেদারী করিয়া কেবল জগৎশেটের কুঠী ব্যতিরেকে ও মহারাজ দুল্লভরামের ঘর ব্যতিরেকে নবাবী মোক্তিয়ারকার ছোটো বড় সকলের সকল ধন কোরোক করিয়া লইয়া ঐ মহারাজ দুল্লভরাম ও নবাব জাফরালী খাঁ ব্যতিরেক নবাবী ছোটো বড় সকল ওমরা লোকেরদিগকে লইয়া এবং নবাব সরকারের ক্রমাগত যত দৌলৎ সে সকল লইয়া অবুতোরাব নামে আপনার খুড়াকে মুরশেদাবাদের কিল্লাতে কিল্লাদার করিয়া এইরূপে সর্ব্বসুদ্ধ উঠিয়া আপনি মুঙ্গেরে গিয়া থাকিলেন। তথাতে মুরশেদাবাদ শহরের ন্যায় কিল্লা ও শহর পত্তন করিলেন। এবং বাঙ্গালার আর২ সুবেদারেদেরহইতে অধিক আধিপত্য ও প্রতাপ করিলেন। এবং ফরাশিষেরদের সহিত অতিশয় সাহিত্য করিলেন। ও গুরগিন খাঁ ও মারকাট প্রভৃতি অনেক আরমানিরদিগকে চাকর রাখিয়া প্রধান সেনাপতি করিলেন এইরূপে কমবেশ ছয় সাত লাক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন তারপর মুরশেদাবাদের কিল্লাতে একবার চুরি হইয়াছিল তাহাতে এক দিবসে এক হুকুম সকল থানাতে হইয়া ৬০০ ছয় শত চোর মারা যায় ইহাতেই চোর ভয় নিবৃত হইল। তারপর সাহের লোকেরা আপনারদের পঞ্চত্তরা মাফের দরখাস্ত করিলেন তাহাতে আর২ সকলের অনুরোধ করিয়া

এক কালে পঞ্চত্বরা উঠাইয়া দিলেন। তাহারপর জগৎসেটের দুই ভাই সেট মহতাবরায় ও মহারাজস্বরূপচন্দ্রকে খণ্ডং করিয়া লবণের রাশির মধ্যে ফেলাইয়া দিলেন। ও বৈদ্য রাজা রাজবল্লভকে ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গলাতে ঘড়া বাঁধিয়া গঙ্গাতে ডুবাইয়া দিলেন ও পাটনার নাএব সুবেদার রাজা রামনারায়ণকে বুকের উপর পাথর চাপাইয়া মারিলেন ও মহারাজ দুর্ল্লভরামের নাএব মহারাজ সকৎ সিংহকেও নষ্ট করিলেন। ও নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় যাহার চৌকিতে কএদ ছিলেন সে হিন্দু ছিল এই কারণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া কোনহ কৌশলক্রমে ভাগাইয়া দিল নবাবও জমীদার জানিয়া তাদৃক তাৎপর্য্য করিলেন না। আর ভোজপুরের লোকেরা বড় ঠক ও চোর ছিল তাহাদের এমন শাসন করিলেন যে তাহারা বিলক্ষণরূপে জব্দ হইল। পরে নেপাল অধিকার করিতে তথাতে গিয়া বড় যুদ্ধ করিয়া নেপালের গড় প্রায় লন ইতিমধ্যে কোন বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইয়া তথাহইতে উঠিয়া আইলেন। তাহারপর কলিকাতাতে সাহেব লোকেরা নবাবের এই সকল ব্যবহার ও দিনেং আধিপত্য দেখিয়া শঙ্কাতে অস্থির হইয়া গুরুগীন খাঁ আরমাণি মারফৎ বাহ্যেতে শিষ্টাচার রাখিয়া এবং তাহাকে স্বপক্ষ করিয়া এবং মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও নবাব জাফরালী খাঁ প্রভৃতির সহিত সলা করিয়া বিলাতহইতে হুকুম ও ফৌজ আনাইয়া এবং কলিকাতাতেও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নবাব কাশমলী খাঁর সহিত যুদ্ধের উপক্রম করিতে লাগিলেন। নবাব এ সম্বাদ পাইয়া কলিকাতা ব্যতিরেকে সুবে বাঙ্গালার ও সুবে বেহারের মধ্যে যেখানে যে সাহেব লোকেরা ছিলেন সে সকলকে সেইং স্থানে এক দিনে এক হুকুমে এক সময়ে মারিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সাহেব লোকেরা অত্যন্ত আক্রোশযুক্ত হইয়া নবাব জাফরালী খাঁ ও মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ হুগলিতে নবাবী ফৌজের সহিত এক লড়াইতে তাহারদিগকে জয় করিয়া তাহার পর সুঁতীর মোহনাতে দ্বিতীয় লড়াইতেও জয়ী হইয়া রাজমহল পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছিলেন। তদনন্তর নবাব কাশমলী খাঁ আরমাণি সরদারেরদের সাহের লোকেরদের সহিত সাহিত্য বুঝিতে পারিয়া কএক আরমাণি সরদারকে নষ্ট করিয়া সর্ব্বসুদ্ধা তথাহইতে উঠিয়া কাশীপর্য্যন্ত গেলেন। তথা নবাব উজীর সুজাওদ্দৌলা ও কা

শীর রাজা বলবন্ত সিংহের সহিত মেল করিয়া তথাতেই সৈন্য সং
গ্রহ করিতে লাগিলেন। তারপর নবাব উজীর শুজাওদ্দৌলাকে
অনেক ধনদিয়া সাহায্য মাগিলেন। নবাব উজীর সাহায্য করিতে
স্বীকার করিলেন। পরে সাহেব লোকেরা রাজা বলবন্ত সিংহের
সহিত সাহিত্য করিয়া বগসরে গিয়া পঁহুছিলেন তথাতে উভয়
পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হইল নবাব উজীর নবাব কাশমলী খাঁর তাদৃক
সাহায্য করিলেন না ইহাতেই নবাব কাশমলী খাঁ সাহেব লোকের
দের সহিত দুই লড়াই দিয়া তৃতীয় লড়াইতে ভগ্ন হইয়া পলায়ন
করিলেন ধন সকল কিছু কাশীতে কিছু লক্ষ্ণৌতে নষ্ট হইল। এই
রূপে কাশমলী খাঁ সাহেব লোকেরদের সহিত যুদ্ধেতে পরাজিত
হইয়া শাহআলম বাদশাহের প্রথম অধিকারের সময়ে তিন বৎসর
দুই মাস সুবেদারী করিয়া দিল্লীতে গিয়া কিছু দিন পরে মরিলেন।
শাহআলম বাদশাহ হন হিজিরি ১১ ৭৪ এগার শত চৌহত্তরি
সনে। এই সময়ে সাহেব লোকেরা নবাব উজীরের সহিত প্রথম
মেল করিলেন। তদনন্তর সাহেব লোকেরা মুরশেদাবাদে আসিয়া
ঐ জাফরালী খাঁকে পুনরায় সুবেদার করিয়া তাঁহার ভাই ইহৎরা
মদ্দৌলাকে নাএব সুবেদার করিয়া আজীমাবাদ পাঠাইলেন ঐ জা
ফরালী খাঁর পুত্র নজমদ্দৌলাকে বাদশাহী দেওয়ান করিয়া মহা
রাজ দুর্ল্লভরামের সহিত জাফরালী খাঁর কোন মতে প্রীতি হইল
না তৎপ্রযুক্তে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আইলেন। তদনন্তর
নবাব জাফরালী খাঁ নন্দকুমারকে রাজগী খেতাব দিয়া রাজা কুঞ্জ
বিহারিকে তগীর করিয়া তাহাকে রায়রায়াঁ কার্য্যে মোকরর করি
লেন কিন্তু মহারাজ দুর্ল্লভরামের অনুরোধে সাহেব লোকেরদের
ইচ্ছামতে কুল্লের নাএব সুবেদারী কার্য্যে কেহ মোকরর হইল না।
এইরূপে নবাব জাফরলী খাঁ পুনর্ব্বার দুই বৎসর সুবেদারী করিয়া
সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামীর ফল গলৎকুষ্ঠ রোগে অতিশয়
ব্যামোহ পাইয়া মরিলেন। এই সময়ে লার্ড ক্লীব নামে বড় সাহেব
বিলাতহইতে আসিয়া কলিকাতা মোকামে পঁহুছিলেন তদনন্তর ঐ
বড় সাহেবের হুকুমমতে জাফরালী খাঁর পত্র নজমদ্দৌলা ও রাজা
নন্দকুমার প্রভৃতি নবাবী আমলারা কলিকাতাতে আইলেন এবং
তখন চট্টগ্রামের ফৌজদার মহম্মদ রেজা খাঁ যাহার খেতাব মুজফ্ফ
রজঙ্গ তিনিও কলিকাতাতে আইলেন এবং ঐ দুই জগৎসেটের

পুত্র সেট খোসালচন্দ্র ও মহারাজ উদ্যৎচন্দ্র ও কলিকাতা আইলেন। এইরূপে সকলে একত্র হইয়া বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কএক মাস কলিকাতাতে থাকিলেন। তদনন্তর বড় সাহেবের ইচ্ছা মহারাজ দুর্ল্লভরামাকে নাএব সুবেদার করেন কিন্তু নবাব নজম দ্দৌলার ইচ্ছা নয় এপ্রযুক্ত নবাব মুজফ্ফরজঙ্গকে নাএব সুবেদার করা কৌশলেতে স্থির হইল। এইমতে নবাব নজমদ্দৌলাকে সুবেদার করিয়া নবাব মুজফ্ফরজঙ্গকে তাহার নেয়াবতে মোকরর করিলেন ও মহারাজ দুর্ল্লভরামকে কুল্লের দেওয়ানীতে মোকরর করিয়া তাঁহার পুত্র মহারাজ রাজবল্লভকে রায়রায়াঁনি কার্য্যে মোকরর করিলেন সেটেরা দুই ভাই আপন২ পিতৃপদ পাইলেন ও মহারাজ দুর্লভরামের ইচ্ছামতে মহারাজ সেতাবরায়কে আজীমাবাদের নাএব সুবেদারীতে বহাল করিলেন। এইরূপে সকলে উপযুক্তমতে পদস্থ হইয়া মুরশেদাবাদে গেলেন পরে নবাব নজমদ্দৌলা এই সকল লোককে লইয়া তিন বৎসর সুবেদারী করিয়া মরিলেন। তারপর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই ঐ জাফরালী খাঁর পুত্র সয়ফদ্দৌলা সুবেদার হইলেন আমলা সকল পূর্ব্ববৎ থাকিলেন। এই সময়ে লার্ড ক্লীব বড় সাহেব দিল্লীতে গিয়া সাহআলম বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে২ সকল করিলেন তাহা শাহআলম বাদশাহের বিবরণে বিস্তারিত লিখিত আছে। এইরূপ নবাব সয়ফদ্দৌলা তিন বৎসর সুবেদারী করিয়া মরিলেন। তারপর ঐ জাফরালী খাঁর পুত্র মুবারকদ্দৌলা নবাব হইলেন ইহার সুবেদারী হবার কএক মাসের পরে মহারাজ দুল্লভরাম মহীন্দ্র মরিলেন ইহার কএক মাসের পরে হেষ্টিংস্ সাহেব বড় সাহেব হইয়া আইলেন তিনি নবাব মুজফ্ফরজঙ্গকে কএদ করিয়া মুরশেদাবাদহইতে আনাইয়া চিতপুরে নজরবন্দি করিয়া রাখিলেন এবং মহারাজ সেতাবরায়কেও আজীমাবাদ হইতে কএদ করিয়া আনাইলেন। তদনন্তর বড় সাহেব আপনি মুরশেদাবাদে গিয়া ঐ মহারাজ মহীন্দ্রের পুত্র মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুরকে তিন সুবার কুল্লের দেওয়ান করিয়া খালিসা ও টাকসাল মুরশেদাবাদহইতে উঠাইয়া কলিকাতাতে আনিলেন তদবধি মুরশেদাবাদে রাজকীয় ব্যাপার কিছুই থাকিল না নবাব মুবারকদ্দৌলার পরিবার পোষণার্থে ১৬০০০০০ ষোল লক্ষ টাকা মোকরর করিয়া দিলেন এবং রাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে

নবাব মুবারকদ্দৌলার দেওয়ান করিয়া দিলেন তারপর সুবে বাঙ্গালাকে চারি জিলা করিয়া ঐ চারি জিলাতে সাহেব লোকেরদিগকে মোক্তিয়ারকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের তরফ হইতে এক২ দেওয়ান তজবীজ করিয়া সুবে বাঙ্গালার বন্দোবস্ত করিলেন ও আজীমাবাদের মোক্তিয়ার সাহেব লোকেরদিগকে করিয়া ঐ মহারাজ সেতাবরায়কে মহারাজ রাজবল্লভের তরফ হইতে দেওয়ানীতে মোকরর করিয়া পাঠাইলেন।

এইরূপে সুবে বাঙ্গালাদিতে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গলা ১২০৪ সন পর্য্যন্ত বরাবর কোম্পানি বাহাদুরের খেদমতগুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ মহারাজ দুর্ল্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ঐ আপন মুনীব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামী বৃক্ষের ফল পাইলেন অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔরসেতে মহারাজ দুর্ল্লভরামের জন্ম অতএব বিপরীত খচরস্বরূপ ঐ মহারাজ রাজবলভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাসী সমেত কৌশলক্রমে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভেরদের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করত আছে। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কাল ক্ষেপণ করত আছেন।

এইরূপে নন্দবংশজাত বিশারদ অবধি শাহআলম বাদশাহ পর্য্যন্ত ও মুনইম খাঁ নবাব অবধি নবাব কাশমলী খাঁ পর্য্যন্ত কোন২ সম্রাট রাজারদের ও নবাবেরদের ও তাঁহারদের চাকর লোকেরদের স্বামিদ্রোহাদি নানাবিধ পাপেতে এই হিন্দুস্থানের বিনাশোন্মুখ হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে ঐ হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ আরোপিত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের পুষ্পিতত্ব ও ফলিতত্বের সমবধায়ক যে বড় সাহেব তৎকর্তৃক ঐ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের আলবালত্বে নিরূপিত পাঠশালার পণ্ডিত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্ম কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।